NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ সরকারি ব্যাংককে লাভ বাড়ুক, কর্মচারীও বাড়ুক

১৫৬ কিমি গতি তুলে মায়াঙ্ক বললেন, 'এটা কেবল শুরু' ৮

কলকাতা ৪ এপ্রিল ২০২৪ ২১ চৈত্র ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৯২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 4.4.2024, Vol.17, Issue No. 292, 8 Pages, Price 3.00

আজ কোচবিহারে মোদি ও মমতার হাইভোল্টেজ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে লোকসভা ভোটের প্রথম পর্যায়ের প্রচার আজ থেকেই তুঙ্গে উঠতে চলেছে। প্রথম পর্যায়ে আগামী ১৯ এপ্রিল উত্তরবঙ্গের তিন আসন কোচবিহার আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি আসনে ভোটগ্রহণ। তার আগে ওই আসনগুলিতে দলীয় প্রার্থীদের জন্য ভোট প্রচারে নামছেন যুযুধান দুই শিবির তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির দুই সর্বোচ্চ নেতা। প্রবীণ বিজেপি নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহার থেকেই রাজ্যে লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের হাইভোল্টেজ কেন্দ্র কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে সভা করবেন নরেন্দ্র মোদি।

বিকেলে বিহারের জামুই থেকে হাসিমারা হয়ে কোচবিহার পৌঁছবেন তিনি। শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটেয় কোচবিহার শহরের রাসমেলা ময়দানে সভা করবেন নরেন্দ্র মোদি। এখনও পর্যন্ত যা খবর, তাতে প্রথমে হাসিমারা এয়ারবেসে পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী। আবহাওয়া ভাল থাকলে সেখান থেকেই কপ্টারে তাঁর কোচবিহার শহরে পৌঁছনোর কথা আছে তাঁর। বিজেপি সূত্রে খবর, ভোটের আগে বাংলায় এই নিয়ে ৯ দিনে চারটি সভা করছেন প্রধানমন্ত্রী।

এর আগের সভাগুলি থেকে শুধু সমর্থনের আবেদন নয়, মানুষের কাছে বা কর্মীদের একেবারে সংখ্যা উল্লেখ করে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। বঙ্গ শিবিরকে ৪২-এ ৪২ এর টার্গেট বেঁধে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তবে এখনও পর্যন্ত

বিজেপি ৪২ টি আসনের প্রার্থীর নামই দিতে পারেনি বিজেপি। তবে বেশির ভাগ আসনের প্রার্থীর নামই এখন ঘোষিত। কিছু কিছু জায়গায় বিজেপিরই অন্দরে প্রার্থী বাছাই নিয়ে অসন্তোষের খবরও এসেছে। প্রথম দফায় বাংলার ২০ জন প্রার্থীর তালিকাতেই ছিল নিশীথ প্রামাণিকের নাম। জেলার লোসকসভা আসনে প্রার্থী ঘোষণা হতেই, বেসুরো হন বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজ। বলেন, 'রাজ্য বিজেপি আমাকে ডাস্টবিনে রেখে দিয়েছে। কেউ কোনও যোগাযোগই রাখেন না। প্রার্থী বাছাই নিয়েও আলোচনা করা হয়নি।' কোচবিহারে লোকসভা ভোটের প্রার্থী ঘোষণা হতেই এমন কথা শোনা যায় তাঁর কথায়। তাই কোচবিহার কেন্দ্রে মোদির সভা করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে আজ থেকেই উত্তরে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুলবেন মুখ্যমন্ত্রী। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে জোড়া জনসভা করবেন তিনি। রবিবার কৃষ্ণনগরে জনসভা করেই রাতে ঝড়-বিধ্বস্ত জলপাইগুড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে বৃহস্পতিবার ভোট প্রচারে প্রথমে কোচবিহারের মাথাভাঙায় প্রার্থী জগদীশ বসুনিয়ার সমর্থনে এবং তারপর জলপাইগুড়ির মালে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়ের সমর্থনে জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর।

এক নজরে

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা নিয়ে রাজ্যের নির্দেশিকা সম্পূর্ণ বেআইনি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা নিয়ে রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক নির্দেশিকা সম্পূর্ণ বেআইনি, ইউজিসির নিয়ম এবং সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশের পরিপন্থী বলে রাজভবন দাবি করেছে। সন্ধ্যায় রাজভবন থেকে রাজ্যপালের রিপোর্ট কার্ড শীর্ষক একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চাইছে বলে ওই রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে।

রাজভবনের বিবৃতিতে রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের ওই পদক্ষেপকে বেআইনি দাবি করে বলা হয়েছে। যে সব বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ স্তব্ধ করে করে রেখেছেন, আচার্য তাঁদের সতর্ক করে দিয়েছেন। এপ্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের একাধিক নির্দেশ উদ্ধৃত করে আচার্যের ক্ষমতা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী উপাচার্যদের নিয়োগের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই একমাত্র আচার্যের আছে। আদালতের রায়ে তা স্পষ্ট বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যপাল জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হবে ইউজিসি-র নিয়মাবলী অনুযায়ী। কোনও রাজ্য সরকারের সঙ্গে যদি ইউজিসির নিয়মের সঙ্গে মতানৈক্য তৈরি হয়, তা হলে ইউজিসির নিয়মই কার্যকরী হবে। রাজভবনের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, উপাচার্যেরা যে সব নির্দেশ দিয়েছিলেন, আচার্য তা ক্ষমতা বলে রদ করছেন।

তেলঙ্গানায় কারখানায় বিস্ফোরণ, মৃত ৫

অমরাবতী, ৩ এপ্রিল: তেলঙ্গানায় রাসায়নিক কারখানায় ভয়ংকর বিস্ফোরণ। মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৫ জনের। আহত অনেকে। স্থানীয়দের দাবি, দুর্ঘটনার সময় ওই কারখানায় ৫০ জন কর্মী ছিলেন। বর্তমান দাউদাউ করে জ্বলছে কারখানাটি। মনে করা হচ্ছে ভিতরে আটকে রয়েছেন ৮ থেকে ১০। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। বুধবার বিকেলের দিকে তেলঙ্গানার সঙ্গারেড্ডি এলাকার ওই কারখানায় আচমকাই আগুন লেগে যায়।

চালসায় গিয়ে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জনসংযোগ সারলেন মুখ্যমন্ত্রী

বানালেন চা, দিলেন গ্রামবাসীদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ফের জনসংযোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরনে কালো পাড় সাদা শাড়ি। কাঁধে একটা সাদা শাল চাপানো। গাড়ি থেকে নেমে সোজা রাস্তার পাশের এক চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তা-ই নয়, নিজের হাতে চা করলেন, তার পর খাওয়ালেন সকলকে। পাশাপাশি, জলপাইগুড়ির এক চা-বাগানও পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানকার শ্রমিকদের সঙ্গেও কথা বলতে দেখা গেল তাঁকে।

দিন দুয়েক আগেই ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে জলপাইগুড়ি। খবর পাওয়া মাত্রই রাতে কলকাতা থেকে সেখানে চলে যান মমতা। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন, কথা বলেন ঝড়ে বিধ্বস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে। সরকারি সাহায্যের আশ্বাসও দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গেই থাকবেন। বুধবার জলপাইগুড়ির চালসা এলাকায় জনসংযোগে গিয়েছিলেন মমতা।

এলাকার মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই ফাঁকেই দুপুরবেলা একটি চায়ের দোকানে সদলবলে ঢুকে পড়েন তিনি। সকলের জন্য চা বানাতে বলেন দোকানদারকে। তার পর নিজেই চা বানানোর কাজে হাত লাগান। মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে আপ্লুত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। সেই সঙ্গে রাস্তা, পানীয় জল সংক্রান্ত নানা সমস্যার কথা গ্রামবাসীরা মমতাকে জানান। সকলের কথা মন দিয়ে শোনেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা বলেও সমস্যা সমধানের আশ্বাস দেন তিনি। মমতা জানান, এখন নির্বাচনী আচরণবিধি রয়েছে। তবে দ্রুত সমস্যা সমাধান করা হবে বলেও গ্রামবাসীদের বলেন তিনি।

অতীতেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জনসংযোগে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে দেখা গিয়েছে মমতাকে। একেবারে ঘরের মেয়ের মতোই গ্রামবাসীদের বাড়িতে বসে গল্প করেছেন তিনি। রান্নাঘরে ঢুকে রান্নার

কাজেও হাত লাগাতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। হেঁটে হেঁটে গ্রামে ঘুরেছেন, চা খেয়েছেন গ্রামবাসীদের বাড়িতে।

পাহাড়ে গিয়ে মমতাকে আগেও দেখা গিয়েছে চা-বাগানে ঢুকে পড়তে। চা-বাগানে শ্রমিকদের মতো পোশাক পরে পিঠের দিকে ঝুড়ি ঝুলিয়ে চা তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ বার চা তৈরি করে খাওয়ালেন সকলকে। অনেকেই বলেন, মমতা যে ভাবে জনসংযোগ করেন তা অন্য রাজনীতিকদের থেকে অনেকটাই আলাদা। পাহাড় থেকে জঙ্গল, সমতল যেখানেই যান না কেন সেখানকার মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু গাড়িতে ঘুরে ঘুরে নয়, রীতিমতো পায়ে হেঁটে স্থানীয়দের মধ্যে মিশে যান তিনি।

৩ মাস জুড়ে তাপপ্রবাহে পুড়বে ভারত, সতর্কতা মৌসম ভবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৈশাখ মাস এখনও পড়েনি। কিন্তু এর আগেই গরমে নাজেহাল বঙ্গবাসী। বুধবার থেকেই তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায়। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ভারত জুড়ে ২২টি রাজ্যে তাপপ্রবাহ চলতে পারে বলেও জানিয়েছে মৌসম ভবন।

মৌসম ভবন সূত্রে খবর, চলতি বছরে অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি গরম পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত দেশের কয়েকটি রাজ্যে বার বার তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এমনকী, দেশ জুড়ে দীর্ঘ সময় ধরে তাপপ্রবাহ চলতে পারে বলেও আশঙ্কা রয়েছে। এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে দেশজুড়ে তাপপ্রবাহের যে পরিস্থিতি তৈরি হবে তা টানা ১০ থেকে ২০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে বলে মৌসম ভবনের পূর্বাভাস।

মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে অধিকাংশ রাজ্যের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলতে পারে। তার পাশাপাশি আরও এক ধরনের তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি লক্ষ করা যেতে পারে ভারতে। ভারতের কোনও কোনও রাজ্যে দীর্ঘ দিন ধরে তাপমাত্রা একই রকম থাকলে হঠাৎ করে তাপমাত্রার পারদ এক লাফে ৫ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন। অতিরিক্ত গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া তৈরির ফলে মানুষের কষ্ট তো হবেই, এর প্রভাব পড়তে পারে জিডিপির উপরেও।

বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, কোনও বছর অতিরিক্ত গরম পড়লে ভবিষ্যতে দেশের জিডিপি কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাঁরা জানান, যে বছর তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়, তার ১০ বছর পর দেশের জিডিপি ২ শতাংশ কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অতিরিক্ত গরমের ফলে ফসলের উৎপাদনেও বাধা পড়ে। ফসল কম উৎপাদন হলে তারও প্রভাব পড়ে জিডিপির উপর। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বৃদ্ধি পেলে ফসলের উৎপাদন কমতে শুরু করে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, ভারতে গম চাষের সময় ৯০ শতাংশ ফসল জমি থেকে কাটা হয়ে যায় এপ্রিল মাসের গোড়াতেই। ফসল কাটা সম্পূর্ণ হতে কখনও কখনও তা এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্তও গড়িয়ে যায়।

সাধারণের জন্য জারি সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে প্রবল গরম ও তাপপ্রবাহের পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। পাশাপাশি, প্রবল গরমে যাতে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত না হয় তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবান্ন থেকে প্রতিটি জেলার জেলাশাসকের কাছেই এই নির্দেশিকা পৌঁছেছে। ওই নির্দেশিকায় জেলাশাসকদের বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করতে বলা হয়েছে। কোনওভাবেই যাতে জল সঙ্কট অথবা বিদ্যুতের যোগানে সমস্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি না হয় এবং আপতকালীন পরিস্থিতির জন্য যাতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর তৈরি থাকে, সেই পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর, চলতি সপ্তাহেই পশ্চিমাঞ্চলের একাধিক জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরির সতর্কতা জারি করেছে। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় লু বইতে পারে।

তাইওয়ানে বিধ্বংসী ভূমিকম্পে মৃত কমপক্ষে ৯, জখম ৭০০

তাইপেই, ৩ এপ্রিল: বুধবার সকালে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পূর্ব এশিয়ার তাইওয়ানের একাংশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, রিখটার স্কেলে এই কম্পনের তীব্রতা ছিল ৭.৪। প্রবল কম্পনের ফলে একাধিক বহুতল এক দিকে হেলে পড়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৯ জন মারা গিয়েছেন বলে স্থানীয় দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে। আহতের সংখ্যা ৭০০ জনেরও বেশি। জাপানের তরফে সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা নাগাদ কেঁপে ওঠে তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেই এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা। ইউএসজিএস-এর তরফে জানানো হয়েছে, এই

কম্পনের উৎসস্থল তাইওয়ানের দক্ষিণে হুয়ালিয়েন সিটি থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে ভূগর্ভ থেকে ৩৪.৮ কিলোমিটার গভীরে।

কম্পনের মাত্রা বেশি থাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। ভূমিকম্পের ফলে শহর জুড়ে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, উঁচু উঁচু বহুতলগুলি এক দিকে হেলে পড়েছে। বাসিন্দারা সমাজমাধ্যমে তার ভিডিয়োও পোস্ট করেছেন। ভূমিকম্পের ফলে জাপানের দক্ষিণের দ্বীপগুলিতে সেখানকার আবহাওয়া দপ্তরের তরফে সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন মিটার উঁচুতে জল আছড়ে পড়তে পারে বলে জাপানের আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপ-সহ অন্যান্য দ্বীপের বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে মোতায়েন করা হয়েছে বিশেষ উদ্ধারকারী দল। সুনামির পূর্বাভাসের ফলে ওকিনাওয়ার নাহা বিমানবন্দরে প্রশাসনের তরফে বিমান চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাপানের পাশে সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে ফিলিপিন্সেও।

স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রায় ২৫ বছর পর তাইওয়ানে এই ধরনের প্রবল ভূমিকম্প হয়েছে। এর আগে ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাইওয়ানে ভূমিকম্পের ফলে মারা গিয়েছিলেন ২,৪০০ জন। এই কম্পনের তীব্রতা ছিল ৭.৬।

পদ্ম-জোড়াফুলের মর্যাদার লড়াই কৃষ্ণনগরে

শুভাশিস বিশ্বাস

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের যে কয়েকটি আসনের দিকে তাকিয়ে বঙ্গ রাজনীতি তার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে কৃষ্ণনগর লোকসভা আসন। কারণ, সংসদে বরাবরই চোখা চোখা প্রশ্নবাণ তথা ধারাল ভাষণের মধ্যে দিয়ে প্রতিপক্ষকে নিশানা করতে দেখা গিয়েছে যে মহুয়া মৈত্রকে, তাঁকেই 'ক্যাশ ফর কোয়্যারি' বিতর্কে এথিক্স কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে সংসদ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। এবার সংসদ থেকে বহিষ্কৃত সেই মহুয়াকেই ফের প্রার্থী করেছে তৃণমূল। অন্যদিকে, আবার ওই কেন্দ্রেই বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির রাজবধূ অমৃতা রায়। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন অমৃতা। সবচেয়ে বড় কথা, ইতিমধ্যেই অমৃতার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে সব রকমের সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, আবার নির্বাচনী প্রচার কৃষ্ণনগর থেকেই শুরু করতে দেখা গেল তৃণমূল সুপ্রিমোকে। এরপর রাজনৈতিকমহলের প্রশ্ন উঠেছে, মোদি থেকে মমতা, প্রত্যেকেই কেন বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন কৃষ্ণনগরকে।

এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, 'ভারতীয় রাজনীতিতে মহুয়া মৈত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে আদানির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে তিনি যে প্রশ্ন তুলেছিলেন আর তার জন্য তাঁকে বহিষ্কার করার ঘটনায় মহুয়া মৈত্র সংসদের ভিতরে ও বাইরে এটাই প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করার জন্যই এমন পদক্ষেপ। এদিকে এবার বিজেপি বদ্ধপরিকর যাতে মহুয়া সংসদে যেতে না পারেন। ফলে উভয় শিবিরের কাছেই মহুয়া প্রেস্টিজ ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।'

কৃষ্ণনগর লোকসভা সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই দেখা দরকার এর গঠন। নদিয়া জেলার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত এই লোকসভা কেন্দ্র। এর অন্তর্গত বিধানসভা কেন্দ্রগুলি হল তেহট্ট, পলাশিপাড়া, কালিগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, ছাপড়া, কৃষ্ণনগর উত্তর এবং কৃষ্ণনগর দক্ষিণ। কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রেও রয়েছে বহু জাতির মানুষের বসবাস। যাঁদের মধ্যে বৌদ্ধ ০.০১ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.৬৫ শতাংশ, জৈন ০.০১ শতাংশ, শিখ ০.০২ শতাংশ,

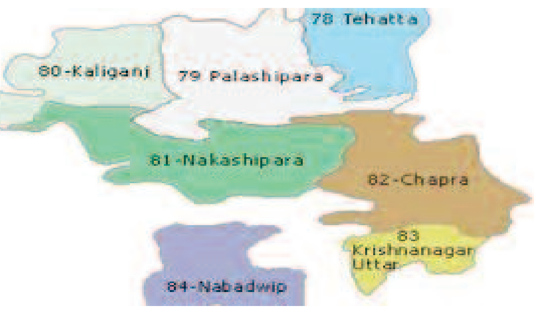

মুসলিম ২৬.৭৬ শতাংশ, তপসিলি জাতি ২৯.৯ শতাংশ, তপসিলি উপজাতি ২.৭ শতাংশ। সাক্ষরতার হার ৬৭.৩৫ শতাংশ। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে ভোটার ছিল ১৬,৩১,৬৯৮জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৮ লাখ ৪৮ হাজার ৮৭০ জন এবং মহিলা ভোটার ৭ লাখ ৮২ হাজার ৭৮৭ জন। ৪১ জন ছিলেন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন অনুযায়ী, এই কেন্দ্রের মোট ভোটার ১৬ লক্ষেরও বেশি। এর মধ্যে মুসলিম ভোটারের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৯০ হাজার। ফলে মুসলিম ভোট বড় ফ্যাক্টর কৃষ্ণনগরে।

রাজনৈতিক দিক থেকে দেখতে হলে, একসময় বামেদের দখলে থাকা কৃষ্ণনগরে বামদের অস্তিত্ব এখন বিরাট সংকটে। ২০০৯ সাল থেকেই এই কেন্দ্রে ধারাবাহিক ভাবে জিতে আসছে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০০৪ সালে এই কেন্দ্রে শেষবার জিতেছিলেন বামপ্রার্থী। এর আগে ১৯৯৯ সালে এই কেন্দ্রে জয় পেয়েছিলেন প্রয়াত বিজেপি নেতা সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়। প্রথম রাজনৈতিক পরিবর্তন কৃষ্ণনগরে যাঁর হাত ধরে আসে তিনি ডালু হিসাবে রাজনৈতিক মহলে জনপ্রিয় ছিলেন। শুধু তাই নয়, জিতে এনডিএ সরকারের মন্ত্রীও হন তিনি। এরপর ২০০৪ সালে এই কেন্দ্রে জেতেন সিপিএম প্রার্থী জ্যোতির্ময়ী শিকদার। কিন্তু ২০০৯ সালে ঘটে পালাবদল। সে বছর জ্যোতির্ময়ী শিকদারকে হারিয়ে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী তথা অভিনেতা প্রয়াত তাপস পাল। ২০১৪ সালেও জেতেন তাপস পালই। ২০০৯ সালে তাঁর জয়ের ব্যবধান ছিল সাড়ে ৭৭ হাজারেরও বেশি। সে বছর এই লোকসভার অন্তর্গত সমস্ত বিধানসভাতেই এগিয়ে ছিল তৃণমূল। ২০১৪ সালে এই ব্যবধান সামান্য কমে দাঁড়ায় ৭১ হাজারে।

এরপর ২০১৯ সালে তৃণমূল কৃষ্ণনগর থেকে প্রার্থী করে মহুয়া মৈত্রকে। মহুয়া বিজেপির কল্যাণ চৌবেকে হারান ৬৩,২১৮ ভোটের ব্যবধানে। মহুয়া যেখানে ৬,১৪,৮৭২ ভোট পেয়েছিলেন সেখানে কল্যাণের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ৫,৫১,৬৫৪ ভোট। শতাংশের বিচারে মহুয়ার পক্ষে পড়ে ৪৪.৯৯ শতাংশ ভোট আর কল্যাণের পক্ষে ৪০.৩৭ শতাংশ ভোট। অন্যদিকে যে কৃষ্ণনগরে একদা রাজ করেছে বামেরা সেখানে ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায় তাঁরা। ২০১৯-এর নির্বাচনে সিপিএমের শান্তনু ঝা পান ১,২০,২২২ ভোট আর কংগ্রেস পায় ৩৮,৩০৫ ভোট। শতাংশের বিচারের দুজনের প্রাপ্ত ভোট ৮.৮০ শতাংশ এবং ২.৮০ শতাংশ।

বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবেকে হারিয়ে কৃষ্ণনগর থেকে ৬৫ হাজার ৪০৪ ভোটে জেতেন মহুয়া। তবে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে বিজেপির উল্লেখযোগ্য ভোটবৃদ্ধি হলেও ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল বলছে অন্য কথা। কৃষ্ণনগর লোকসভার অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রগুলির মধ্যে ৬টিতেই জেতে তৃণমূল। তবে কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্রে জয় পায় বিজেপি। বিজেপির হয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন বঙ্গ রাজনীতির চাণক্য হিসেবে পরিচিত মুকুল রায়। যদিও শারীরিক অসুস্থতার জন্য রাজনীতির আঙিনায় এখন দেখা মেলে না তাঁর।

এদিকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে সিপিএমের তরফ থেকে প্রার্থী করা হয়েছে প্রাক্তন বিধায়ক এস এম সাদিকে। বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া গেলেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই কেন্দ্রে সিপিএমের ভোট বেড়ে হয়েছে প্রায় ২১ শতাংশ। আর সেখানেই কোথাও একটা আশার আলো দেখছেন বাম নেতৃত্ব। এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ২০১৯-এ জয় পান মূলত সংখ্যালঘু ভোটের জোরেই। ফলে এবার সিপিএম প্রার্থী যত সংখ্যালঘু ভোট কাটবেন, ততই তা মহুয়ার বিপক্ষে যাবে। তবে এখন এটাই দেখার যে মর্যাদার লড়াইয়ে জিতে দ্বিতীয়বারের জন্য মহুয়া সাংসদ হতে পারেন কি না।

'বিজেপিতে যাননি বলেই জেল খাটছেন অনুব্রত'

বীরভূমে দাঁড়িয়ে কটাক্ষ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনুব্রত মণ্ডলের জেলায় এসে তাঁর গ্রেপ্তারি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে তোপ দেগে তাঁর অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার থেকে গোরু পাচার হয়ে বাংলায় আসছে। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার, কেউ কোনও পদক্ষেপ করেনি। পাশাপাশি অভিষেক প্রশ্ন তুলেছেন যে দুই রাজ্য থেকে গোরু পাচার হচ্ছে, কেন সেই দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সমন পাঠাচ্ছে না কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থা। বুধবার বীরভূমের তারাপীঠে সাংবাদিক বৈঠকে অভিষেক বলেন, 'অনুব্রতই যদি আজ বিজেপিতে চলে যেতেন, ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে যেতেন। বিজেপিতে যাননি, তাই জেল খাটছেন।' গোরু পাচার মামলায় তৃণমূল নেতা অনুব্রত গ্রেপ্তার হন ২০২২ সালের অগস্টে। নভেম্বর মাসে অনুব্রতকে নিজেদের হেপাজতে নেয় ইডি। পরে তৃণমূল নেতার মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকেও গ্রেপ্তার করে ইডি। বাবা এবং মেয়ে দু'জনেই এখন তিহার জেলে বন্দি। ওই মামলার গতিপ্রকৃতি এবং অনুব্রতের গ্রেপ্তারি নিয়ে প্রশ্ন তুলে অভিষেক বলেন, 'যে ভাবে অজিত পাওয়ার, শুভেন্দু অধিকারী, হিমন্ত বিশ্বশর্মা, নারায়ণ রানে বিজেপিতে গিয়েছেন, অনুব্রতও বিজেপিতে গেলে ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে যেতেন।' তিনি আরও বলেন, 'অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গোরু পাচার মামলায়। কিন্তু ১০ দিন আগেই উত্তরপ্রদেশ, বিহার থেকে গোরু নিয়ে আসা হচ্ছিল (বেআইনি ভাবে) মেমারিতে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ধরেছে।' তার পর গোরু পাচার মামলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অভিষেকের কটাক্ষ করে বলেছেন, তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি বিহারে বা উত্তরপ্রদেশে নেই। কিন্তু সেই রাজ্যগুলিতেও গোরু পাচার হয়ে বাংলায় ঢুকছে। তিনি বলেন, '১৪ মাস-১৮ মাস অনুব্রত জেলে। তার পরেও উত্তরপ্রদেশ বিহার থেকে গোরু পাচার হয়ে আসছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে ক'বার সমন পাঠানো হয়েছে?' অভিষেক বলেন, 'যদি বিজেপির এক জন নেতাকেও সমন করা হয় হাইকোর্ট সেটা 'স্টে' (স্থগিতাদেশ) করে দেবে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৮/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৪৬৭ নং এফিডেভিট বলে Goutam Shaw ও Goutam Kr. Shaw S/o. Raghubir Shaw সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৮৬৬ নং এফিডেভিট বলে Shekh Basir Ahammed S/o. Sekh Hasen ও Sk Basir Ahammad S/o. Sk Hasen Ali, Sk Hasen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, JYOTIRMOY RAY S/O AJIT KUMAR ROY, born on 13/01/1967 residing at Howrah, West Bengal , have changed my name to JYOTIRMOY ROY vide affidavit dated 01/04/2024 at Howrah Court .

CHANGE OF NAME

I, Jitendranath Sanpui, S/o Late Nukuleshwar Sanpui, Hindu, residing at Bademaheshpur, post Kadipukur, PS Mandirbazar, Dist South 24 Paraganas 743355 WB. Vide affidavit No 2883 dt 30th Mar 2024, at metropolitan magistrate court Kolkata, mentioned that the Jitendranath Sanpui and Jitendra Sanpui is the same and one identical person.

নাম-পদবী

গত ০৬/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫০ নং এফিডেভিট বলে Tapas Malik S/o. Ranjit Malik ও Tapas Mallick S/o. R. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৯৪৩ নং এফিডেভিট বলে Ranajit Das S/o. Swapan Das ও Ranjit Das S/o. S. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি পায়েল মিত্র, স্বামী অর্পন দত্ত 22/7/1, প্রনবানন্দ রোড, গড়িয়া, কলকাতা-700084, গত 26.11.2019 আলিপুর কোর্টে এফিডেভিট অনুযায়ী পায়েল মিত্র দত্ত নামে পরিচিত হলাম। পায়েল মিত্র এবং পায়েল মিত্র দত্ত এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৬১৫ নং এফিডেভিট বলে Md Nezamuddin Molla S/o. Md Iman Ali Molla ও Md Nizamuddin Molla S/o. Md I A Molla সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি দেবযানী এনডো ঘটক। আমার স্থায়ী ঠিকানা - ৫৫০ চক গড়িয়া, কমিন্ট পার্ক হাউসিং, পুলিশ স্টেশন- পাঞ্চসায়র, কলিকাতা-৭০০০৯৪। আমি আমার নাম পরিবর্তন করে দেবযানী এনডো হয়েছি। যার এফিডেভিড নঃ- 82AB262379, তারিখ-৩০.১২.২০২৩। দেবযানী এনডো এবং দেবযানী এনডো ঘটক একই ব্যক্তি।

নাম-পদবি পরিবর্তন

আমি (ABUL KALAM SAIK S/o LATE ABDUL REJAK), ঠিকানা- সাং + পো ঃ মালিয়া, থানা-হরিপাল, জেলা-হুগলী ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর কোর্টের, জেলা-হুগলী, পঃ বঙ্গ এফিডেভিট দ্বারা (ABUL KALAM SAIK S/o SK. ABDUR REJAK) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 1648 dated 27.03.2024 (ABUL KALAM SAIK S/o LATE ABDUL REJAK) ও (ABUL KALAM SAIK S/o SK. ABDUR REJAK) একই ব্যক্তি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ঠা এপ্রিল, ১৫ই চৈত্র। বৃহস্পতি বার। দশমী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি মহাদশা কাল ও বিংশত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে।

সিংহ রাশি : সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

নাম-পদবী

আমি মুসাম্মাত মমতাজ বিবি, স্বামী- মহঃ নুরুল ইসলাম, সাং + পোঃ দেবকুন্ডু, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা-মুর্শিদাবাদ। আমার পুত্রের সঠিক নাম মহঃ সিরাজুল ইসলাম তার জন্ম সার্টিফিকেটে আছে। কিন্তু ভুলবশতঃ তার আধার কার্ডে মহঃ আফরিদ সেখ আছে। গত ইং ০৫/০১/২৪ তরিখে বহরমপুর SDEM(S) কোর্টে Affidavit করিয়া মহঃ সিরাজুল ইসলাম ও মহঃ আফরিদ সেখ একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইল।

নাম পদবি পরিবর্তন

আমি আদিল আসলাম, পিতা প্রয়াত মহ আসলাম আনসারি, ১১, দক্ষিণ আনন্দ প্রসাদ ব্যানার্জি রোড, পো : কাঁকিনাড়া, থানা : ভাটপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৬, পিতার নাম আমার সকল শিক্ষা সংক্রান্ত নথিতে মহ আসলাম আনসারি হিসেবে উল্লেখ থাকলেও আমার আধার এবং ভোটার পরিচয়পত্রে আসলাম আনসারি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ০২.০৩.২০২৪ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বারাকপুর সমীপে হলফনামা দাখিল বলে (নং এস এল নং ৫৩ তারিখ ০২.০৩.২০২৪) ঘোষণা করছি যে, মহ আসলাম আনসারি এবং আসলাম আনসারি এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশান) অতিরিক্ত আদালত চুঁচুড়া
২০০০ সালের ১নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা

গঙ্গা পাল দীং
-বনাম-
শিব প্রসাদ পাল দীং

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি করিয়া জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় ২(ক) নং বিবাদী শ্রী মহেন্দ্র পাল, ২(খ) নং বিবাদী শ্রী বুদ্ধদেব পাল, ২(গ) ভাস্কর পাল, সকলের পিতা- ঁপ্রফুল্ল চরণ পাল, সর্ব সাকিম উড়িয়াপাড়া, বাগবাজার, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী। ৩ নং বিবাদী নীলমণি পাল, পিতা- ঁনিতাই পাল ৪ নং বিবাদী শ্রী কচি পাল, পিতা- ঁরজনীকান্ত পাল ৩/৪ নং বিবাদীর সাকিম উড়িয়াপাড়া বাগবাজার, পোঃ ও থানা- চন্দননগর জেলা- হুগলী। ৫ (ক) নং বিবাদী জ্ঞানদা পাল, স্বামী- ঁপঞ্চানন পাল, ৫ (খ) ভোলানাথ পাল, ৫ (ঘ) শ্রী লোকনাথ পাল, ৫(ঙ) অলোক নাথ পাল, ৫ (চ) শ্রীমতী মিণতি জানা, ৫(ছ) শ্রীমতী অসীমা দাস ৫(খ) হইতে ৫(ছ) এর সাকিম দাড়িয়া বাগ লেন ১৫৯৯ দিল্লীর ১১০০০৬, ৬নং বিবাদী সন্ধ্যা পাত্র, ৭নং বিবাদী মায়া মণ্ডল, ৮নং বিবাদী দিপ্তিপ্তি দাস, ৯নং বিবাদী লক্ষী পাল সকলের পিতা- ঁজীবনধন পাল, প্রযত্নে নারায়ণ চন্দ্র সুর সর্ব সাকিম ভাকুন্ডা ভুবনভড় রোড পোঃ ও থানা- চন্দননগর জেলা হুগলী।

এতদ্বারা আপনাদের সকলকে জানান যাইতেছে যে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে স্বয়ং বা উকিলবাবুর মারফত হাজির হইবেন। অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ হইবে।

বাদী পক্ষে
শ্রী সুকুমার মণ্ডল
এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশান অতিরিক্ত আদালত), চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৫৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওড়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮
বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান
স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পঞ্চায়েত ভোটের হিংসার তথ্য চাইলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাভাবিকভাবেই প্রথম দফার নির্বাচনের আগে রীতিমতো ব্যাকফুটে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর ও রাজ্য প্রশাসন। 'কমিশনের নির্দেশকে পালন করুন অন্যথায় মাথাদেরকেই ধরতে বাধ্য থাকবো আমরা,' - চার ঘণ্টা বৈঠক শেষে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের মুখে এই কথাই শোনা গেল। ভিডিও কনফারেন্সে সারা দেশের অন্যান্য খোঁজ-খবর নেওয়ার পাশাপাশি রীতিমতো উদ্বিগ্নের সুরেই রাজীব কুমারের এই উষ্মা প্রকাশ। যদিও রাজ্যে এসে এই একই কথাই বলেছিলেন তিনি। জেলার নির্বাচনী আধিকারিকদের ওপর কমিশনের ভরসা আছে আর তাঁরা যদি কাজ করতে না পারেন তাহলে কমিশন জানে কি করে কাজ উদ্ধার করতে হয়। এমনি উক্তি করেছিলেন রাজীব কুমার।

দেশের প্রথম দফা নির্বাচনের আগে সেই একই কথাকে এই বৈঠকে স্মরণ করালেন তিনি। এখন দেখার রাজ্যের প্রথম দফার নির্বাচনের আগেই স্পর্শকাতর এলাকা ও বুথের সংখ্যা যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তাতে করে আদপে অবাধ-সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ এবং রক্তপাতহীন ভোট কতটা সক্ষম হয় জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তার কারণ, প্রথম দফা নির্বাচনের আগেই একের পর এক হিংসার ঘটনায় ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে বুধবার কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক রাজ্যে পা রেখেই প্রশ্ন তুলেছেন। রাজ্যের সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহ সব পরিস্থিতিকেই অবিলম্বে স্বাভাবিক করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আর এখান থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের পুনরাবৃত্তি হবে নাকি জাতীয় নির্বাচন কমিশন তাদের নিজেদের ভূমিকাকে ধরে রাখতে যথাযথ পদক্ষেপ করবে প্রথম দফা নির্বাচনে।

লোকসভা ভোটের প্রথম পর্যায়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে বৈঠক শনিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের প্রথম পর্যায়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে নির্বাচন কমিশন বৈঠকে বসছে। আগামী শনিবার ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর কো অর্ডিনেটর আরকে শর্মাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রথম দফার ভোটে সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা নিয়ে অনিশ্চিত নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, প্রথম দফার তিনটি আসনে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করাতে প্রায় ৩৫০ কোম্পানি বাহিনী প্রয়োজন।

কমিশনের হিসাব বলছে, একটি বিধানসভা ক্ষেত্রের সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিতে হলে কমপক্ষে ১৬ কোম্পানি বাহিনী প্রয়োজন। ফলে একটি লোকসভা ক্ষেত্রের জন্য দরকার ১১২ কোম্পানি বাহিনী। ওই হিসাব অনুযায়ী ৩৩৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আনতে হবে তিনটি আসনের জন্য। এ ছাড়া ভোটের দিন নজরদারির জন্য বাড়তি বাহিনী প্রয়োজন। কমিশন বলছে, ৮-১২টি বুথ নিয়ে একটি সেক্টর তৈরি হয়। একটি সেক্টরে ৮-১০ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকে। অর্থাৎ, প্রথম দফার জন্য সব মিলিয়ে প্রায় ৩৫০ কোম্পানি বাহিনী লাগবে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে প্রথম দফার দু'টি আসনে সব বুথে কেন্দ্রীয় দিতে পারেনি কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, ওই দুই আসনের জন্য ছিল ৮৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

কমিশনের একটি সূত্র বলছে, রাজ্যের প্রথম এবং দ্বিতীয় দফার ভোটে সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। কারণ, ওই দুই দফায় সারা দেশজুড়ে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রয়োজন। প্রথম দফায় ২১ রাজ্যের ১০২টি আসনে ভোট রয়েছে।

সম্প্রতি শুধু মণিপুরের জন্য তবে প্রথম দফার আগে রাজ্যে আরও কিছু বাহিনী কিছু বাহিনী আসার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যে এখ নও পর্যন্ত ১৭৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। কমিশন সূত্রে খবর, প্রথম দফার ভোটের আগে আরও কিছু বাহিনী রাজ্যে আসবে।

কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষকের সঙ্গে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে পৌঁছেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব-সহ রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন কমিশনের বিশেষ সাধারণ পর্যবেক্ষক আলোক সিন্হা। প্রথম দফার নির্বাচন নিয়েই মূলত বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে বলে রাজ্য নির্বাচন দপ্তর সূত্রে খবর। একই সঙ্গে ওই তিন জেলার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তিনি সর্বশেষ রিপোর্ট তলব করেছেন বলে জানা গিয়েছে। বৈঠকে কোচবিহারে ৮৫ শতাংশ বুথকে স্পর্শকাতর হিসাবে চিহ্নিত করে সেখানে প্রয়োজনীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বিধানসভা এলাকার সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে, কমপক্ষে ১৬ কোম্পানি বাহিনী প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী একটি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য দরকার ১১২ কোম্পানি বাহিনী। এই হিসাব অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ের তিন আসনের জন্য ৩৩৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রয়োজন হবে বলে আলোচনায় উঠে এসেছে।

রামনবমীর মিছিলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারি চেয়ে কমিশনে অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ১৭ এপ্রিল পালিত হবে রামনবমী। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারি ছাড়া যাতে রামনবমীর কোনও মিছিল না বের হয়, বুধবার এমনটাই দাবি করে জাতীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, রামনবমীতে অশান্তি পাকানোর ষড়যন্ত্র করছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিহাস বলছে, রামনবমীর মিছিল ঘিরে দত্তপুকুর, হাজিনগর, টিটাগড়,

গারুলিয়া ও কাঁকিনাড়াতে সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়িয়েছিল। কমিশনারকে তাঁর পরামর্শ, রাস্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করে যাতে রামনবমীর মিছিল বের হয়। এদিন সন্ধেয় নৈহাটির টালিখোলায় জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধনে এসে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'পুলিশের ভূমিকা ঠিক না থাকায় গত বছর হাওড়ার শিবপুর, হুগলীর রিষড়া ও উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলায় রামনবমীর মিছিলে হামলার ঘটনা ঘটেছিল।' তাঁর কথায়, ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের চার-পাঁচ জায়গায় রামনবমীর মিছিল বের হয়। কিন্তু সেই মিছিল ঘিরে যাতে কোথাও অশান্তি না হয়। সেদিকে নজর রেখে ই জাতীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে তিনি চিঠি লিখেছেন।

সত্যধর্ম প্রচার সংঘের ৬৮তম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সত্যধর্ম প্রচার সংঘের ৬৮তম বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হল (পার্কের শ্রীনাম)। ৩১ মার্চ রবিবার দক্ষিণেশ্বরের তাঁতিপাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রতিষ্ঠিত সীতারাম মহাবৈদিক বেদ বিদ্যালয়ে পালিত হল। এই উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী অখণ্ডনাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অখিলগুরু জয়গুরু সংঘের সর্বাধীশ কিঙ্কর বিঠঠল রামানুজ মহারাজ, কিঙ্কর শ্যামানন্দজি, কিঙ্কর স্মরণানন্দজি, কিঙ্কর দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, ত্রিদন্ডীস্বামী রামরামানুজ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী গৌর রামানুজ জিউর মহারাজ প্রমুখ। দেড়শতাধিক ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গঙ্গার নীচ দিয়ে মেট্রো যাত্রী ১৭ দিনে সাড়ে ৭ লাখ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরনো ও নতুন হাওড়া স্টেশন চত্বর। আর তাদের মাঝখানে মাটির নীচে স্বপ্নের বাস্তবায়ন। গঙ্গার নীচ দিয়ে ছুটছে মেট্রো। আর সেই অভিজ্ঞতা অর্জনে প্রবল গরম উপেক্ষা করেও, উপচে পড়ছে ভিড়।

সদ্য কলকাতা মেট্রোর গ্রিন লাইনের আওতায় এসেছে এসপ্ল্যানেডে থেকে হাওড়া ময়দানের এই অংশ। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, গত অর্থবছরের শেষ ১৭ দিনে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার যাত্রী পরিবহণ করেছে কলকাতা মেট্রো। এই অংশে বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু হয়েছে ১৫ মার্চ থেকে। প্রথম দিন থেকেই এই রাস্তাটি হাজার হাজার যাত্রীকে আকর্ষণ করছে মেট্রোর এই নয়া রুট। বর্তমানে চারটি মেট্রো স্টেশন রয়েছে এই পথে। হাওড়া ময়দান, হাওড়া, মহাকরণ এবং এসপ্ল্যানেড। আর এই অংশে পরিষেবা মেলে সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত। এদিকে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন গ্রিন লাইন এবং ব্লু লাইনের মধ্যে একটি বিনিময় স্টেশন হিসাবে কাজ করে। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, হাওড়া স্টেশনে সর্বাধিক ৩.১৫ লক্ষ এবং হাওড়া ময়দান স্টেশনে ২.৫৫ লক্ষ যাত্রী নিবন্ধিত হয়েছে মাত্র এই কটি দিনে।

কলকাতার নদীর তলদেশের মতো মেট্রো হুগলি নদীর নিচে দুই শতাধীর পুরনো শহর হাওড়া ও কলকাতাকে সংযুক্ত করেছে। পাশাপাশি হাওড়া থেকে কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য দ্রুততম পরিবহণের মাধ্যম হয়ে উঠেছে মেট্রো।

সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের বিশেষ অর্জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস গয়না বিভাগে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড হিসাবে পরপর ৪ বছর তালিকাভুক্ত হল।

টিআরএর ব্র্যান্ড ট্রাস্ট রিপোর্ট (বিটিআর)২০২৪, ভারতের শীর্ষস্থানীয় গহনা খুচরা বিক্রেতা সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসকে ৮০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এবং ভারত জুড়ে ১৫৮টিরও বেশি স্টোর সহ, গহনা বিভাগে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড হিসাবে ঘোষণা করেছে। এই প্রসঙ্গে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের এমডি এবং সিইও শুভঙ্কর সেন জানান, 'এই সাফল্য এসেছে আমার দল এবং গ্রাহকদের জন্য। আমরা সবসময় আমাদের সমস্ত অংশীদারদের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কাজ করব।' এরই পাশাপাশি সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস-এর ডিরেক্টর ও হেড অফ মার্কেটিং অ্যান্ড ডিজাইন জয়িতা সেন জানান, 'আমরা সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস-এর গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকদের কাছে ব্র্যান্ডের প্রতি তাদের অবিচ্ছিন্ন বিশ্বাস ও বিশ্বাসের জন্য কৃতজ্ঞ এবং আমরা সবসময় তাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টায় পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করব।'

এদিকে টিআরএ রিসার্চের সিইও এন চন্দ্রমৌলি জানান, '২০২৪-এ ৩১৬টি ব্র্যান্ড তাদের ব্র্যান্ড ট্রাস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি করেছে, যেখানে ৩৫৮টি ব্র্যান্ড পিছিয়ে পড়েছে।

লোকসভায় ভালো ফলে পুরস্কার খারাপ হলে তিরস্কার জুটবে, বৈঠকে হুঁশিয়ারি অভিষেকের

মিলন গোস্বামী

রামপুরহাট: 'ভোটে পুরসভা কিংবা পঞ্চায়েত এলাকায় হারলে রেয়াত করা হবে না। ভালো ফল করলে যেমন পুরস্কার দেওয়া হবে। হারলে তেমনি তিরষ্কার জুটবে। সেক্ষেত্রে ছোট বড় নেতা দেখা হবে না। দায় সকেলর।' বুধবার তারাপীঠে পুজো দিতে এসে কর্মিসভায় একথাই স্পষ্ট করে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিদায়ী সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন দুপুরে হেলিকপ্টারে তারাপীঠে আসেন অভিষেক। তারাপীঠের আটলা মোড়ে একটি বেসরকারি হোটেলে ওঠেন তিনি। সেখানেই কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন। তিনি প্রথমেই পুরসভার কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'পুরসভা নির্বাচনে তো আপনারা প্রচুর ভোটে জেতেন। কিন্তু লোকসভা কিংবা বিধানসভা নির্বাচনে আমরা পিছিয়ে পড়ি কেন? তাহলেই নিশ্চয় আপনারা বিধানসভা, লোকসভা নির্বাচনে খাটেন না! এবার এরকম হলে আমি রেয়াত করব না। যে সমস্ত এলাকায় হারব সেই কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান, শহর সভাপতি সকলকে প্রথমে তিরস্কার করা হবে। এরপর বহিষ্কার করা হবে। একই পদক্ষেপ নেওয়া হবে অঞ্চল এবং ব্লকের ক্ষেত্রে।' এদিন ঘণ্টা দেড়েকের বৈঠকে অভিষেক নেতা কর্মীদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দেন দায়সারা ভোট করলে বরদাস্ত করা হবে না। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকলে ভোটের পর বসে মিটিয়ে নেবেন। কিন্তু ভোটে যেন তার প্রভাব না পড়ে।' এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার

ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বস্ত্র মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, সাংসদ অসিত মাল, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখ।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখে ামুখি হয়ে অনুব্রত প্রসঙ্গে বলেন, 'অনুব্রত যদি বিজেপিতে যোগদান করত তাহলে জেল খাটতে হত না। অনুব্রত জেলে থাকার পরও তো গরু পাচার হচ্ছে। গরু আসছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে। ওই দুই রাজ্যে তো বিজেপি এবং তাদের শরিক সরকার রয়েছে। ইডি, সিবিআই দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের একবারও জিজ্ঞাসা করেছে কিভাবে সে রাজ্য থেকে গরু আসছে। বিজেপির হাতে ইডি, সিবিআই ছাড়া কিছু নেই। তবে ইডি, সিবিআই শেষ কথা বলে না। শেষ কথা বলে জনগণ। লোকসভা ভোটে তার ফলাফল পাওয়া যাবে। আমরা বীরভূমের দু'টি আসনে মার্জিন বাড়িয়ে জিতব। আর রাজ্যে গতবারের থেকে আসন বাড়বে।'

এদিন বিকেলে তিনি তারাপীঠে মা তারার পুজো দেন। মন্দির কমিটির সম্পাদক ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় ষোড়শ উপাচারে পুজো দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দ। পুজো দিয়েই হেলিকপ্টারে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৪ এপ্রিল ২০২৪ ২১ চৈত্র ১৪৩০ বৃহস্পতিবার

বাড়ির চারপাশে সিসিটিভি ক্যামেরা
নজরদারির অভিযোগে আদালতে অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের বাড়ি মজদুর ভবনের চারপাশ প্রশাসনের তরফে সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরায় পুলিশ-প্রশাসন তাঁর ও পরিবারের ওপর নজরদারি চালাচ্ছে এমন অভিযোগে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন অর্জুন সিং। আদালতে আইনজীবী সৌরভ চট্টোপাধ্যায় এদিন অভিযোগ জানান, 'অর্জুন সিংয়ের 'বাড়িতে কারা আসছেন নজর রাখছে পুলিশ।' এই প্রেক্ষিতে মামলা দায়ের করার অনুমতি চান অর্জুন সিংয়ের আইনজীবী। আদালত সূত্রে খবর, এই ইস্যুতে মামলার অনুমতি দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।আগামী মঙ্গলবার

বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে এই মামলার শুনানি হতে পারে।

অর্জুন সিংয়ের দাবি, তাঁর ওপর নজরদারি চালানোর জন্য ৮২টি সিসিটিভি ক্যামেরা বাড়ির চারপাশে লাগানো হয়েছে। সেই ক্যামেরায় তাঁর গতিবিধি রেইকি করা হচ্ছে। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, প্রতিদিন তাঁর বাড়িতে কারা আসছেন, তাঁদের ওপর নজরদারি চালাচ্ছে প্রশাসন। তাঁর বাড়িতে আসা বিশেষ বিশেষ কারও বিরুদ্ধে পুলিশ মামলাও করছে।

বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের দাবি, তৃণমূলে এখন পুলিশ ছাড়া আর কেউ নেই।

সিসি ক্যামেরায় নজরদারি নিয়ে ব্যারাকপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক বলেন, অনেকদিন আগে থেকেই ওখানে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল। কিন্তু রাস্তায় সিসি ক্যামেরা লাগালে ওঁর অসুবিধা কোথায়?

দাড়িভিট মামলায় দ্রুত এনআইএ-র হাতে তথ্য তুলে দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দাড়িভিট মামলায় কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ নয়। কারণ, সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ অযৌক্তিক বলে মনে করছেন না কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। ফলে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ কার্যকর করতে হবে রাজ্যকে। এমনটাই বললেন প্রধান বিচারপতি। হাইকোর্টের নির্দেশ, সিআইডি-কে দ্রুত যাবতীয় তথ্য এনআইএ-র হাতে তুলে দিতে হবে। পাশাপাশি আহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়। অভিযোগ ওঠে , এই ঘটনায় নিহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশও পালন করেনি রাজ্য সরকার। গত বছরের মে মাসে দাড়িভিট কাণ্ডে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা

হাইকোর্ট। এদিকে আদালত সূত্রে খ বর, আগামী ১৫ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

প্রসঙ্গত, এর আগে এই দাড়িভিট মামলায় রাজ্যের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। কেন এনআইএ-কে তথ্য দেওয়া হয়নি তা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন বিচারপতি। এরপরই আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও কেন তথ্য হস্তান্তর করা হল না, সেই প্রশ্ন তুলে রাজ্যের মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব ও ডিআইজি সিআইডির বিরুদ্ধে রুল জারি করে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছিল রাজ্য। সেই মামলাতেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটে পুলিশের গুলিতে দুই যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সেই নির্দেশ দেওয়ার পর কয়েক মাস কেটে গেলেও কেন এতদিনেও সেই নথি এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়া হল না, সেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর।

সব ষড়যন্ত্র আর মিথ্যে, প্রশ্ন করলেই একই কথা ধৃত শাহাজাহানের মুখে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডির ওপর হামলা-সহ একাধিক মামলায় হাজতে সন্দেশখালির একসময়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা। প্রথম দিকে গ্রেপ্তারির পর শাহজাহানের দাপট ছিল আগের মতোই। তবে তার মাথা থেকে নেতৃত্বের হাত সরেছে বুঝেই এবার কিছুটা নরম শেখ শাহাজাহান। সূত্রের খবর ধীরে ধীরে মুখ খুলছেন শেখ শাহজাহান। বুধবার আদালতে পেশের আগের জোকা ইএসআই হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল ইডি। হাসপাতালে ঢোকার আগে শাহজাহানকে একাধিক অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি জানান, 'সব মিথ্যা। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হচ্ছে।' আর এই ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে শাহজাহানের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'বুঝতেই পারছেন।' এদিন বারবার এই একটি কথাই বলতে শোনা যাচ্ছিল শেখ শাহজাহানকে। এদিন তিনি বারবার দাবি করেন, 'সব মিথ্যা।'

এরপর 'জেলিয়াখালির শরিফুল মোল্লাকে চিনতেন কি না সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হলেও সেই একই উত্তর আসে শাহাজাহানের তরফ থেকে। তবে কেনো শরিফুলের অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়েছিলেন তার

উত্তরেও শাহজাহান জানান, 'সব মিথ্যা।'

এদিকে সন্দেশখালিকাণ্ডের পর শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠে এসেছে। জমি দখল, ভেড়ি দখল, চিংড়ি বিক্রির আড়ালে কালো টাকা সাদা করার অভিযোগ উঠেছে। এরই মধ্যে ওঠে মাদক পাচারের অভিযোগও। ২০২২ সালে উত্তর ২৪ পরগনায় ড্রাগ পাচার নিয়ে ভয়ঙ্কর অভিযোগ তোলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি নেতৃত্বের তরফে দাবি করা হয়েছিল, কলকাতা বন্দরে আটক হওয়া ২০০ কোটি টাকার হেরোইন কারবারের সঙ্গে জড়িত তৃণমূলের দুই দাপুটে নেতা। এই প্রসঙ্গে বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে এও জানানো হয়, প্রায় ৪০ কেজি হেরোইন শরিফুল এন্টারপ্রাইজের নামে কলকাতা বন্দরে এসেছিল। সে সময়েই উঠে এসেছিল সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের সভাপতি শেখ শাহজাহান ও সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লক সভাপতি শিবু হাজরার নাম। সে সময়ে অবশ্য বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি জলঘোলা হয়নি। এবার শাহজাহান গ্রেপ্তার র হওয়ার পর নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এই মামলা।

আক্রান্ত কর্মীকে সাহস জোগালেন বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপির বুথ সভাপতিকে জামার কলার ধরে টানাটানি করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, ভোটে দলের হয়ে বেশি কাজ করলে তাঁকে দেখে নেবারও হুমকি দেয় বলে অভিযোগ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জগদ্দল থানার অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর নতুনগ্রাম আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর পরিবারের পাশে থাকার তিনি আশ্বাস দেন। দলীয় কর্মীকে নির্ভয়ে ভোটের কাজ করার কথাও বলেন তিনি।

বিজেপির বুথ সভাপতি কৃষ্ণ চন্দ্র মণ্ডল বলেন, ওইদিন সন্ধের পর থেকে নতুনগ্রামে তাঁরা বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে ব্যানার ও ঝাণ্ডা লাগান। রাতে বাড়ি ফেরার পথে নতুনগ্রাম মোড়ে তৃণমূলের নারায়ন দাস ও জয় রায় তাঁর জামার কলার ধরে টানাটানি করে। ওরা দেখে

এলাকায়। ঘটনায় আতঙ্কিত নতুনগ্রাম মুন্সি পাড়ার বাসিন্দা জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের ১৯১ পার্টের বুথ সভাপতি কৃষ্ণ চন্দ্র মণ্ডলের পরিবার। আক্রান্ত দলীয় কর্মীকে দেখতে বুধবার সন্ধেয় নতুনগ্রাম মুন্সি পাড়ায় তাঁর বাড়িতে আসেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। নেবার হুমকিও দেয় বলে অভিযোগ বুথ সভাপতির। এই বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর সমর পাঠক বলেন, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তারা দলের কর্মী। কিন্তু এই ধরনের ঘটনার খবর তাঁর কাছে নেই। তিনি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখ বেন।

জ্যোতিপ্রিয়র চিকিৎসা নিয়ে প্রশ্নের মুখে এসএসকেএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ফের আদালতে প্রশ্নের মুখে এসএসকেএম-এর ভূমিকা। আবার মুখ পুড়ল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। বুধবার জ্যোতিপ্রিয়র চিকিৎসায় এসএসকেএমের ভূমিকায় অসন্তো ষ প্রকাশ করল আদালত। এদিন জ্যোতিপ্রিয়র কিডনির একটি বিশেষ পরীক্ষা সংক্রান্ত শুনানি ছিল আদালতে। সূত্রের খবর, তখনই আদালতে তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যেই এসএএসকেএমের ভূমিকায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিশেষ ইডি আদালতের বিচারক প্রশান্ত মুখো পাধ্যায়। শেষ অর্ডারে তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্ট অনুয়ায়ী কী কী করতে হবে তা স্পষ্ট বলেছিলেন বিচারক। কিন্তু, তারপরেও তাঁর বেশ কিছু অতরিক্ত টেস্ট করা হয়েছে বলে মনে করছেন বিচারক।

আর এই প্রসঙ্গেই বিচারক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় জানান, 'সামথিং ইজ নট ফেয়ার। আমার মনে হয় এসএসকেএম একটু বেশিই করছে।' এরই রেশ ধরে বিচারক এও জানান, 'আমার অর্ডারে স্পষ্ট বলা ছিল কী কী টেস্ট করাতে হবে। কিন্তু একটু বেশিই করে ফেলছে।' একইসঙ্গে তিনি এও বলেন, 'জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক

যেহেতু একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন, সে কারণে সরকারি আধিকারিকেরা তাঁকে চিনতে পারেন।' এই প্রসঙ্গেই বালুর আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায় জানতে চান, 'আপনি কী মনে করছেন এ ক্ষেত্রে প্রভাব খাটানো হচ্ছে?' উত্তরে বিচারক জানান, 'হ্যাঁ মনে হচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তাঁর কিডনির একটি বিশেষ পরীক্ষা সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল এদিন। সেখ ানেই আদলতের প্রশ্নে যে এসএসকেএমের উপর চাপ আরও বাড়ল বলেই মনে করছেন আইনজ্ঞ থেকে প্রশাসনিক কর্তারাও। এর আগে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা নেওয়ার আবেদনের সময়ও কার্যত একই ধরনের মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছিল বিচারককে। স্পষ্ট বলা হয়েছিল, যেটা প্রয়োজন নেই সেটা করা হচ্ছে।

বুধবার আদালতের এমন মন্তব্যের পরই চাপানউতোর শুরু হয় রাজনৈতিক মহলে। বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য শাসক দলকে আক্রমণ করে বলেন, 'সমস্ত দুষ্কৃতীদের আশ্রয়স্থল হয়ে গিয়েছে উডবার্ন ওয়ার্ড। সাম্প্রতিককালে মুখ্যমন্ত্রীর চোট লাগার ঘটনায় মণিময়বাবুর বিবৃতি নিয়ে যত কম আলোচনা করা যায় ততই ভাল। প্রশ্ন তো উঠেই ছিল। আর নতুন করে কী উঠবে।'

কলকাতার বুকে ১৪টি বেআইনি নির্মাণ নিয়ে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট, প্রয়োজনে ভাঙার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা শহরের বুকে পাশাপাশি ১৪টি বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ সামনে এল হাইকোর্টে মামলার জেরে। গার্ডেনরিচের বহুতল ভেঙে পড়ার পরে এখন কলকাতা ও হাওড়ার বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করছে হাইকোর্ট। এমনই একটি মামলায় সামনে আসে ২৯ নম্বর ওয়ার্ড এবং ক্যানাল ইস্ট রোডে ১৪টি নির্মাণের প্রসঙ্গ। এরপরই হাইকোর্ট পুরসভাকে সময় বেঁধে ওই সব বেআইনি নির্মাণ নিয়ে শুনানি করতে বলে। শুনানিতে বেআইনি নির্মাণের ব্যাপারে পুরসভা নিশ্চিত হলে ওই সবক'টি নির্মাণ ভেঙে ফেলারও নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। এরই পাশাপাশি এত দিন কী করে এতগুলি বেআইনি নির্মাণ শহরের বুকে দাঁড়িয়ে থাকে, পুরসভার কাছে সে কৈফিয়তও চলব করেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, পুরসভার কোনও অনুমতি ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে ওই নির্মাণগুলি তৈরি হয়েছে। গত শুনানিতে হাইকোর্ট

একটি মামলায় সামনে আসে ২৯ নম্বর ওয়ার্ড এবং ক্যানাল ইস্ট রোডে ১৪টি নির্মাণের প্রসঙ্গ। এরপরই হাইকোর্ট পুরসভাকে সময় বেঁধে ওই সব বেআইনি নির্মাণ নিয়ে শুনানি করতে বলে।

পুরসভাকে অভিযোগ খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দিতে বলে। এদিন পুরসভা জানায়, নারকেলডাঙা থানা এলাকায় ৩ নম্বর বরোর ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে পরপর ১৪টি বেআইনি নির্মাণ রয়েছে। যার কোনওটিরই স্যাংশনড প্ল্যান নেই।

বিষয়টি জানার পরেই বিচারপতি সিনহা পাল্টা প্রশ্ন করেন, এত দিন ধরে কলকাতা পুরসভা কী করছিল বা কী ভাবে পুরসভার নজর এড়িয়ে ১৪টি বেআইনি নির্মাণ গড়ে উঠল তা নিয়ে। উত্তরে পুরসভার আইনজীবী জানান, ইতিমধ্যেই ওই বেআইনি নির্মাণগুলিকে পুর-আইনের ৪০১ নম্বর ধারায় নোটিস দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি নির্দেশ দেন, অবিলম্বে ডিজি বিল্ডিংকে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করতে হবে। সঙ্গে এ নির্দেশও দেন, আগামী সাত সপ্তাহের মধ্যে ওই ১৪টি বেআইনি নির্মাণের মালিকদের ডেকে শুনানি করতে হবে পুরসভাকে। তাতে বেআইনি নির্মাণের ব্যাপারে নিশ্চিত হলে পুরসভা সেগুলি ভেঙে ফেলবে।

প্রাথমিকে কোন জেলায় কত পদ ফাঁকা রয়েছে তার রিপোর্ট চাইল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একের পর এক মামলার জেরে প্রকৃত যোগ্যদের চাকরি না হওয়ার পিছনে পর্ষদের অসহযোগিতায় রয়েছে বলে পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। পর্ষদ এই নিয়োগ নিয়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করুক, এমনটাই বলছে আদালত। কারণ, পর্ষদের অসহযোগিতাতেই নতুন নিয়োগ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বলে মনে করে হাইকোর্ট। এই প্রসঙ্গেই প্রাথমিকে কোন জেলায় কতগুলি পদ ফাঁকা রয়েছে তা বিস্তারিত জানিয়ে এক রিপোর্ট জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হল রাজ্যকে। শুধু তাই নয়, এদিনের এই ঘটনাতেই বুধবার বিরক্তি প্রকাশও করতে দেখা যায় আদালতকে।

এদিকে সাম্প্রতিক সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্পষ্ট জানিয়েছেন, নিয়োগ নিয়ে সদর্থক ভূমিকা নিতে চায় রাজ্য সরকার। চলতি বছর জানুয়ারি মাসে বর্ধমানে একটি সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'কয়েক হাজার শিক্ষক নিয়োগ হবে। কিন্তু, রাম-বামেরা আদালতে কেস করে আটকে রেখেছে। ৬০ থেকে ৭০ হাজার চাকরিপ্রার্থী স্কুলে চাকরি পেত। কিন্তু, আদালতের জটিলতায় তা আটকে। সমস্যা মিটিয়ে শূণ্যস্থান পূরণ করতে হবে। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ওরা সরকারের হাত পা বেঁধে রেখেছে। যাতে শূন্যস্থান পূরণের ব্যবস্থা করা যায় সেই জন্য আমি আবেদন করব।' অর্থাৎ রাজ্য সরকার যে নিয়োগের জন্য ইতিবাচক মনোভাব রাখছে তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন তিনি।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বুধবার ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষার উর্দুর প্রশ্ন ভুলের মামলা ওঠে

পর্ষদের অসহযোগিতাতেই নতুন নিয়োগ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বলে মনে করে হাইকোর্ট। এই প্রসঙ্গেই প্রাথমিকে কোন জেলায় কতগুলি পদ ফাঁকা রয়েছে তা বিস্তারিত জানিয়ে এক রিপোর্ট জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হল রাজ্যকে। শুধু তাই নয়, এদিনের এই ঘটনাতেই বুধবার বিরক্তি প্রকাশও করতে দেখা যায় আদালতকে।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে। এই মামলার শুনানি চলার সময় বিচারপতি মান্থা স্পষ্ট নির্দেশ দেন, আগামী ১৭ এপ্রিলের মধ্যে রাজ্য সরকারকে একটি রিপোর্ট দিতে হবে। সেখানে জানাতে হবে প্রাথমিকের কোন জেলায় কত ফাঁকা পদ রয়েছে। একইসঙ্গে জানাতে হবে, রাজ্যে বর্তমান শিক্ষকের সংখ্যা কত। এরই পাশাপাশি আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে, কোনও সুপার নিউমেরারি পোস্টের হিসাব এই তালিকায় আনা যাবে না। বোর্ডের ওই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই আদালত তার পরবর্তী নির্দেশ দেবে বলেও জানা গিয়েছে।

এদিকে এদিন প্রাথমিকের ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষার উর্দুর প্রশ্ন ভুলের একটি মামলার শুনানি করতে গিয়ে বিচারপতি মান্থার পর্যবেক্ষণ, দিনের পর দিন মামলা চলছে। আর এই মামলার মধ্যে প্রকৃত যোগ্যরা নিয়োগ পাচ্ছেন না। তাঁদের নিয়োগ আটকে রাখা হচ্ছে। চাকরিতে প্রকৃত যোগ্যরা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন এবং এই মামলার গেরোয় তাঁদের বয়স চলে যাচ্ছে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করে আদালত। এই প্রসঙ্গে আদালতের স্পষ্ট অবস্থান, মামলার জন্য যে সমস্ত যোগ্য প্রার্থীর নিয়োগ আটকে আছে তাদের নিয়োগ কোনওভাবে আটকে রাখা যাবে না।

চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ ওষুধের টাকা লুটের অভিযোগ নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থার সঙ্গে হাসপাতালের কর্মীদের আঁতাতের অভিযোগ। সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ ওষুধের টাকা লুটের অভিযোগ উঠল খাস কলকাতায় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে। ভুয়ো বিল তৈরি করে হেমাটোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, স্ত্রীরোগ বিভাগের ওষুধ গায়েব করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। আর এই চক্রে নাম উঠে আসছে হাসপাতালের কর্মীদের একাংশের।

অভিযোগ উঠেছে, ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের লগ-ইন আইডি হাতিয়ে ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থার নামে ভুয়ো বিল তৈরি করে টাকা লুট করা হত। এদিকে এনআরএস-এর এই ঘটনা কোনও কেলেঙ্কারির থেকে কম নয় বলে দাবি বিরোধী চিকিৎসক সংগঠনগুলির।

ঘটনার সূত্রপাত গত শনিবার। এনআরএস-এর স্ত্রীরোগ বিভাগের নামে 'গুডস রিসিভ নোট' দেখতে পান স্টোরের কর্মীরা। তাতেই সন্দেহ হয় কর্মীদের। কারণ গত কয়েক বছর ধরে স্ত্রী রোগ বিভাগ ওই ওয়ার্ডেরই কোনও অস্তিত্ব নেই। এরপর সেই দেখা যায় বিল তৈরির পদ্ধতির মধ্যেই গলদ রয়েছে। হাসপাতালের ডেটা এন্ট্রির লগ-ইন পাসওয়ার্ড হাতিয়ে ওই কাজ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে হাসপাতালেরই দুই গ্রুপ ডি কর্মীর বিরুদ্ধে। ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থার নামে বিল তৈরি করে পরে ওই সংস্থার কাছ থেকে অভিযুক্তরা কমিশন পেত বলে অভিযোগ উঠছে। আর এখানেই প্রশ্ন, তাহলে এই পথেই দীর্ঘদিন ধরে সরকারের কোটি কোটি টাকা লুট হচ্ছিল কি না তা নিয়েই।

এদিকে এনআরএস-এর এই ঘটনায় বেশ কিছু প্রশ্ন সামনে

এসেছে। যার মধ্যে সর্বপ্রথম প্রশ্ন, পোর্টালের লগ-ইন পাসওয়ার্ড গ্রুপ ডি কর্মীদের হাতে গেল কী ভাবে গেল তা নিয়ে। আর এখানেই অনেকের ধারণা, মাথায় বড় হাত না থাকলে গ্রুপ ডি কর্মীর পক্ষে এই চক্র চালানো সম্ভব নয়। এরই পাশাপাশি খুহব স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্ন আসছে তা হল, কতদিন ধরে চলছে এই চক্র। এদিকে, ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা পুরো অভিযোগ অস্বীকার করেছে। অথচ সেই সংস্থার নামেই তৈরি হয়েছে ভুয়ো বিল। এনআরএস কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে। সে ক্ষেত্রে কাউকে আড়াল করা হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠেছে।

এদিকে রোগীদের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, সরকার বলছে ওষুধ জোগান দিচ্ছে, অথচ স্টোরে গেলে ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। এই ঘটনায় সাধারণ রোগীরা সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেই দাবি করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে চিকিৎসক সংগঠনের সম্পাদক মানস গুমটা জানান, 'হাসপাতালে ঢুকছে না' ওষুধ। তৈরি হয়ে যাচ্ছে ভুয়ো বিল।' অন্য দিকে, ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থার মালিক রাজদীপ সরকার জানান, 'এর পিছনে কোনও চক্রান্ত থাকতে পারে।' সঙ্গে তিনি এও জানান, এইসব ঘটনার সঙ্গে তিনি যুক্ত নন। এদিকে এই ঘটনায় চিকিৎসক তথা তৃণমূল নেতা শান্তনু সেন জানান, 'বিষয়টা খতিয়ে দেখতে হবে। সত্যতা আছে কি না দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত হলে কেউ ছাড় পাবে না।'

সম্পাদকীয়

সরকারি-বেসরকারি কর্মচারীদের বেতন যদি মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে না বাড়ে সঙ্কট গোটা সমাজের

সরকারি কর্মীদের উৎপাদনশীলতা, কর্মনিষ্ঠা, দক্ষতা প্রভৃতির প্রশ্ন তোলা হয়েছে। কিন্তু সিংহভাগ সরকারি কর্মীই কাজ করেন অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজে। তাঁদের বেশির ভাগ কাজই সহজ সরল, গতানুগতিক, যে ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও দক্ষতার প্রয়োজনই হয় না। তাই এ সব কাজে দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করার কোনও মাপকাঠি নেই। সর্বোপরি, সরকারি হোক বা বেসরকারি, যে কোনও ক্ষেত্রে কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয় ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির বাজারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভদ্র ভাবে জীবনযাপনের সুযোগ করে দিতে, দক্ষতা বা উৎপাদনশীলতার জন্য পদোন্নতি প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়। মহার্ঘ ভাতাকে তার সঙ্গে যুক্ত করা হয় না। এখন প্রশ্ন হল, সরকার ভাতা বাড়ানোর মতো অর্থ পাবে কোথা থেকে? এর সহজ উত্তর হল, বিক্রীত পণ্যের উপর ধার্য কর (জিএসটি), আয়কর, আমদানি-রফতানি কর ও অন্য নানা কর যত বাড়ে, সরকারের আয়ও তত বাড়ে। এখন এই আয়ের টাকা যদি সরকার মেলা-খেলায়, ব্যাঙ্ক লুট-করা শিল্পপতিদের হাজার কোটি টাকা ঋণ মকুব করে উড়িয়ে দেয়, তার দায় কর্মচারীদের ভুগতে হবে কেন? মহার্ঘ ভাতা বেসরকারি নিয়োগকর্তাদেরও দেওয়া উচিত। সরকারি বা বেসরকারি, কর্মচারীদের বেতন যদি মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে না বাড়ে, তবে শুধু তাঁরা নন, সঙ্কট বর্তায় গোটা সমাজের উপর। কেননা, বেতনভুকরা তাঁদের আয়ের বেশির ভাগটা দোকানে বাজারে খরচই করেন। বেতন না বাড়লে তাঁরা খরচ কমিয়ে দেন। বেতন বৃদ্ধি আর হবে না জানলে আতঙ্কিত হয়ে তাঁরা বেশি-বেশি করে সঞ্চয় করবেন। ফলে, বাজারে নগদ টাকার জোগান কমবে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং স্বাধীন বৃত্তিজীবীদের আয়ও কমবে, এবং তাঁদের কর্মচারীরা কাজ হারাবেন। এই জন্যই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে চাকরিজীবীদের বেতন নির্দিষ্ট সময় অন্তর কিছু কিছু বৃদ্ধি করা হয়। সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতার প্রশ্নে প্রান্তিক, বিপন্ন মানুষের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নও তোলা হয়েছে। অবশ্যই সরকারের প্রথম নজর দেওয়া উচিত তাঁদের দিকেই। কিন্তু আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলো কি সে বিষয়ে আদৌ আন্তরিক? পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বন্ধ রেখে রাজ্যের নিরন্ন মানুষের কতটুকু উপকার করেছে? কয়েক হাজার শূন্য পদে নিয়োগ বন্ধ। মেধাবী চাকরিপ্রার্থীরা রাস্তায় বসে আছেন মাসের পর মাস। এঁদের বেতনের টাকাটাও তো সরকারের বাঁচছে। কাজগুলো কিন্তু আটকে নেই। আর কত সাশ্রয় এই সরকারের চাই? যতটুকু অনুদান পশ্চিমবঙ্গ সরকার দরিদ্রদের দিচ্ছে, তার সমান এমনকি তার থেকে বেশিও অন্যান্য রাজ্য সরকার দিচ্ছে। এবং তা সত্ত্বেও সেই সব রাজ্য সরকার তাদের কর্মীদের মহার্ঘ ভাতাও দিচ্ছে। সত্যিই প্রান্তিক বিপন্ন মানুষের জন্য কিছু করতে চাইলে দুর্নীতিমুক্ত, জনমুখী সরকার দরকার। সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা আটকে রাখার প্রয়োজন নেই।

আনন্দকথা

খুলে দেখে যা, কেবল 'রামনাম' লেখা রয়েছে! তখন সে ভাবলে, 'এ কি! শুধু রামনাম একটি লেখা রয়েছে!' যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল।

"যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছ, সে যদি মহাপাতক করে — গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারী ভারী পাপ থেকে উদ্ধার হতে পারে। সে যদি বলে আর আমি এমন কাজ করব না, তার কিছুতেই ভয় হয় না।"

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন ঃ

মহাপাতক ও নামমাহাত্ম্য

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

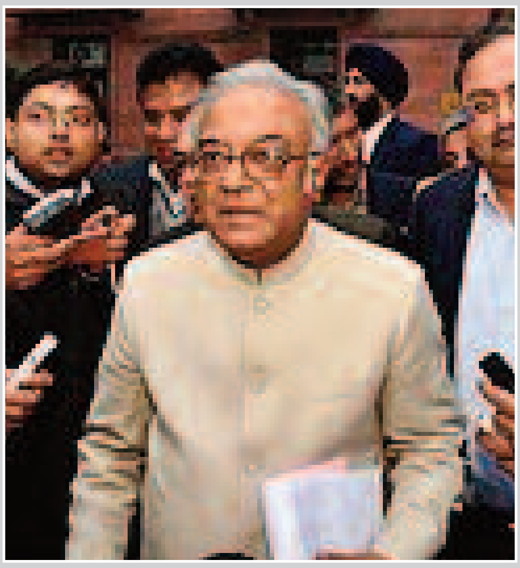

অসীম দাশগুপ্ত

১৮৮৯ *বিশিষ্ট লেখক মাখনলাল চতুর্বেদির জন্মদিন।*

১৯৪৬ *বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ অসীম দাশগুপ্তের জন্মদিন।*

১৯৬৫ *বিশিষ্ট হিন্দু গুরু রাধে মার জন্মদিন।*

সরকারি ব্যাংকে লাভ বাড়ুক, কর্মচারীও বাড়ুক

কুশল চক্রবর্তী

ভোটের আগে সরকার পক্ষে যারা থাকে তারা সবসময়ই চেষ্টা করে তাদের সর্বস্তরের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরতে। এবারও লোকসভা ভোটের আগে, খবর উঠে আসছে ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো সরকারকে দারুণ লাভাংশ জমা দিতে যাচ্ছে। পরিসংখ্যান আভাস দিচ্ছে যে এবারের লাভ গত বছর থেকেও বেড়ে যাবে। গত অর্থবর্ষে (২০২২২-২৩) সমস্ত সরকারি ব্যাঙ্কগুলো লাভ করেছিল ১ কোটি ৫ লক্ষ কোটি টাকা আর তার ফলে সরকারের ঘরে ডিভিডেন্ড হিসাবে এসেছিল ১৩৮০৪ কোটি টাকা যা কিনা ২০২১-২২ সালের সরকারকে প্রদেয় ডিভিডেন্ড ৮৭১৮ কোটি টাকার চেয়ে ৫৮ শতাংশ বেশী। এবার, মানে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারের ফলাফল দেখে মনে হচ্ছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো এবার ১৫০০০ কোটি টাকার বেশী ডিভিডেন্ড সরকারকে দিতে পারবে। সরকারি ব্যাঙ্কগুলোর এই যে মুনাফার বাড়বাড়ন্ত তা কিন্তু একদিক থেকে দেখলে, মনে হতে পারে বেশ ভালই। কিন্তু এই লাভের অন্তরালে যে ঘটনাগুলো ঘটছে তা ভেবে দেখলে কিন্তু চিন্তার উদ্রেক হবে। যে সরকার তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিসাবে বছরে ২ কোটি লোকের কর্ম সংস্থানের কথা বলেছিল তারাই ব্যাংকিং সেক্টরের মত এত বড় সেক্টরে বলতে গেলে চাকরির সুযোগ দিনে দিনে কমিয়ে এনেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এর সংযুক্তিকরন বা তাদের আরও বেশী শক্তিশালী ব্যাংকে পরিনত করার কথা বলে ২০১৭ সাল থেকে ২০২২ সালের মধ্যে কমিয়ে ফেলা হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ৭১৮৯ শাখা। আর অন্য দিকে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে প্রাইভেট নিয়ন্ত্রিতব্যাংকের শাখা বাড়াবার। এই একই সময়ের চেয়ে একটু বেশী সময়ে (মার্চ,২০২২) প্রাইভেট ব্যাংকের শাখা বেড়েছে ১৩২১১টি। ব্যাংকের এই যে লাভের কথা বলা হচ্ছে তার অনেকটা জুড়েই আছে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ খরচ খরচা কমাবার ফল। স্বয়ং রিজার্ভ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বলছে, গত ২০২৩ সালের অর্থবর্ষে যেখানে প্রাইভেট সেক্টর ব্যাঙ্ক চাকরি করে দিয়েছে ৯৮৫১৮ জন লোকের সেখানে সরকারি ব্যাংকে চাকরি হয়েছে মাত্র ৩৩৮৫ লোকের। স্টেট ব্যাঙ্ক এর একটা পরিসংখ্যান বলে দেবে ব্যাঙ্কগুলো কি রকম কর্মীর অভাবে ভুগছে। ২০১৮ সাল থেকে স্টেট ব্যাঙ্ক এর গ্রাহক বেড়েছে ৬ কোটি, ১৭ লাখ কোটি টাকা জমা বেড়েছে, বেড়েছে ১৩ লাখ কোটি ঋণ দেওয়ার দায়িত্ব। কিন্তু সারাভারতে কর্মী সংখ্যা কমেছে ৩০ হাজার। যে কোন প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকের চেয়ে এখন কাজের বোঝা সরকারি ব্যাঙ্ক এ বেশী। কারন এখন প্রতিটি ব্যাঙ্ক কর্মচারীকে সামলাতে হয় ২৩.০৮ কোটি বাবসার বোঝা। এর পরেও আছে এন পি এ কমাবার বা ঋণ মুছে ফেলার ব্যাপার। বিগত পাচ বছরে রাষ্ট্রয়ও ব্যাঙ্কগুলো ১০.৪ লাখ কোটি টাকার ঋণ মুছে ফেলেছে। আর এর মধ্যে আছে আবার বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীর ঋণের পরিমান ৫.৫২ লাখ কোটি টাকা। অতএব এই যে ব্যাঙ্কগুলো এত লাভ করছে আর সরকারের ঘরে যাচ্ছে তাদের বিপুল পরিমান ডিভিডেন্ড, কিন্তু দিনের পর দিন গ্রাহক পরিষেবার মান নিয়ে উঠেছে নানা অভিযোগ। পাস বই আপডেট করা আর এসএমএস পাওয়া নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহকদের তো অভিযোগের শেষ নেই। এর অন্যতম কারন যে ব্যাংকের নানাস্তরের কর্মচারীর অভাব তাতে ত কোন সংশয়ই নেই। ব্যাঙ্কগুলোতে গেলেই বুঝতে পারবেন মানুষকে ডিজিটাল বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পরিষেবার নেবার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার একটা প্রয়াশ দেখা যাবে। এর একটা অন্য কারন ব্যাঙ্ক এর শাখায় কর্মচারীর অপ্রতুলতা বা সরকারি ব্যাংকের সর্বচ্চ আধিকারিকদের সঠিক পরিমাণ কর্মচারী নিয়োগের বার্থতা ডাকবার প্রয়াস। ব্যাংকে দিনের পর দিন কমেছে করনিক পদেনিয়োগ। ২০১৯ সালে যখন ব্যাঙ্ক এ নেওয়া হয়েছিল ৮৫৯৩ জন করনিক, সেটা ২০২১ সালে এসে দাঁড়াল ৫৪৫৪ জনে। আর সাব স্টাফ তো এখন আর নেওয়াই হয় না। তার প্রায় সবটাই আসে নানা এজেন্সির কাছ থেকে। এই যে কম কর্মচারী দিয়ে ব্যাঙ্ক চালানর প্রচেষ্টা তার একটা কারন যদি হয় ব্যাংকের খরচ কমিয়ে, মুনাফা বাড়ানো আর তা সরকারের ঝুলিতে ভরা, অন্য কারন হয়ত বা সরকারি ব্যাংকের পরিষেবার প্রতি মানুষের ভরসা কমিয়ে বেসরকারি ব্যাংকের প্রতি ভরসা বাড়ানো। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে। ১৯৬৯ সালে ভারতীয় ব্যাঙ্ক বাবস্থা জাতীয়করনের পর, তার আমুল পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতীয় ব্যাঙ্ক বাবস্থা বিশ্ব মানচিত্রে একটা জায়গা করে নিয়েছে। শুধু তাই নয় ব্যাংকে চাকরি করতে এসেছে সমাজের মেধাবী ও উচ্চশিক্ষিত মানুষেরা। বন্ধ হয়েছে যখন তখন ব্যাংকের লালবাতি জ্বালা। ব্যাঙ্ক এগিয়ে এসেছে সমাজের অনেক উন্নতির কাজে। কিন্তু এখন কেন জানি না ভারতীয় ব্যাঙ্ক বাবস্থা একটু হলেও মানুষের চাহিদা ঠিক ভাবে পরিপুরন করতে পাড়ছে না। ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করা যেমন এখন মানুষের কাছে সহজতর হয়েছে, তেমনি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে নানা রকম জাল জুয়াচুরির মাধ্যমে টাকা উধাও হবার ভয় মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে। কি এটিএম, এম, কি ডিজিটাল মাধ্যমে সাধারণ গ্রাহকের টাকা খোয়া যাওয়া নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় সাইবার ক্রাইমের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসেই ৭০০০০০ সাইবার ক্রাইমের অভিযোগ তারা প্যেয়েছে। এই অবস্থায় সব ব্যাংকের দরকার উপযুক্ত কর্মচারীর, যারা কিনা গ্রাহকের পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে পরামর্শ দিতে পারবে। তাকে সঠিক পরামর্শ দিয়ে অনাগত ভবিষ্যতে টাকা খোয়ানোর বিপদ থেকে মুক্ত রাখতে পারবে। একটি ব্যাংকের চরিত্র নির্ভর করে তার কর্মচারীর চরিত্রের উপর। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নির্দ্বিধায় এই মুহূর্তে ভারতের শুধু সর্ব বৃহৎ ব্যাঙ্কই নয়, কি পরিষেবায়, কি ধার দেওয়ার হিসাবে বিশ্বে একটি নামকরা ব্যাঙ্ক। কয়েকদিন আগে তারা যে 'কর্মদক্ষতার' পরিচয় ভারতীয় সর্বচ্চ আদালতের সামনে তুলে ধরল, তা আর যাই হোক তাদের গ্রাহকদের কাছে তাদের কর্মদক্ষতার ছবিটা যে ভালো হল, এটা কিছুতেই বলা যায় না। নির্বাচনী বন্ডের সব তত্ত্ব মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট তাদের যে সময়ে দিতে বলেছিল, তা তারা দিতে অসুবিধা আছে বলে আরও ১১৬ দিন সময় চেয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তা মেনে নিতে রাজি না হওয়ায় তারা মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচনী বন্ডের সব তথ্য দেশের সর্বচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টকে দিয়ে দিল। যে স্টেট ব্যাঙ্ক ভারত সরকারের হয়ে ১৯৮২ সালের বেয়াড়ার বণ্ড থেকে ২০১৬ সালের ৫০০ ও ১০০০ টাকার বিমুদ্রাকরণের সময় এমন দক্ষতার সাথে সব কাজ করে ফেলেছিল, এমনকি সরকারের জনধন অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারে সব ব্যাংককে ছাপিয়ে গেল,সেই স্টেট ব্যাঙ্ক নির্বাচনী বন্ডের সময়ে তাদের এমন কি হল যে ১৫ দিনের কাজের জন্য ১১৬ দিন সময় চাইল। সরকারি ব্যাংকে কাজ করলে করনিক থেকে চেয়ারম্যান সবারই কিছু না কিছু চাপ থাকে, তবে এবার বোঝা গেল কেন কিছু আধিকারিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে না পেরে চাকরি ছেড়ে দেয়। তবে সবাই যে এমন হবে, তা ভাবাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

চৈত্র সংক্রান্তিতে হর গৌরীর বিয়ের উৎসবকে ঘিরেই কি গাজন উৎসব?

শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের সর্বশেষ উৎসব হল- শিবের গাজন। লোকমতে এই গাজনের দিন হর-পার্বতীর বিবাহ হয়েছিল। গাজনের সন্ন্যাসীদের বলা হয় শিবের বরযাত্রী। বাংলার বিভিন্ন স্থানে 'গাজন উৎসব' ঘিরে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন গল্পগাঁথা। গাজনের সময় মহাদেব প্রকৃত অর্থে ত্রাণদেবতাদ। 'গাজন' শব্দটির অর্থ অনেকে বলেন 'গাদ' অর্থাৎ গ্রাম আর 'জন' অর্থাৎ জনসাধারণ। এককথায় জনসাধারণের উৎসব হল এই গাজন উৎসব। আবার অন্যমতে 'গাদ' মানে হল গান এবং 'জন' হলেন মহাজন অর্থাৎ শিবের গান করেন যারা। তবে 'গর্জন' শব্দ থেকেও 'গাজন' শব্দের সৃষ্টি হতে পারে যার সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে উচ্চস্বরে মহাদেবের জয়ধ্বনি দেওয়া।

'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে হে মহাদেব!'

গাজন উৎসবে প্রধানত যে অনুষ্ঠানগুলি হয়ে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — ঝাঁপপরা, কাঁটা গড়া, হিন্দোল, বাণফোঁড়া, ধুনুচি নৃত্য প্রভৃতি।

চড়ক ও গাজন কি একই?

বাংলার ঐতিহ্যের উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম গাজন উৎসব ও চড়ক পুজো। চৈত্রের শেষ দিনগুলো ধরে চলে এই উৎসব। গাজনের শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিনে পালিত হয় চড়ক পুজো। বাংলা প্রবাদে আছে-'ধান ভাঙতে শিবের গাজন' অথবা আমরা অবাক হয়ে গেলে বলে থাকি —'চক্ষু চড়কগাছ'। চড়ক ও গাজন আলাদা হলেও একে অপরের পরিপূরক।

'আমরা দুটি ভাই, শিবের গাজন গাই
ঠাকুমা গেছে গয়া কাশী ডুগডুগি বাজাই...'

গাজন উৎসব প্রচলনের কাহিনী

গাজন উৎসব কবে শুরু হয়েছে এই নিয়ে তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে, শিব উপাসক বাণরাজা এই উৎসবের প্রচলন করেছিলেন। মহাদেবের কাছ থেকে বর পাওয়ার আশায় বানরাজা তপস্যায় বসলেন। দিনের পর দিন চলল কঠিন সাধনা। এরফলে রাজার শরীর ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকলো। তবু হলো না অভীষ্ট লাভ। এরপর রাজা বেশ কিছু পদ্ধতিকে অনুসরণ করে শিবকে তুষ্ট করার চেষ্টা করে গেলেন।

কালের নিয়মে সেই পদ্ধতিগুলি গাজন উৎসবের নিয়ম হিসাবে দাঁড়াল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল —

১। ঝুল ঝাঁপ ২। কাঁটা ঝাঁপ ৩। বঁটি ঝাঁপ ৪। বাণ ফোঁড়া অবশেষে দেবতা প্রসন্ন হলেন এবং বর দিলেন রাজাকে। সেইথেকে রাজার নাম বাণরাজা।

গাজন উৎসব মুলত তিনটি অনুষ্ঠানকে ঘিরে হয়। সেইগুলি হল- ১। ঘাট-সন্ন্যাস ২। নীল পুজো ৩। চড়ক।

১। ঘাট-সন্ন্যাস: বাংলার গ্রামগুলিতে একটি গাজনতলা থাকে। সেখানেই মূলত অনুষ্ঠিত হয়- গাজন। সেখানে কেউ সন্ন্যাস নিতে পারে। সাধারণত তিনদিন ধরে চলে সন্ন্যাস বরত। আবার অনেক শিবভক্তরা সারা চৈত্র মাস ধরে ব্রত সন্ন্যাস নেন। সন্ন্যাসীরা এই সময়ে গেরুয়া বসন পরেন। গলায় নেন উত্তরীয়। সারাদিন সন্ন্যাসীরা পথে পথে ঘুরে ভিক্ষা করেন। দিনভর উপবাসের পরে ভিক্ষায় মেলা চাল, সবজি রান্না করে খান। ঘাট সন্ন্যাসের দিনে সকালে স্নান সেরে যান শিবের মন্দিরে। শিবের মাথায় ফুল, বেল পাতা সহযোগে পুজো করেন। এরপর পুজো শেষে শিবের প্রতীক হিসেবে একটি করে নুড়ি পাথর মাথায় নিয়ে বাজনা সহযোগে বের হন গ্রাম পরিক্রমায়।

বিভিন্ন প্রান্তে গাজনের আঞ্চলিক বৈচিত্র দেখা যায়। কোথাও মুখোশ নৃত্য, কোথাও প্রতীকী শিবলিঙ্গ মাথায় নিয়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পথ পরিক্রমা করেন ব্রতধারী সন্ন্যাসীরা। অনেক জেলায় আবার এই সময়ে কালীনাচ দেখা যায়।

২। নীল পুজো: গাজনের দ্বিতীয় অধ্যায় হল নীল ষষ্ঠী। এইদিন সকালে স্নান করে শিবলিঙ্গ কে পুজো করেন সন্ন্যাসীরা। হিন্দু বাড়ির গৃহবধূরা তাঁদের সন্তানের মঙ্গল কামনায় বাড়িতেও পালন করে থাকেন। সন্ধ্যাবেলায় নীলের ঘরে বাতি দেওয়ার রেওয়াজ আজও প্রচলিত অনেক বাড়িতে। কথায় আছে,

'নীলের ঘরে দিয়ে বাতি, জল খায় যে পুণ্যবতী।'

৩। চড়ক: গাজনের অন্তিম অধ্যায় হল চড়ক। গাজনতলায় হয় চড়কগাছের পুজো। চড়কগাছ মানে একটি লম্বা কাঠের দণ্ড। দিনের শুরুতেই থাকে চড়ক কাঠকে জল থেকে তুলে আনা হয়। তারপর পুজো করা হয় চড়ক গাছকে। চড়ক কাঠের উপরে অনেকটা উঁচুতে আংটায় ঝুলে থাকা জনা সন্ন্যাসীরা ক্রমাগত ঘুরপাক খান। তবে কালের নিয়মে এই দৃশ্য কিছুটা ফীকে হয়ে গেছে।

চড়কের উল্লেখ্য পর্ব হল- বাণফোঁড়া। বর্তমানে এই প্রথার কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। চড়ক কাঠের দুটি খুঁটির সঙ্গে একটি দড়ি ঝোলানো থাকত। দড়ির মাথায় থাকত বঁড়শির মতো লোহার আঁকশি। এই আঁকশি পিঠে বেঁধে সন্ন্যাসীরা ঝুলতেন। বর্তমানে কোমরে দড়ি বেঁধে ঝোলেন।

গাজনে সাধারণত যে কয়েকটি বাণ ব্যবহার করা হয়- সেগুলি হল- ১। ত্রিশূল বা অগ্নি বাণ ২। কপাল বাণ ৩। জিহ্বা বা সর্পবাণ। গাজন কিন্তু শুধুমাত্র শিবের হয় তা নয়। কোথাও কোথাও ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে সারা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে মেলা বসে। চলে এক উৎসব।

বাংলা বর্ষশেষ আর নববর্ষের সন্ধিক্ষণের মতোই চড়ক যেন অতীত আর বর্তমানের এক মেলবন্ধন। কিছু হারিয়ে কিছু থেকে যায়।

তথ্য সূত্র:

১। পূজা পার্বণ- শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

২। মেলা ও উৎসবের দর্পণে বাংলার লোকসাহিত্য

রাজনীতি চলছে

তন্ময় কবিরাজ

লোকসভা ভোটের আগে রাজনীতিতে চমকের অভাব নেই। কেউ রাজ্যপালকে কুকথা বলছে,তো কেউ নির্বাচন কমিশনকে মেসো,আম্পায়ার, উদ্ধত বলে সম্মোধন করছে। আবোল তাবোলের ছড়াছড়ি। আইপিএলের দোসর হিসেবে তাই নাগরিক সমাজ মজা নিচ্ছে আর নিজেরাই অবাক হয়ে ভ্রান্তিবিলাসের সিক্যুয়েল তৈরি করছে। যে সব প্রার্থী আজ ভোটে লড়ছে তারাই ভোটে জিতলে সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করবে। অথচ ভোটের আগে তাঁদের বেশিরভাগকেই দেখা যাচ্ছে সংবিধানকে অমান্য করতে। অনন্ত হেগরের মত নেতা তো সংবিধান বদলের পক্ষেই মত দিয়েছেন। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গেছে যে রাষ্ট্রপতিকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আর শাসক চেয়ারে বসে থাকে।মানুষের মন জয় করার কতো রকম আইডিয়া, কেউ সাধারণ মানুষের সঙ্গে মাঠের আলে বসছে,কেউ রিয়্যালিটি শোতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে,কেউ গরীবের বাড়িতে খাচ্ছে, কেউ তেলেভাজা দোকানে বেগুনি ভাজছে, আরো কত কি! নির্বাচন কমিশন এবার খুব কড়া,অনেকেই সেটা বলছেন।সংবাদমাধ্যমের সামনে ফোর এম থিওরি তুলে ধরেছে সুষ্ঠ ভাবে নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য। অথচ সেই নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ সঠিকভাবে হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত। রাজনীতিই এখন শেষ কথা। নেতারা প্রকাশ্যেই বলছে, তারা টিকিট পাবার জন্যই রাজনীতিতে এসেছে।তাই ভোটের টিকিট না পেলে কেউ অভিমানী হয়ে মিডিয়ার সামনে মুখ খোলে তো কেউ দল পাল্টে রাতারাতি ভোটের টিকিট পেয়ে প্রার্থী হয়ে যায়। গার্ডেনরিচ থেকে উত্তরবঙ্গের ঝড়ের ব্যাপক ক্ষতি, প্রাণহানি হবার পরেও রাজনীতি কিন্তু থামেনি। দিলীপ ঘোষ যখন প্রাকৃতিক ঝড়কে বিজেপির ঝড় হিসাবে দেখছেন তখন অভিষেক বন্দোপাধ্যায় বলছেন, আবাসের টাকা পেলে এতো ক্ষয়ক্ষতি হত না। ত্রাণ নিয়েও চলছে রাজনীতির তরজা। সেই কবে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক লিখেছিলেন, '...রিলিফ আসিছে ভিক্ষা আলিছে কম্বল পিছু পিছু।' ব্যক্তি আক্রমণ, শরীর নিয়ে আক্রমণ সব চলছে দেদার। এখন আর ইস্যু, আদর্শ দিয়ে ভোট হয়না। মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভোটটা আদায় করতে পারলেই কেল্লা ফতে। নির্বাচনী বন্ড নিয়ে যখন চারদিকে এতো হইচই, এমনকি পরকলা প্রভাকর বলছেন, এটা বিশ্বের বৃহত্তম দুর্নীতি, তখন মোদি বলছেন, যারা আজ নির্বাচনী বন্ড বন্ধ করা নিয়ে গর্ব করছে, তারাই কাল অনুতপ্ত হবে। আর গড়করি তো পরিষ্কার করে বলেই দিয়েছেন, যাদের টিআরপি বেশি তাদের অনুদানও বেশি।এখন ভোটের ইস্যুর হলো রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বা কচ্ছতিবু দ্বীপ। এসব ভোটের এজেন্ডা হওয়ার অর্থ ভোটের পরে এসবই চলবে। সৌগত রায় বলছেন, সুজন চক্রবর্তীর সব চুল কার্বাইডে পাকানো। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি রাজনীতির ভাষাটা ভালোই রপ্ত করছেন। তাই লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে শুরু করে চন্দ্রবোরা—বিভিন্ন সময়ের তাঁর রাজনৈতিক উপমা বেশ চলছে! পীযুষ গোয়েল যতোই বলুক না কেন, তাঁর দল জাতপাত বা বিভাজনের রাজনীতি করে না, কেরলে গিয়ে মোদি যেভাবে ধর্মের উস্কানি দিয়েছেন বা বাংলার জঙ্গলমহলেও যে বিভাজনের রাজনীতি চলছে তাতে পীযুষ গোয়েলের যুক্তি কতটা টিকবে সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। রাজ্যপালদের অন্তত রাজনীতির বাইরে থাকা উচিত।কিন্তু সেটাও বা হচ্ছে কোথায়? কিছু বিল আটকে রাখার জন্য রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি বি ভি নাগারত্ন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যখন মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে প্রচার করছেন, তখন দিলীপ ঘোষ বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী কপালের স্টিকার কবে খুলবে? অবাককান্ড, তদন্তকারি সংস্থার উপর কারো আর আস্থা থাকছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন তাঁর প্রার্থীদের বলছেন, এজেন্সি ডাকলে বলুন ভোটের কাজে ব্যস্ত। গত পাঁচ বছরের অনেক মহিলা নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে সেটা মণিপুর হোক বা সন্দেশখালি। ভোটের আগে তাই সেই মহিলাদের মন পেতে কেউ প্রকল্পের টাকা দ্বিগুণ করছে, তো কেউ গ্যাসের দাম কমাচ্ছে বা শক্তিস্বরুপা সম্মান দিচ্ছে। কংগ্রেস তো বলছে ক্ষমতায় এলে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ হবে মহিলাদের। চারদিকে এখন গ্যারেন্টি চলছে। কেউ বলছে, শাজাহান এখন ক্লোজড চ্যাপ্টার। কিন্তু এই শাহাজান যে আবার আসবে না তার গ্যারেন্টি কিন্তু কোনো দলই দিতে পারছে না। তাই ভোটের স্লোগানে ডেডলাইন, হেডলাইন যতোই থাকুক, আসলে কিন্তু মানুষের যে দুর্গতি সেই দুর্গতিই থাকবে। তাই একজন নাগরিক এক ভোট প্রার্থীকে প্রশ্ন করে, 'ভোটের পর আপনাকে এলাকাতে দেখতে পাবো তো?' এতটাই অবিশ্বাস জন্মেছে নাগরিক মনে, তার দায় কিন্তু রাজনীতিকেই নিতে হবে। অন্যদিকে, একদল আইনজীবি রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচার করছে, আবার আর একদল আইনজীবি সেই দলের বিরুদ্ধেই দেশের প্রধান বিচারপতির কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। ভোটের সময় কে কার পাশে বোঝা মুশকিল। এমনিতেই নেতারা যেকোনো সময়েই ডিগবাজি খেতে পারে, বিক্রি হয়ে যেতে পারে। সিবিআই তৃণমূলের ঘরে হানা দিলে কংগ্রেস সিবিআইকে সমর্থন করে কিন্তু সিবিআই ভোটের আগে তৃণমূলের নেতা নেত্রীকে ডেকে পাঠালে কংগ্রেস তৃণমূলের পাশে দাঁড়ায়। কেউ কাউকে মানছে না এখন। আগে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা দেখে তাও ভয় পেত, এখন তাও পায় না। কারন নেতাদের কাছে সংবাদমাধ্যম 'দু পয়সার'। তাই সুযোগ পেলেই সাংবাদিককে মিথ্যা মামলায় জেলে ভোরে দেয় শাসক। যে কেজরিওয়াল একদিন বলেছিলেন, 'স্বামী মোদি ভক্ত হলে স্বামীর সঙ্গে রাতে খাবেন না', আজ সেই কেজরিওয়াল জেলে। কেজরিওয়াল বলেছিলেন, 'আমরা যদি কোনোদিন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে যাই, তাহলে আদর্শ নষ্ট হয়ে যাবে।' আজ সেই কথাগুলো খুব ভাইরাল হচ্ছে। গ্রেফতারিতে রাজনীতি আছে কিনা সেটা বলা ঠিক নয়, কারণ মিডিয়া ট্রায়ালে অংশ না নিয়ে আইনের উপর ভরসা রাখাই উচিত, যদিও জার্মানি থেকে আমেরিকা সবাই এই গ্রেফতারির পরে সরকারের উপর বিরক্ত প্রকাশ করেছে। রাজনীতি এমনই একটা শিল্প, এখানে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যাবে না। তাই আগে সেটিং শোনা যেতো, এখন শোনা যায় ম্যাচ ফিক্সিং। রাজনীতিতে কেউ আদর্শ নিয়ে হয়তো ভাবে না, ভাবলে মানুষের মনের খবর রাখতো। ইম্ফলে সবাই একজোট হচ্ছে, ভোট দিলে নোটায় ভোট দেবে তারা। জনগন জানে এভাবেই চলছে, এভাবেই চলবে। তারা যতোই শিক্ষিত হোক, ভোটের পরে তারাই বোকা হয়ে যাবে। শাসক যেই আসুক অবস্থার পরিবর্তন হবে না। ভারত পঞ্চম থেকে তৃতীয় অর্থনীতির দেশ হবে আগামীতে, দেশের বেশির ভাগই থাকবে উচ্চ মধ্যবিত্ত। কিন্তু তাতে কি বেকারত্ব কমবে? অনাহার কমবে? শিক্ষা স্বাস্থের হাল ফিরবে? তথ্য বলছে, ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতে প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন হবে প্রবীন যার বয়স হবে ৬০। অপরদিকে, ল্যানসেট বলছে, ২১০০ সালের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে যাবে পৃথিবী। মাঝের এই কটা বছর মানুষকে কি একটু ভালো রাখতে পারেনা শাসক?

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ছেলেকে সাঁতার শেখাতে গিয়ে পুকুরে ডুবে মৃত্যু বাবা ও ছেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ছেলেকে সাঁতার শেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর তারপরই মর্মান্তিক পরিণতি। পুকুরে ডুবে মৃত্যু হল বাবা ও ছেলের। গোটা ঘটনায় স্তম্ভিত এলাকাবাসী। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি স্টেশনের কৃষ্ণপুর এলাকায়। মৃতদের মধ্যে একজন হলেন গোবিন্দ নাগ (৩০) ও অপরজন গৌরব নাগ (৭)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, গোবিন্দবাবু এলাকায় ভালো রাঁধুনি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনগর কালীতলায় সমর হালদার নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন। মঙ্গলবার বিকাল চারটে নাগাদ কাজ থেকে ফিরে সাত বছরের ছেলে গৌরবকে নিয়ে পুকুরে সাঁতার শেখাতে যান। সন্ধ্যা হয়ে গেলেও ছেলেকে নিয়ে বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। পুকুর পাড়ে জুতো পরে থাকতে দেখে সন্দেহ হওয়ায় পুকুরে তল্লাশি শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর যায় পুলিশে। এরপর বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী রাত্রিবেলা পুকুরে তল্লাশি জোরদার করে। রাত এগারোটা নাগাদ বাবা ও ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠায় চুঁচুড়া থানার পুলিশ। তাঁদের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নামে এলাকায়। এ প্রসঙ্গে কোদালিয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় তৃণমূল সদস্য প্রতিভাস মজুমদার বলেন, বাবা ছেলেকে নিয়ে পুকুরে নেমেছিলেন। সেই সময় ঘাটে থাকা কয়েক জন তাঁদের দেখেছিলেন। তবে সন্ধ্যা হয়ে গেলেও বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। পুকুর পাড়ে জুতো দেখে সন্দেহ হয়। এরপর পুকুরে ডুবুরি নামিয়ে খোঁজা হয়। দু'জনকেই মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। শিশুটির বাবা মদ্যপান করেছিলেন।

প্রোমোটার রাজের অভিযোগ

মাঠ ফেরানোর দাবিতে বিক্ষোভে নবীন-প্রবীণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কোনও একদিন বা দু'দিন নয়, দীর্ঘ ৭০ বছর ধরে সবুজ বনানী ঘেরা মাঠে শরীর চর্চা চলে আসছে দশটি গ্রামের বাসিন্দাদের। হঠাৎ করে এক লহমায় কেউ বা কারা মাঠ জবর দখল করে নির্মাণ শুরু করেছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। তারপরেই প্রাক্তন হাতে মাঠ বাঁচানোর তাগিদে আন্দোলনে নেমে পড়লেন এলাকার নবীন থেকে প্রবীণ সব সম্প্রদায়ই। ঘটনাটি বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকের ঘোষের গ্রাম পঞ্চায়েতের দলপুর এলাকার।

বুধবার দীর্ঘ কয়েক প্রজন্ম ধরে ওই মাঠ এলাকার বাসিন্দাদের প্রাণবায়ু প্রদান করে আসছে। নিয়মিত ওই মাঠেই চলে প্রায় ১০-১৫টি গ্রামের বাসিন্দাদের খেলাধুলো সহ বিভিন্ন শরীরচর্চার অনুশীলন। ওই মাঠে শরীরচর্চা করে আশপাশের বেশ কয়েকটি যুবক প্রতিরক্ষামূলক দপ্তরে চাকরিও পেয়েছে। এমনকি ওই মাঠে একাধিক সরকারি উদ্যোগে খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলেও দাবি গ্রামবাসীদের। কিন্তু কি এমন হল ওই মাঠ জবর দখল করে নির্মাণ শুরু করলেন একজন প্রোমোটার।

গ্রামবাসীদের দাবি, বাপ ঠাকুরদাদার আমল থেকে এই মাঠে খেলাধুলো করতে দেখে আসছি আমরা সকলকেই। এক কথায় বলতে গেলে পার্শ্ববর্তী ১০-১৫টা গ্রামের লাইফ লাইন এই মাঠ। কিছু কোনও কিছু না জানিয়েই এক মুহূর্তের মধ্যে মাঠ যে ননকার্য শুরু করেছে এক শ্রেণির মানুষ। এই বিষয়টি স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে জেলাশাসকের দপ্তরে জানানো হলেও এখনও অবধি কোনও সুরাহা মেলেনি।

মাঠ দখলের অভিযোগ সামনে আসতেই ময়দানে নেমে পড়েছে শাসক-বিরোধী দুই শিবিরই। তৃণমূল এবং বিজেপি দু'জনেই অবশ্য এই মাঠ দখলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। তৃণমূলের তরফ থেকে ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বঙ্কিম মিশ্র দাবি করেন, 'ছোটদের এই মাঠ দখলকে কোনও ভাবেই আমরা সমর্থন করি না, নির্বাচনী বিধি লাগু হয়ে যাওয়ার জন্য সরকারি কোনও কাজ করা যায় না। অভিযোগের ভিত্তিতে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিজেপির তরফ থেকে বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক স্বপন মুখোপাধ্যায়ের দাবি, 'এই মাঠ দখল তৃণমূলের নেতাদের মদতেই চলছে, যাকে এক কথায় বলে প্রোমোটার রাজ। আমরা এর ধিক্কার জানাই। শিশুদের মাঠ তাদেরই ফিরিয়ে দেওয়া হোক।' তবে বিষয় যাই হোক না কেন, বাপ ঠাকুরদাদার আমল থেকে দেখে আসা খেলার মাঠ কি আগের চেহারায় ফিরে পাবে গ্রামবাসীরা, নাকি অসাধু ব্যবসায়ীদের কোপে হেলায় হারাবে! যদিও গ্রামবাসীরা যেন নাছোড়বান্দা যে কোনও হালেই তাদের এই মাঠ ফিরিয়ে দিতেই হবে, নইলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে অগ্রসর হবে বলেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

রাজ্যজুড়ে দাদাগিরি করেছি, এবার বর্ধমানে করার দাবি দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ভোটের ময়দানে রাজ্যের বুকে আরও এক দাদার দাদাগিরির ঘোষণা হল বুধবার সাতসকালে। এদিন সকালে বর্ধমান শহরের সূর্যনগর মালির মাঠে প্রাতর্ভ্রমণে যান দিলীপ ঘোষ। আর সেখানেই তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তায় বলেন, 'আরে যে পারে সে সব জায়গায় দাদাগিরি করতে পারে। দিলীপ ঘোষই পারে সারা পশ্চিমবঙ্গে দাদাগিরি করতে। সেটা আমি করব এখানে। ওরা (তৃণমূল) ঠিক করবে কী করবে। কে পালিয়েছে, কে গিয়েছে, উনি কেন পালিয়ে এসেছেন? কীর্তি আজাদ কোথায়? কোথা থেকে পালিয়ে এসেছেন? যতদিন পদ্মফুলে ছিল জিতেছেন, তারপরে গোহারা হারছেন।'

এদিন এই মালির মাঠ প্রদক্ষিণকে ঘিরেও রীতিমতো দাদাগিরির সুর শোনা যায় দিলীপবাবুর গলায়। উল্লেখ্য, প্রতিদিনই এই মালির মাঠে এলাকার বহু মানুষ নিয়মিত প্রাতর্ভ্রমণ করেন, কেউ চাকরির জন্য প্রস্তুতি নেন, কেউ শরীরচর্চা করেন। ঘড়ির কাঁটা অনুসারেই তাঁরা মাঠ প্রদক্ষিণ করেন। কিন্তু এদিন বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী এলাকাবাসীদের সেই ঘড়ির কাঁটার বিপরীত মুখেই মাঠ প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। সেই সময় স্থানীয় এক বাসিন্দা বিজেপির এক নেতাকে বলেন, 'উনি (দিলীপবাবু) উলটো দিকে হাঁটছেন কেন?'

তা শুনেই দিলীপবাবু বলেন, 'বর্ধমানের লোক সব উলটো হয়ে গিয়েছে গো। গোটা বর্ধমানই উলটো চলে। সমস্ত পার্ক বা মাঠেই দেখছি উলটো হাঁটছে। সব সিধা করতে হবে।' এদিন প্রাতর্ভ্রমণের সময়ই এলাকার বাসিন্দারা তাঁকে শহরে মাঠের পরিধি কমে যাওয়া ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আগামী দিনে এই বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলেন। তার উত্তরে দিলীপবাবু দাবি করেন, 'মেনটেইন করা তো আমাদের হাতে থাকবে না, কবজা যাতে না হয়ে যায় সেটা দেখা আমার দায়িত্ব। তারপর সময়ে অনেক কিছুই হবে। বাংলায় প্রতিবাদ, আন্দোলন করার একটা ফ্যাশন আছে, কাজ কিছু হয় না। আমি নিবেদন, আবেদন করি না কারও কাছে, আমি অ্যাকশন করি। খড়গপুরে আমি ছিলাম সেখানে প্রচুর মাঠ রেলের। যে পারছে বসে যাচ্ছে। যেই নড়াচাড়া করতে যাওয়া হবে সেই বলবে আমরা তো এত বছর ধরে আছি। বড় মাঠের একটা অংশ বাংলাদেশিরা ঢেকে নিচ্ছে, অর্ধেকটা কবজা হয়ে গিয়েছে। তারা তো ভাই পার্মানেন্ট ভোটার নয়, তার সব অধিকার আছে, আপনি এখানে থাকলেও আপনার অধিকার নেই। সেখানে উত্তরপ্রদেশে, অসমে কেমন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে দেখছেন তো।'

মঙ্গলবার পশ্চিম বর্ধমানে তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে হুইল চেয়ারে প্রচার করায় এদিন দিলীপবাবু বলেন, 'অনেকের হাত ভাঙে, অনেকের পা ভাঙে, অনেকের মাথা ভাঙে, অনেকে হুইল চেয়ারে যান। এসব সেন্টিমেন্টাল ভোট দেওয়ার দিন শেষ। দেশ উন্নয়নের জন্য ভোট দেবে, মোদির জন্য ভোট দেবে, গ্রামগঞ্জে সব মানুষ এসব নাটকের ভোট আর দেবে না, কেবল উন্নয়ন, কেবল মোদি।' কীর্তি আজাদ তাঁকে পাগল বলা প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, 'কে পাগল সেটা ৪ তারিখের পরে দেখবেন, এমন হারাব না এই জীবনে আর ভোটে দাঁড়াবে না।'

বাংলার মহিলারা ঝাঁটা জুতো নিয়ে দিলীপ ঘোষকে তাড়া করবে কীর্তি আজাদের এহেন মন্তব্য সম্পর্কে দিলীপবাবু বলেন, 'বাংলার মা বোনেদের সঙ্গে ওঁর কী যায় আসে? বাংলার মা বোনেরা ওঁর ভাষা বোঝে? বাংলার মা বোনদের ভাষা উনি বোঝেন? আগে নিজের লোকেদের সামলাক, তাঁর কথা পার্টির লোকেরাই বুঝতে পারছেন না তো মা বোনেরা কী করে বুঝবেন? ওঁকে বাংলার মা বোনেদের কথা ভাবতে হবে না। যাক বিহারে, যেখান থেকে এসেছেন। আর ৪ তারিখের পর প্যাক করে দেব ভালো করে।' বাড়ি বাড়ি প্রচারে বিজেপিদের ঢুকতে না দেওয়ার তৃণমূল ফতোয়া সম্পর্কে দিলীপবাবু বলেন, 'ওসব ফালতু ডায়লগ দিয়ে সময় কাটাচ্ছেন, উনি যান লোকের কথা শুনুন।'

এদিকে, এদিন দিলীপ ঘোষের নয়া দাদাগিরির ঘোষণা সম্পর্কে তৃণমূলের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাসের দাবি, ভোটের আগে দিলীপবাবু কি তা হলে বাংলায় ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করতে চাইছেন? একদিকে অসমে এনআরসি-র নামে, অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশে সংখ্যালঘু মানুষদের ওপর অত্যাচার নামিয়ে এনেছে বিজেপি। মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছেন। এটাই কি তা হলে দিলীপবাবুর 'ট্রিটমেন্ট তত্ত্ব'? বাংলার মানুষকে এইভাবে ভয় দেখানো যাবে না। তারা যথা সময়েই বিজেপিকে এর যোগ্য জবাব দেবে।'

খেলায় উৎসাহিত করতে ৫০০ আসনের গ্যালারি গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে গ্যালারি আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের মাঠে। ৫০০ আসন নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। পরের আর্থিক বছরে আরও ৫০০ আসনের গ্যালারি হবে। আলো হবে, ড্রেসিংরুম হবে। ক্রীড়ার বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণ দেওয়ারও পরিকল্পনা আছে। হুগলির আরামবাগ মহকুমায় খেলার মাঠের পরিকাঠামো নিয়ে অভিযোগ বিস্তর। কোনও মাঠেই এতদিন গ্যালারি ছিল না। সেই আক্ষেপ ঘুচতে চলেছে। গোঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে এক হাজার আসনের গ্যালারি। প্রশাসন সূত্রে খবর, পরিকল্পনা রয়েছে পুরোদস্তুর স্টেডিয়াম গড়ার। এই উদ্যোগে খেলোয়াড় থেকে ক্রীড়াপ্রেমী সকলেই খুশি। এই মাঠটি অবশ্য ক্রিকেট বা ফুটবলের জন্য পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নয়। তবে, স্টেডিয়াম হলে মহকুমা তথা হুগলি জেলার খেলাধুলোর আবহে নতুন মাত্রা যোগ হবে বলে সংশ্লিষ্ট অনেকেই মনে করছেন। গোঘাট এক নম্বর ব্লকের বিডিও সম্রাট বাগচী জানান, কেন্দ্রের পঞ্চদশ অর্থ কমিশন তহবিলে এক হাজার আসনবিশিষ্ট গ্যালারি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপাতত ১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দে ৫০০ আসন নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। পরের আর্থিক বছরে আরও ৫০০ আসনের গ্যালারি হবে। আলো হবে, ড্রেসিংরুম হবে। ক্রীড়ার বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণ দেওয়ারও পরিকল্পনা আছে। অপরদিকে গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায় জানান, এলাকার যুবক যুবতীদের খেলাধুলার মান উন্নয়নের জন্য এই স্টেডিয়াম করার পরিকল্পনা করা হয়। বর্তমানে সেটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ভাতার স্টেশনে যানবাহন গেলে পার্কিং চার্জ চাওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: ভাতার রেলস্টেশন চত্বরে যে কোনও যানবাহন ঢুকলেই দিতে হবে পার্কিং! এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার তিনটের সময় বিক্ষোভ দেখালেন টোটোচালকরা।

জানা গিয়েছে, এতদিন যাবত ভাতার রেলস্টেশন চত্বরে পার্কিংয়ে যে কোনও যানবাহন রাখলে তাতে পয়সা গুনতে হত জনসাধারণকে। কিন্তু হঠাৎ করে বুধবার ভাতার রেলস্টেশন এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয় ব্যানার। সেখানে সাধারণ মানুষকে জানানো হয়, রেলস্টেশন চত্বরে যে কোনও যানবাহন আনলেই তাঁকে দিতে হবে পার্কিং বাবদ টাকা। এমনকী, মাইকিংও করা হয় এবিষয়ে।

এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভাতার এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষজন ও টোটোচালকরা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান ভাতার রেলস্টেশন চত্বরে। খবর যায় রেল দপ্তরে। বলগোনার আরপিএফ অফিসার সুনীল কুমার সিং খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন।

তিনি বলেন, 'রেল দপ্তর একটি অর্ডার দিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা সমীক্ষা হয়নি। তবে ভাতার রেলস্টেশন চত্বরে পার্কিং করলেই পয়সা দিতে হবে এ বিষয়ে রেল দপ্তর কিছুই জানে না। কে বা কারা মাইকিং করেছেন সে বিষয়ে আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি। তবে আমরা আসার পর কোনও ব্যানার দেখতে পাইনি। এ ধরনের কোনও খবর হলে আমরা আইনত ব্যবস্থা নেব। আমরা পার্কিং করলে রেলস্টেশন চত্বরে জায়গা একর করি এবং কোনও এক ব্যক্তিকে টেন্ডার দিই।

এক টোটোচালক বাপন মাঝির দাবি, 'ভাতার রেলস্টেশনে কোনও যাত্রী নামাতে এলেই পয়সা দিতে হবে, পার্কিং না করলেও। সকাল বেলায় বেশ কয়েকজনের কাছে পার্কিংয়ের জন্য পয়সা চাওয়া হয়েছে। পয়সা চাইছেন যিনি, তিনি সাইকেল ও সাইকেল স্ট্যান্ডের দায়িত্ব আছেন। আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি, এরকম কোনও পয়সা আমরা দেব না।'

মালদার একাধিক জায়গার চোলাইয়ের ঠেক নষ্ট করল আবগারি দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা ভোটের মুখে মালদার একাধিক জায়গায় অভিযান চালিয়ে বেআইনি চোলাইয়ের ঠেক নষ্ট করল মানিকচক এবং চাঁচল আবগারি চক্রের অফিসার ও কর্মীরা। বুধবার সকাল থেকেই মানিকচক থানার ভুতনি, দিয়ারা, কালুচানটোলা, জয় পালটোলা এলাকায় অভিযান চালায় সংশ্লিষ্ট এলাকার আবগারি দপ্তরের অফিসার ও কর্মীরা। পাশাপাশি পুখুরিয়া এবং হরিশ্চন্দ্রপুরের কুরশিদা এলাকায় একযোগে অভিযান চালায় আবগারি দপ্তর। বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে একজন চোলাই কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি একাধিক চোলাইয়ের ঠেক নষ্ট করেছে অভিযানকারী অফিসাররা।

আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৫০ লিটার বেআইনি চোলাই উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও চোলাই তৈরির আরো বিপুল পরিমাণ সামগ্রী বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া বেআইনি চোলাই সরকারি নিয়ম মেনে নষ্ট করে দেওয়ার প্রক্রিয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে মোটরসাইকেল সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে আবগারি দপ্তরের অফিসারেরা জানতে পেরেছেন, বিভিন্ন এলাকার থেকে এই বেআইনি চোলাইগুলি সংগ্রহ করে পাচার করার পরিকল্পনা নিয়েছিল অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি। এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মানিকচক থেকেই ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে আবগারি দপ্তর।

সাইকেল থেকে টাকা সমেত ব্যাগ তুলে নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: ভর দুপুরে জনসমক্ষে ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলির কোন্নগরে। জনবহুল রাস্তার মধ্যে সাইকেল থেকে টাকা সমেত ব্যাগ তুলে নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি কোন্নগর ক্রাইপার রোড সংলগ্ন মনসাতলা এলাকার। সিসিটিভি খতিয়ে দেখে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কোন্নগর দেবপাড়ার বাসিন্দা মণিন্দ্রনাথ রায়। পেশায় তিনি একজন সরকারি কর্মী ছিলেন। বুধবার সকালে ১১ টা নাগাদ স্টেট ব্যাংকে আসেন পেনশনের টাকা তুলতে। ৩২ হাজার ৫০০ টাকা মোট পেনশনের টাকা তুলে তিনি একটি হ্যান্ড ব্যাগে করে সাইকেলে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় রাস্তায় বাজার করার জন্য তিনি দাঁড়ান। তখনই তার চোখের নিমেষে সাইকেল থেকে সেই টাকা সমেত ব্যাগ তুলে নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। সমস্ত ঘটনা ধরা পড়েছে সিসিটিভি ফুটেজে। সিসিটিভিতে দেখা যাচ্ছে, নীল রঙের গেঞ্জি পরা কাঁধে কালো ব্যাগ নিয়ে একটি ছেলে সাইকেল থেকে টাকার ব্যাগটি তুলে নেয়। তারপরে তার সহযোগী কালো রঙের জামা পড়ে অন্য একটি ছেলে লাল রঙের টোটো নিয়ে এগিয়ে আসে এবং সেই টোটোতে উঠে পড়ে ওই ছিনতাইবাজ। ঘটনার খবর পাওয়া পড়েই তদন্তে নামে কোন্নগর ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, এলাকার সিসিটিভি খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু হয়েছে। সিসিটিভি দেখে দুই সন্দেহভাজনকে শনাক্ত করেছে ইতিমধ্যেই পুলিশ। দুজনের মধ্যে একজন পেশায় টোটো চালক। ঘটনার সঙ্গে একটি টোটো জড়িত রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান টোটোটি উত্তরপাড়া এলাকার। ছিনতাই করে ক্রাইপার রোড দিয়ে স্টেশন পেরিয়ে কানাইপুরের দিকে পালায় দুই দুষ্কৃতী। গোটা ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, দুষ্কৃতীদের ধরতে ময়দানে পুলিশের আধিকারিকরা।

''ফর্ম নং আইএনসি-২৬''
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা, **(পশ্চিমবঙ্গ)** সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা সম্পর্কিত
এবং
২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত
এবং
প্যারাডাইস ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51109WB2006PTC111478) রেজিস্টার্ড অফিস ১০৪, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
...দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১ মার্চ ২০২৪ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য''** থেকে **''মহারাষ্ট্র রাজ্যে''** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
প্যারাডাইস ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল বিজয় বাঁকড়া
স্থান : কলকাতা (ডিরেক্টর)
তারিখ : ০৩.০৪.২০২৪ ডিন - ০০৮২৭৮২৭

ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল
কলকাতা সমীপে
আবেদন নং ৫৪-২০২৩ সালের
চূড়ান্ত নির্দেশ তারিখ ২৯ জুলাই ২০১৯ মহামান্য ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা কর্তৃক নির্দেশিত আবেদন এসএ নং ৩০৭-২০১৫ সালের অনুযায়ী।
১. আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.
২. অনুমোদিত অফিসার,
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড .... দরখাস্তকারী
এবং
১. **শ্রী গৌরী শংকর ব্যানার্জি**
ফ্ল্যাট ২য় তল, প্রেমিসেস নং ৮/৯, নস্কর পাড়া লেন, থানা - কসবা, কলকাতা - ৭০০০৩১
২. **অমিয় কুমার মন্ডল**
৩. **শ্রীমতি কেয়া মন্ডল**
৫৭/১/১৬ সাউথ আনন্দ ব্যানার্জি রোড, রথতলা, পো. ফিঙ্গাপাড়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা,
৪. **শ্রী দেবব্রত নন্দী**
৫. **শ্রীমতি সীমা দে**
৬. **শ্রীমতি রিয়া কুন্ডু**
৭. **শ্রীমতি মুক্তি কুন্ড**
৮/৯, নস্কর পাড়া লেন, থানা - কসবা, কলকাতা - ৭০০০৩১
৮. **শ্রীমতি পূরবি দাশগুপ্ত**
৯. **রীনা দাশগুপ্ত**
১০. **সায়ন্তন দাশগুপ্ত**
১৬/১ সেলিমপুর লেন, থানা - কসবা, কলকাতা - ৭০০০৩১ ... **বিবাদীগণ**
অনুগ্রহ করে অবগত হন যে ২০০২ সালের (সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৮(১) অধীনে এক আবেদন মহামান্য ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল সমীপে দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক দাখিলকৃত হয়েছে ১১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে এবং এবং আবারও ১৪ মার্চ ২০২৪ তারিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শুনানি হয়েছে এবং উক্ত নির্দেশ বলবৎ মহামান্য ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল কলকাতা কর্তৃক ১৫ মে ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মুলতুবি রয়েছে, যেখানে বিবাদীগণকে সংশ্লিষ্ট শুনানির সময়ে ব্যক্তিগতভাবে বা আইনজীবীর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদনের কপি আবশ্যক শুল্ক প্রদান সাপেক্ষে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
তারিখ : ০২.০৪.২০২৪
অজয় গগ্গর
আবেদনকারীগণের অ্যাডভোকেট
প্রযত্নে গগ্গর অ্যান্ড কোং এলএলপি, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : ৯৮৩১০১০৭৬৭, ০৩৩-৪০৬১৭২০৯
ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-০৪-২৪, তারিখ ০২.০৪.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক প্রখ্যাত টেন্ডারদাতা যাঁদের বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স আছে এবং যাঁরা নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আর্থিকভাবে সক্ষম তাঁদের নিকট থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিসন - আসানসোল ডিভিসনে প্রথাগত রাস্তার বাতি এলইডি বাতি দ্বারা প্রতিস্থাপন এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫১,৭৮,৭৫২.৮৬ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ ঃ** ১,০৩,৬০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **বন্ধের ও খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৪.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের যে ওয়েবসাইট থেকে দেখা যাবে ঃ **www.ireps.gov.in** । ASN-07/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

মাল্টিবোগ পলি টেপস প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U24294WB1995PTC074352)
রেজিস্টার্ড অফিস : পি ৫৩৭ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সরণি
কলকাতা ৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ৮০১৭৫১৮১৮৮, ইমেল : info.multywog@gmail.com
আদয়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের হ্রাসের নোটিশ
(সি পি নং ২০/কেবি/২০২২ , ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৬৬ ধারাধীনে)
মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল ''এনসিএলটি'', কলকাতা বেঞ্চ উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১৯.০৩.২০২৪ নিম্নোক্ত বিষয়সূচিতে অনুমোদিত মতে কোম্পানির ''শেয়ার মূলধনের হ্রাস'' প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছেন।
''কোম্পানির ইস্যুকৃত, সংগৃহীত আদায়দত্ত শেয়ার মূলধন এখন থেকে প্রতিটি ১০ টাকার (দশ টাকার) ৭৮,৮৫,০০০ টাকা ৭৮,৮৫,০০ ইক্যুইটি শেয়ারে বিভাজিত হবে, ১,০০,১১,০০০ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে প্রতিটি ১০ টাকার (দশ টাকার) ১০,০১,১০০ ইক্যুইটি শেয়ারে পরিণত হবে।''
সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন এনসিএলটি কর্তৃক ১৯.০৩.২০২৪ তারিখের নির্দেশ মোতাবেক প্রকাশিত। আরও অবগত করা হচ্ছে, উক্ত নির্দেশের সার্টিফায়েড কপি কোম্পানি কর্তৃক ০২.০৪.২০২৪ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ কোম্পানি রেজিস্ট্রারের নিকট (ফর্ম নং আইএনসি ২৮) দাখিল করা হয়েছে।
মাল্টিবোগ পলি টেপস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
প্রেমজিৎ রায়
তারিখ: ০২.০৪.২০২৪ ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা ডিন : ০০৩৯৫২০৪

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

এসবিআই আরএসিপিসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল ৯কে, জি টি রোড, উত্তরপাড়া
হুগলি, পিন - ৭১২২৩৩, ইমেল : sbi.64100@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
A/c No- 38740347733
যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি উত্তরপাড়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৫.০১.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি অনিন্দিতা মুখার্জি, স্বামী পঙ্কজ মুখার্জি, ৮ শ্রীপুর স্কুল রোড (বাঘেরঘোল রোড), থানা - সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১০৩ এবং স্বামী পঙ্কজ মুখার্জি, বাঘের ঘোল, নবদয় পল্লী, বাঁহগলি, ২৪ পরগনা দক্ষিণ, পব-৭০০১০৩** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৮৭,১৭,৪০০ টাকা (সাতাশি লাখ সতের হাজার চারশ টাকা) টাকা ১৫.০১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং জরিমানা সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত। আপনি চুক্তি মোতাবেক হারে উল্লিখিত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি উক্ত নোটিশের ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বালি, হাওড়া,** নিকট বকেয়া **৮৭,১৭,৪০০ টাকা (সাতাশি লাখ সতের হাজার চারশ টাকা) টাকা ১৫.০১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ১৫.৫৬ ডেসিমেল বা ৯ কাঠা ৬ ছটাক ২৮ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত জি-২ তলা ইটের তৈরি বসবাসের ভবন পরিমাণ আনুমানিক ৫৪০০ বর্গফুট (প্রতি তল ১৮০০ বর্গফুট) সিমেন্টের মেঝে, লিফট সুবিধা ব্যতীত দক্ষিণ ২৪ পরগনা মহামান্য কলেক্টর অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মালিকানাধীন এর পক্ষে রায়তি দখলদারি জমির, মৌজা : শ্রীপুর বাঘের ঘোল, তৌজি নং ১, জেএল নং ৫৯, আরএস নং ১৭২, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ১৬৬, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৪, আরএস দাগ নং ১৪৮৫, এলআর দাগ নং ২১৫২, এরিয়া বাস্তু জমি আনুমানিক ০৫ শতক, আরএস খতিয়ান নং ২৪৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৪, আরএস দাগ নং ১৫৪৮, এলআর দাগ নং ২২১৮, এরিয়া বাস্তু জমি আনুমানিক ০৩ শতক, আরএস খতিয়ান নং ২৪৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৪, আরএস দাগ নং ১৫৫০, এলআর দাগ নং ২২২০, এরিয়া বাস্তু জমি আনুমানিক ০৫ শতক, আরএস খতিয়ান নং ২৪৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৪, আরএস দাগ নং ১৫৩৬, এলআর দাগ নং ২১৪০, এরিয়া বাস্তু জমি আনুমানিক ০২ শতক রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ৩২, হোল্ডিং নং ৮, শ্রীপুর স্কুল রোড (বাঘের ঘোল রোড), থানা এবং অ্যাডিশনাল জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
চৌহদ্দি : উত্তরে : দুলাল সেনের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ১৩ ফুট চওড়া সড়ক, **পূর্বে :** পুকুর, **পশ্চিমে :** রতন গোস্বামীর ভবন।
সম্পত্তি শ্রীমতি অনিন্দিতা মুখার্জির নামে উল্লেখ্য দলিল নং : ১৯০১০২০৮২-২০১৯ সালের, ভল্যুম নং ১৯০১-২০১৯, পৃষ্ঠা ১০৬৫৪৭ থেকে ১০৬৫৭১, নথিভুক্ত বুক নং ১, এআরএ-১,কলকাতা।
দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।
তারিখ - ০২.০৪.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - উত্তরপাড়া, হুগলি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এসবিআই আরএসিপিসি- কাম-এসএআরসি, হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ,পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ই-মেইল: sbi.10263@sbi.co.in
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
লোন অ্যাকা-৩৯৫৫৬১৯৭৪৫০ (এইচবিএল) এবং ৩৯৫৫৬২০৬৩৫৩ (সুরক্ষা)
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া** শাখার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং-৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে ২৯.১২.২০২৩ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী মৈনাক রায়, পিতা- অমলেন্দু কুমার রায়, বাসস্থান-১৬৩/১, সারদা পল্লী, উত্তর দমদম, উত্তর-২৪-পরগনা, পিন-৭০০০৪৯ এবং শ্রীমতী সন্দীপ্তা ঘোষ, স্বামী-মৈনাক রায় বাসস্থান-৬৪১/১ এমবি রোড, উত্তর দমদম, বিরাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০৫১**-কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **১৭,৫৯,০০০/- টাকা (সতেরো লক্ষ উনষাট হাজার টাকা মাত্র) ২৯/১২/২০২৩ অনুযায়ী** তদুপরি হাল নাগাদ অর্জিত সুদ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২ এপ্রিল, ২০২৪** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও প্রকার লেনদেনে, **১৭,৫৯,০০০/- টাকা (সতেরো লক্ষ উনষাট হাজার টাকা মাত্র) ২৯/১২/২০২৩ অনুযায়ী** এবং তদুপরি আরও সুদ, খরচ, আনুষঙ্গিক খরচ, ইত্যাদি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া** শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।
সম্পত্তির বিবরণ
৯ (নয়) কাঠা বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের 'বাস্তু' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার উপর একটি (জি+৪) তল বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছে, এটির অবস্থান- মৌজা-দক্ষিণ নিমতা, জেএল নং- ৮, রে.সা. নং-১০২, তৌজি নং-১৭২, পরগনা- কলিকাতা, আরএস দাগ নং ৯১১৬ ও ৯১১৭-এ গঠিত, থানা- নিমতাএর অধীনে, আরএস খতিয়ান নং. ৩৪২ এর সাথে সম্পর্কিত উত্তর দমদম পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং-২৪, হোল্ডিং নং-১৩৮/১, শিবাচল রোড, প্রেমিসেস শিবানী ম্যানশন, ৫৬/১, শিবাচল রোড, পোস্ট-বিরাটি, কলকাতা-৭০০০৫১, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা , অন্যান্য অধিকার, স্বাধীনতা, সুবিধা, পরিশিষ্ট এবং এর সাথে যোগসূত্রের প্রাচীন সুবিধাগুলির সহ। মূল জমির মালিক পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণার কালেক্টর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় এবং এর আনুপাতিক বার্ষিক ভাড়া জেলা-উত্তর-২৪-পরগনার কালেক্টরকে প্রদেয়। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ: উত্তরে-** গান্ধী সাহা চৌধুরীর জমি দ্বারা, **দক্ষিণে-** মোহন বোসের বাড়ি দ্বারা, **পূর্বে-** ২৩'-০' প্রশস্ত শিবাচল রোড, **পশ্চিমে-** তিমির বরণ রায়ের বাড়ি দ্বারা ।
ফ্ল্যাটের বর্ণনা
মার্বেল ফিনিশড ফ্লোরিং সহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং-২এ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দ্বিতীয় ফ্লোরে, সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৬৪৮ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি যার আছে, ০২ (দুই) বেড রুম, ০১ (এক) রান্নাঘর সহ ড্রয়িং কাম ডাইনিং এবং ২ (দুই) টয়লেট (জি+৪) তলা বিল্ডিং যা সাধারণত 'শিবানী ম্যানশন' নামে পরিচিত থানা-নিমতার অধীনে, উত্তর দম দম পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং-২৪, হোল্ডিং নং ১৩৮/১, শিবাচল রোড, প্রেমিসেস নং-৫৬/১, শিবাচল রোড, পোস্ট-বিরাটি, কলকাতা- ৭০০০৫১, জেলা-উত্তর-২৪- পরগণা, অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার, অধিকার, স্বত্ব, ইন্টারেস্ট, দখল নীচের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের অন্তর্গত সমস্ত সাধারণ সুবিধা এবং সাধারণ সুবিধার অধিকার সহ সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার এবং প্রবেশ এবং প্রস্থানের সমস্ত অধিকার সহ লিফ্ট সুবিধা সহ উল্লিখিত প্রেমিসেসের অন্তর্গত সকল, উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের ছাদ সহ উল্লিখিত তফসিল সম্পত্তি এখানে মালিক/ডেভেলপার/নিশ্চিত পক্ষগুলি দ্বারা ক্রয়কারীর কাছে বিক্রি এবং স্থানান্তর করতে সম্মত হয়েছে। **ইউনিটটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তরে** - সিঁড়ি কেস এবং লিফট দ্বারা, **দক্ষিণে-** খোলা আকাশ, **পূর্বে** - ফ্ল্যাট নং ২বি দ্বারা, **পশ্চিমে-** খোলা আকাশ দ্বারা।
সম্পত্তিটি শ্রী মৈনাক রায় ও শ্রীমতী সন্দিপ্তা ঘোষ -এর নামে এডিএসআর বেলঘোরিয়া, পশ্চিমবঙ্গ এর অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে ২০২০ সালের দলিল নং-১৫২৬০১৯৭৬, ভলিউম নং-১৫২৬-২০২০, বুক-১, পৃষ্ঠা ৬৫৪৮৬ থেকে ৬৫৫৫৭ পর্যন্ত তে নিবন্ধিত।
বিঃদ্রঃ- দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।
তারিখ:০২.০৪.২০২৪, স্থান:হাওড়া **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং,
প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে,
সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা
L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে
যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে ''আনডেলিভার্ড'' হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল&টি ফাইনান্সিয়া সার্ভিসকে। (পূর্বের, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্য স্কীম অফ অ্যামালগেমেশন-এর অধীনে যারা একত্রীকরণ করেছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি.-এর সঙ্গে ডিসেম্বর 4ঠা 2023-তে) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি		স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
		এনপিএ তারিখ	বকেয়া রাশি (₹)	
H00541300921125227 এবং H00541300921091309	1. মেসার্স সাই মিরাকেল স্টকিস্ট মোরলেস (এর প্রোপ্রাইটর ভারত এ ডাডলানি) 2. ভারত এ ডাডলানি	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: 26/03/2024 এনপিএ তারিখ: 31/01/2024	টা.1,42,95,873.32/- (এক কোটি বিয়াল্লিশ লাখ পঁচানব্বুই হাজার আটশ তিয়াত্তর এবং বত্রিশ পয়সা) তারিখ 04/03/2024 অনুসারে।	**পরিস্থিতি-I** সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ঠিকানা ফ্ল্যাট নং 1803, টাইপ ই 18 তলার, সুপার বিল্ড আপ এরিয়ার পরিমাপ 1709 বর্গফুট। বিল্ডিং ''সানরাইজ হাইটস'' নামে পরিচিত যার সঙ্গে রয়েছে ছাদ যার এরিয়া 57 বর্গফুট, এবং একটি কভার পাকিংয়ের জায়গা ব্যবহারের জনঞ প্রস্তুত যার পাকিং নং সি-21, যার অবস্থার আবাসন নং 134 এ বেলিয়াঘাটা রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-700015

স্বাক্ষরিত
তারিখ: 04.04.2024 **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

কাজের দাবিতে কাঁকসা শিল্পতালুকে কারখানার গেটে বিক্ষোভ বেকারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাজের দাবিতে কাঁকসার বামুনাড়া শিল্পতালুকের একটি বেসরকারি কারখানার গেটের সামনে বুধবার সকাল থেকে অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন বামুনাড়া গ্রামের বেকার যুবকরা। প্রায় ১০০ জনেরও বেশি বেকার যুবক এদিন সামিল হয়ে কারখানার গেটের সামনে কাজের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গত ৩ বছর আগে কারখানা শুরু হওয়ার পর থেকে এলাকার মানুষ কাজের দাবি জানালেও প্রতিশ্রুতিমতো কোনও কাজ মেলেনি। উলটে বাইরে থেকে শ্রমিক নিয়োগ করে কারখানায় কাজ করানো হচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, কাজ দেওয়ার কথা বলে কারখানা কর্তৃপক্ষ স্থানীদের কাছে পলিউশনের জন্য এনওসিতে গ্রামের মানুষদের কাছ থেকে সই করিয়ে নেয়। তারপরেও প্রতিশ্রুতিমতো কাজ মেলেনি বলে অভিযোগ।

এই বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বকে জানানোর পর তারাও কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেও সমস্যার সমাধান করতে পারেনি বলে দাবি। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন। যতক্ষণ না গ্রামের বেকার যুবকরা প্রতিশ্রুতিমতো কাজ পাচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁদের আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। খবর পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ।

যদিও কারখানার এক আধিকারিকের দাবি, কারখানার কাজে কোনও বাধা দেওয়া হয়নি। তাঁরা তাঁদের দাবি জানিয়েছেন। এলাকাবাসীর দাবিটা ন্যায্য। তবে এই মুহূর্তে কারখানার অবস্থা তেমন ভালো নয়। তাই নিয়োগ করা যাচ্ছে না। কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁদের পাশে আছে। আগামী দিনে তাঁদের কাজের ব্যবস্থা করা হবে।

লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা অভিযোগে মধ্যমগ্রাম থানায় বিক্ষোভ, থানায় ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারিত হয়ে বুধবার প্রখর তাপপ্রবাহের মধ্যে মধ্যমগ্রাম থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল একাধিক মহিলারা। গ্রামের অসহায় মহিলাদের স্বনির্ভর করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্যবসার লোভ দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা গায়েব। প্রায় ৮৫ জন অসহায় মহিলাদের কাছ থেকে এই বিপুল অঙ্কের টাকা তোলা হয়েছে বলেই অভিযোগ। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ব্যবহার করে লক্ষাধিক টাকা ব্যাংক লোন করিয়ে নিয়ে টাকা আত্মসাৎ করে বলে অভিযোগ রুজিনা বিবি ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। প্রতারণার মধ্যে রয়েছেন তার ভাই সাকিম মোস্তাক, মা সাহিদা বিবি, স্বামী আলফাজউদ্দিন মল্লিক, বাবা মসির আলি, শ্বশুর আকবার আলি মল্লিক ও কাকা শ্বশুর আলি মহম্মদ। মধ্যমগ্রাম থানার অন্তর্গত রোহন্ডা এলাকার এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় মহিলারা। ইতিমধ্যে একজন মহিলার অভিযোগ নেওয়া হলেও অভিযোগ অন্যান্য মহিলাদের অভিযোগ গ্রহণ করছে না পুলিশ। প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার এই প্রতারণায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কয়েক মাস আগে অভিযোগ জানালেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন বলেই দাবি অভিযোগকারী মহিলাদের। টাকা চাইতে গেলেও জুটছে লাঞ্ছনা, হুমকি এমনকী কুপ্রস্তাব দেওয়ারও অভিযোগ তোলা হয়েছে। এই প্রতারণার সঙ্গে শাসকদলের স্থানীয় নেতারাও জড়িত বলে দাবি প্রতারিত হওয়া মহিলাদের। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও যোগসূত্র নেই, ঘটনাটি নেহাতই প্রতারণা, প্রতারিত হওয়ার পর রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে দাবি। যদিও পুলিশের তরফ থেকে এই বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোনও কিছু জানানো হয়নি। এদিন মধ্যমগ্রাম থানায় প্রতারিত হওয়া মহিলারা দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে প্রখর গরমের মধ্যেই বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখান। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, বাকিদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। এখন টাকা ফেরাতে কি পদক্ষেপ নেয় প্রশাসন সেদিকেই তাকিয়ে অসহায় এই মহিলারা। গোটা ঘটনা তদন্তে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চালানোর পরে ভাঙচুর চালায় মধ্যমগ্রাম থানায় বিক্ষোভকারীরা। এরপরে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে আটক করে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ।

গনিখানের গড়ে ভাঙন

কংগ্রেসের ৩ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য -সহ ১০০ জনের তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা ভোটের মুখেই কালিয়াচকের গনিখানের গড়ে ভাঙল কংগ্রেস। নির্বাচনী সভা মঞ্চেই কংগ্রেস দলের তিন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং আইএসএফের আরো এক পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রায় ১০০ জন দলের কর্মী সমর্থকরা যোগ দিলেন তৃণমূলে। বুধবার দুপুরে কালিয়াচক ১ ব্লকের নওদা যদুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে একটি নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভাতেই দলীয় প্রার্থী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ সহ দলের বিশিষ্টজনেরা। সভা চলাকালীনই তৃণমূলের এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন নওদা যদুপুর অঞ্চলের কংগ্রেসের সভাপতি তথা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য আব্দুল রাকিব, কংগ্রেসের উপপ্রধান রোজি খাতুন, প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হাজিলা খাতুন এবং আইএসএফের পঞ্চায়েত সদস্য সাদিকুল ইসলাম সহ প্রায় ১০০ জন তৃণমূলে যোগদান করেন।

যোগদানকারীরা জানিয়েছেন, তাঁরা দলে থেকে যোগ্য সম্মান পাচ্ছেন না। মানুষের জন্য কাজ করতে পারছেন না। তাই তারা তৃণমূলে যোগদান করেছেন। জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন দেখে কংগ্রেস এবং আইএসএফ ছেড়ে এদিন নওদা যদুপুরের চারজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূল যোগদান করেছেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়েছে, লোকসভা ভোটের মুখে এই যোগদান কর্মসূচির ফলে নির্বাচনের অনেকটাই শক্তি বৃদ্ধি হল তৃণমূলের।

এদিকে তৃণমূলের জেলার কার্যকরী সভাপতি কালীসাধন রায় জানিয়েছেন, কংগ্রেসের যে সব পঞ্চায়েত সদস্যরা যোগদান করেছেন সে ব্যাপারে কিছু জানা নেই। দলগতভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হবে।

কালিয়াচকে প্রকাশ্যে চলল গুলি, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন এক যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা ভোটের মুখে কালিয়াচকে দিন দুপুরে চলল গুলি। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল এক শ্রমিক সরবরাহকারী যুবক। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার আলিপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শেরশাহী স্ট্যান্ডের কাছে। এই ঘটনার পর মুহূর্তের মধ্যেই ওই এলাকায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের পর আতঙ্কে সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডের অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা দোকান লাগিয়ে দেয়। পরে ঘটনার খবর পেয়ে শেরশাহী স্ট্যান্ডে পৌঁছয় কালিয়াচক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুরো ঘটনাটি নিয়ে আতঙ্কিত শ্রমিক সরবরাহকারী ওই যুবকের পরিবার পুলিশের কাছে হামলাকারী সাহেব শেখ, সুলতান শেখ সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার জনৈক ওই শ্রমিক সরবরাহকারী সাদ্দাম শেখ কে (৩৪) লক্ষ্য করে এদিন দুষ্কৃতীরা গুলি করে। কিন্তু দুষ্কৃতীদের ছড়াগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন সাদ্দাম শেখ। এরপরই এলাকায় শোরগোল শুরু হতেই হামলাকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, সাহেব শেখ এবং তার বাবা সুলতান শেখের সঙ্গে সাদ্দাম শেখের শ্রমিক সরবরাহ নিয়ে পুরনো একটি ব্যবসা ছিল। সম্প্রতি আর্থিক লেনদেনের কারণেই ওই দু’জনের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হয় সাদ্দামের। এদিন টাকা-পয়সার পাওয়াকে ঘিরেই শেরশাহী স্ট্যান্ডে সাদ্দামের সঙ্গে বচসা হয় সুলতান শেখের। এরপরই সুলতান তার ছেলে সাহেবকে ফোন করে ডাকে। সাহেব শেখ দলবল নিয়ে এসেই অতর্কিতে গুলি চালিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ।

এদিকে লোকসভা ভোটের মুখে কালিয়াচকে প্রকাশ্যেই এই গুলি কাণ্ডে রীতিমতো আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। কালিয়াচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। হামলাকারীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

ঠাকুর বাড়িতে স্বপন-শান্তনু-অশোকের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: মতুয়া ভোটব্যাংক ধরে রাখতে ঠাকুর বাড়িতে স্বপন-শান্তনু-অশোকের বৈঠক। লোকসভা নির্বাচনের মূল হাতিয়ার মতুয়া ভোট, আর এই মতুয়া ভোটকে কাছে টানতেই এবার বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদারের এবং শান্তনু ঠাকুরের বৈঠক ঠাকুর বাড়িতে। সঙ্গে উপস্থিত বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া সহ বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের মতুয়া সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষ। হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরে পুজো দিলেন পাশাপাশি ডঙ্কা কাশি নিশান নিয়ে মতুয়াদের সঙ্গে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানেও সামিল হন বারাসাত লোকসভা প্রার্থী স্বপন মজুমদার। ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে হরিচাঁদ গুরুচাঁদ মন্দিরে পুজো দিয়ে বুধবার প্রচার শুরু করলেন বারাসাত লোকসভার বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার। মন্দিরে পুজো দিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বাড়িতে যান। সেখানে শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ বৈঠকও করেন স্বপন মজুমদার। ওই বৈঠকে বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়াও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে বারাসাত লোকসভার বিজেপির প্রার্থী স্বপন মজুমদার বলেন, যেহেতু শান্তনু ঠাকুর মতুয়া পরিবারের সন্তান তাই মতুয়া মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচারের কাজ শুরু করেছি। বৈঠক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভোটের যে রণকৌশল সে নিয়েই আলোচনা করা হয় এদিন। জেতার ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী স্বপনবাবু। তিনি এও বলেন, বারাসাতে যিনি তৃণমূল প্রার্থী আছেন ১৫ বছর ধরে তার যে দুর্নীতির লিস্ট আছে অতএব মানুষ তাকে আর চাইছে না।

হেলমেটহীন বাইক চালিয়ে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানোর অভিযোগ সৌমিত্রর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: মাথায় হেলমেট ছাড়াই নিজে বাইক চালিয়ে প্রচারে সৌমিত্র খাঁ! সরকারি আইনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাইকে প্রচারে সারার অভিযোগ উঠল তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, হেলমেট ছাড়া বাইকের পেছনে দেখা গেল তাঁর সিকিউরিটিকেও। আর এখানেই সরকারি আইনের মান্যতা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

লালমাটির জেলা বাঁকুড়ায় বিগত কয়েকদিন ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রা। বাইরে বেরনো রীতিমতো চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। তার মাঝেই ভোট প্রচারে খামতি রাখছেন না বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। সকাল থেকেই ইন্দাস ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ভোট প্রচার করছেন তিনি। কখনও শিবমন্দিরে পুজো দিয়ে, কখনও বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রচার করতে দেখা যায় তাঁকে।

তপ্ত দুপুরে ক্লান্ত হয়ে ঠান্ডা জলে হাতমুখ ভিজিয়ে নিতেও দেখা যায় বিজেপি প্রার্থীকে। হঠাৎ করে একটি দোকানে ঢুকে ঠান্ডা পানীয় খেয়ে একটু গলা ভিজিয়ে নিতেও এদিন দেখা যায় তাঁকে। বিজেপি প্রার্থী ঠান্ডা পানীয় খাওয়ান দলীয় কর্মী সমর্থকদের।

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: রান্না করতে গিয়ে বুধবার সকালে ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল চারটি বাড়ি। ঘটনাটি ঘটে বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের বড় কোবলা মৎস্যজীবী পাড়া এলাকায় ঘটে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নবদ্বীপ দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকল ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় এলাকাবাসীদের তরফে জানা গিয়েছে, এদিন বুধবার সকাল ন’টা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে একটি বাড়িতে রান্না করতে গিয়ে আগুন লেগে যায়। এরপরই পরপর পাশে থাকা চারটি বাড়ি পুড়ে যায়। স্থানীয় এলাকাবাসীরা নিজেরাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান, পরবর্তী সময় সেখানে এসে পৌঁছয় নবদ্বীপ দমকলের একটি ইঞ্জিন। এরপরে এদিন সেখানে হাজির হন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শর্মিলা সরকারও।

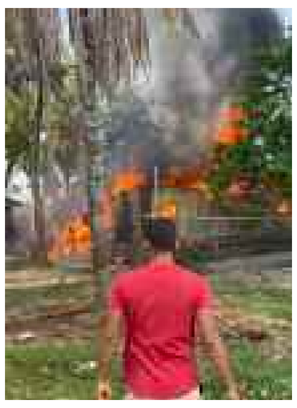

চুরির বাইক উদ্ধার, ধৃত দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: চুরি যাওয়া বাইক সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ।

উল্লেখ্য, মার্চ মাসের ১২ তারিখ পাণ্ডবেশ্বরের রামনগর গ্রামের বাড়ির সামনে থেকেই চুরি যায় একটি মোটর সাইকেল। চুরি যাওয়া গাড়ির মালিক অনয় সিট জানান, গত মাসের ১২ তারিখ তিনি বাইরে থেকে বাইকে করে বাড়ি ফিরে

বাড়ির বাইরে বাইকটি দাঁড় করিয়ে ভেতরের ঢোকেন, কিছুক্ষণ পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন সেখান থেকে বাইক উধাও। নানান দিকে খোঁজাখুঁজির পরও বাইক না মেলায় পাণ্ডবেশ্বর থানায় বাইক চুরির রিপোর্ট জমা দেন। লিখিত অভিযোগ পেয়ে এই পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ বাইক চুরি চক্রের সন্ধানে তদন্ত শুরু করে।

তদন্তে নেমে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ মঙ্গলবার রাতে বীরভূমের কাঁকড়তলা থানা এলাকা থেকে শেখ ইসমাইল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি নীল রঙের মোটর সাইকেল। ধৃত ব্যক্তিকে বুধবার পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে। এই বাইক চুরি চক্রের সঙ্গে আরও কারা কারা জড়িত আছে সেই সকল তথ্য খুঁজে বের করতেই পুলিশ মহামান্য আদালতের কাছে ধৃতের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানায় বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়।

রোড শোয়ে বর্ধমান পূর্বের প্রার্থী ডা. শর্মিলা সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বুধবার বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডা. শর্মিলা সরকার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের হাটসিমলার রাধাগোবিন্দ মন্দিরে পুজো দিয়ে তাঁর নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন।

প্রথমেই তিনি পুজো সারেন এরপর হাটসিমলা থেকে নসরতপুর পার্টি অফিস পর্যন্ত রোড শোয়ে অংশ নেন। সমস্ত পথটাই তিনি পায়ে হেঁটে আসেন এবং পথচলতি মানুষজনের সঙ্গে সারেন সৌজন্য সাক্ষাৎকার। এদিন হাঁটতে হাঁটতেই তিনি এক স্কুল ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। তাকে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে বলেন। তিনি যে একজন চিকিৎসক তাঁর পরিচয়ও আজ পেল সাধারণ মানুষ।

রোড শোয়ে হাঁটার সময় রাস্তার ধারে কোলে একটি ছোট্ট শিশুকে নিয়ে এক মাকে দেখতে পান তিনি। তিনি জানতে পারেন শিশুটি অসুস্থ। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজে থেকেই এগিয়ে যান সেই মায়ের দিকে এবং জানতে চান শিশুটির কী হয়েছে। এই অবস্থায় তাকে কোন চিকিৎসক দেখাতে হবে এবং কী ভাবে তার দেখভাল করতে হবে শিশুটির মাকে তার পরামর্শ দেন তিনি। বুধবার সারাদিনই বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে সাজানো ছিল তাঁর এই নির্বাচনী প্রচার।

এদিন এই নির্বাচনী প্রচারে প্রার্থী ডা. শর্মিলা সরকারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আরতি খান, পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি রাজকুমার পান্ডে, পূর্বস্থলী ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক সহ অসংখ্য কর্মী সমর্থকরা।

প্রসঙ্গত, আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে সারা দেশজুড়ে শুরু হতে চলেছে গণতন্ত্রের উৎসব লোকসভা নির্বাচন। নির্বাচনের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে প্রার্থীদের নিয়ে দলীয় কর্মীদের প্রচারও তত বেড়ে চলেছে। সারা দেশের মতো এ রাজ্যেও নির্বাচনী প্রচার চলছে জোরকদমে।

বিনা পারিশ্রমিকে কেবলমাত্র তৃণমূলের দেওয়াল লেখেন হুগলির বৃদ্ধ বোসদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানে পুলিশের গুলিতে ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু হয়েছিল। আঘাত পেয়েছিলেন তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই দুঃখে ১৩ দিন খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল পান্ডুয়ার বোস দা। এখনো ভোট এলেই দেওয়াল লিখতে ডাক পড়ে ৮১ বছরের বৃদ্ধ বোস দা’র। ছবি আঁকার প্রতি ভালোলাগা ছিল তার ছোট থেকেই। বর্তমানে সেটা পেশায় পরিণত করেছেন পান্ডুয়ার দিঘিরপাড়ের বাসিন্দা দেবাশিষ বসু। ১৯৬১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর হাওড়ার আইটিআই থেকে প্রিন্টার ডেকোরেটরের ট্রেনিং নেন তিনি। তারপর প্রথমে রাস্তার ফলক লিখতে, পরে হোডিং ও দেওয়াল লেখা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি বেকারি মেনটেনেন্সের কাজ

করেন। উলুবেড়িয়ায় কংগ্রেস পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়ের আমলে তার কাকা অবনী কুমার বসু উলুবেরিয়া দক্ষিণ থেকে কংগ্রেসের বিধায়ক হয়েছিলেন। তখন তিনি কাকার হয়ে দেওয়াল লিখতেন। বর্তমানে দেবাশিষ বাবু তৃণমূল ছাড়া অন্য কারও দেওয়াল লেখেন না। তিনি তৃণমূলের একজন সক্রিয় কর্মীও বটে। ৪৭ বছর আগে তিনি উলুবেড়িয়া ছেড়ে পান্ডুয়ায় চলে আসেন। এখন তিনি পান্ডুয়ার দিঘির উত্তর পাড়ের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ায় ওই এলাকার দুটি বুথে বিনা পারিশ্রমিক দেওয়াল লিখলেও অন্যান্য এলাকায় দেওয়াল লিখতে গেলে পারিশ্রমিক নেন। লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হতেই তার ব্যস্ততা তুঙ্গে। হুগলি লোকসভায় তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮১ বছরের বৃদ্ধ ওই বোস দা’র রং তুলিতে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ফুটিয়ে তুলেছে পান্ডুয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় দেওয়ালে দেওয়ালে। দেবাশিস বাবু জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৩ সালে ২১ জুলাই রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানে ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু হয়। আঘাত পেয়েছিলেন তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই দুঃখে তিনি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অবশেষে ১৩ দিন পর তার মায়ের অনুরোধ অন্নগ্রহণ করেন তিনি। এই বিষয়ে শুক্রবার বেলা ১১ টা নাগাদ তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক হুগলি জেলা সম্পাদক অসিত চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমরা মনে করি যদি এই সমস্ত বর্ষীয়ান কর্মীরা পান্ডুয়ায় দলের কাজে যুক্ত থাকতে পারেন তাহলে দল আরো এগিয়ে যেতে পারবে এবং উনার মতো নেতৃত্বরা থাকলে দল আরো শক্তিশালী হবে।

মা ক্যান্টিনে অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্য, অল্পের জন্য রক্ষা রাঁধুনিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বিষ্ণুপুর পুরসভার রসিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে রয়েছে একটি মা ক্যান্টিন। বুধবার মা ক্যান্টিনে দুপুরের খাবার তৈরির সময় হঠাৎ করেই গ্যাস লিক করে আগুন লেগে যায়। ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ক্যান্টিনের রাঁধুনিরা ছুটে বেরিয়ে আসেন বাইরে। অল্পের জন্য রক্ষা পান তাঁরা। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই এলাকায় ভিড় জমে সাধারণ মানুষের। প্রত্যেকেই আগুন নেভাতে হাত লাগান। আগুন নিয়ন্ত্রণে না এলে খবর দেওয়া হয় বিষ্ণুপুর দমকল বিভাগে। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। এরপর দমকলের একটি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও এতে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। প্রাথমিক ভাবে অনুমান, গ্যাস লিকের ফলেই এই দুর্ঘটনা।

ওয়েনাড় কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা রাহুলের, তিরুঅনন্তপুরমে শশীর

তিরুঅনন্তপুরম, ৩ এপ্রিল: ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সূচনায় দাদা রাহুল গান্ধির পাশে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরাকে দেখা যায়নি। বুধবার কেরলের ওয়েনাড় লোকসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন জমা দিলেন রাহুল। তাঁর পাশে আগাগোড়া হাজির রইলেন প্রিয়াঙ্কা। রাহুলের পাশাপাশি, কেরলের তিরুঅনন্তপুরমে আর এক 'হেভিওয়েট' কংগ্রেস প্রার্থী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শশী থারুরও বুধবার মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

বুধবার দুপুরে হেলিকপ্টারে ওয়েনাড়ে পৌঁছন রাহুল। এর পর 'রোড শো' করে জেলাশাসকের দপ্তরে যান তিনি। প্রিয়াঙ্কা এবং এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপালের সঙ্গে গিয়ে মনোনয়ন পেশের পরে রাহুল বলেন, 'সংসদের সদস্য হওয়া আমার কাছে গর্বের বিষয়। ওয়েনাড়ের মানুষ আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছেন। শুধু প্রিয়াঙ্কা নয়, ওয়েনাড়ের প্রতিটি বাড়িতে আমার মা, ভাই, বোনেরা আছেন।'

২০০৯ সালে আসন পুনর্বিন্যাসের ফলে তৈরি ওয়েনাড়ে গত তিনটি লোকসভা ভোটেই কংগ্রেস জিতেছে। কেরলের ওই কেন্দ্র থেকে ২০১৯ সালে কংগ্রেস প্রার্থী রাহুল জয়ী হয়েছিলেন চার লক্ষ ৩০ হাজার ভোটে। হারিয়েছিলেন সিপিআই প্রতিদ্বন্দ্বী পিপি সুনেরকে। রাহুলের ধাক্কায় কেরলের ২০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৯টিই জিতে নিয়েছিল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ। মাত্র একটিতে জিতেছিলেন সিপিএমের নেতৃত্বাধীন জোট এলডিএফের প্রার্থী।

এ বার ওয়েনাড়ে সুরেন্দ্রন ছাড়াও রাহুলের লড়াই বামজোটের সিপিআই প্রার্থী অ্যানি রাজার বিরুদ্ধে। তিনি সিপিআই সাধারণ সম্পাদক ডি রাজার স্ত্রী। এ বার রাহুল অমেঠীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে রাহুল ওয়েনাড়ে জিতলেও উত্তরপ্রদেশের অমেঠী লোকসভায় বিজেপির স্মৃতি ইরানির কাছে ৫৫ হাজার ভোটে হেরে গিয়েছিলেন রাহুল। তার আগে ২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত তিন বার লোকসভা ভোটে অমেঠী থেকে জয়ী হয়েছিলেন তিনি।

অন্য দিকে, রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল শশী ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত টানা তিনটি লোকসভা ভোটে তিরুঅনন্তপুরম থেকে জয়ী হয়েছেন। এ বার সেখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নরেন্দ্র মোদি মন্ত্রিসভার সদস্য, বিজেপির রাজীব চন্দ্রশেখর এবং সিপিএমের পন্নায়ন রবীন্দ্রন। আগামী ২৬ এপ্রিল, দ্বিতীয় দফায় কেরলের ২০টি লোকসভা কেন্দ্রেই ভোটগ্রহণ হবে।

ভোটে লড়বেন না জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা

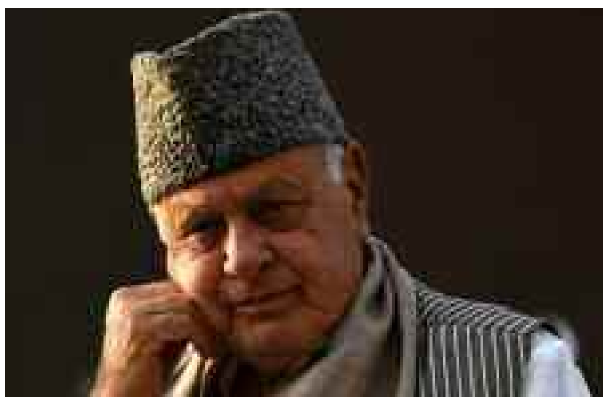

শ্রীনগর, ৩ এপ্রিল: স্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় ভুগছেন শ্রীনগরের বিদায়ী সাংসদ তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রধান ফারুক আবদুল্লা। তাই তিনি এ বার লোকসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের তরফে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ফারুকের ছেলে ওমর আবদুল্লা বুধবার এ কথা জানিয়েছেন।

শ্রীনগরের উপকণ্ঠে রাওয়ালপোরা এলাকায় ন্যাশনাল কনফারেন্সের কর্মিসভায় বুধবার ওমর বলেন, 'আমাদের নেতা ফারুক আবদুল্লা স্বাস্থ্যের কারণে লোকসভা ভোটে লড়বেন না। তিনি এ বিষয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক আলি মহম্মদ সাগর-সহ অন্য নেতাদের অনুমতি নিয়েছেন।' প্রসঙ্গত, ১৯৮০ সাল থেকে ২০১৯ পর্যন্ত মোট চার বার শ্রীনগর থেকে সাংসদ হয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক। তাঁর ছেলে ওমর তিন বার।

২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে কাশ্মীর উপত্যকার তিনটি আসন; শ্রীনগর, বারমুলা এবং অনন্তনাগ ফারুক আবদুল্লার ন্যাশনাল কনফারেন্সের দখলে ছিল। এ বার 'ইন্ডিয়া'র তরফে ন্যাশনাল কনফারেন্সের ওমর আবদুল্লা শ্রীনগর থেকে, রহুল্লা মেহদি বারামুলা থেকে এবং মিঞা আলতাফ নবগঠিত অনন্তনাগ-রজৌরি লোকসভা থেকে প্রার্থী হবেন বলে সূত্রের খবর। যদিও জম্মু ও কাশ্মীরের আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতি ইতিমধ্যেই অনন্তনাগ-রজৌরির দাবিতে চাপ বাড়িয়েছেন 'ইন্ডিয়া'র অন্দরে।

উপত্যকায় হাসপাতালে গ্যাংস্টারের গুলিতে শহিদ পুলিশ আধিকারিক

শ্রীনগর, ৩ এপ্রিল: গ্যাংস্টারের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে উপত্যকায় শহিদ এক পুলিশ আধিকারিক। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় এক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চলে পুলিশি অভিযান। সেখানেই গুলির লড়াইয়ে গুরুতর আহত হন দীপক শর্মা নামে এক সাব-ইনস্পেক্টর। বুধবার সকালে হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। ওই অভিযানে আহত হয়েছেন আরও এক পুলিশ আধিকারিক। পাশাপাশি পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে দুর্ধষ এক গ্যাংস্টারের।

জম্মু ও কাশ্মীরে একাধিক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত 'শুনু গ্যাংয়ের' বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছিল সেখানকার পুলিশ বাহিনী। বাসুদেব নামক এক অপরাধী এর মূল মাথা। স্থানীয় পুলিশ এই গ্যাংয়ের সদস্যদের পিছু নিলে এক মেডিক্যাল কলেজে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ে দুষ্কৃতীরা। এর পর গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু হয় অভিযান। গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয় বাসুদেব নামে ওই গ্যাংস্টারের। অন্যদিকে, দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর আহত হন সাব-ইনস্পেক্টর দীপক শর্মা। মাথায় গুলি লাগে তাঁর। কাঠুয়ার এক হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে পঞ্জাবের পাঠানকোটের এক হাসপাতালে রেফার করা হয়। বুধবার সকালে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

পুলিশ আধিকারিক দীপক শর্মার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিন্হা। তিনি জানান, 'রাজ্য পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর দীপক শর্মার অদম্য সাহসকে আমার স্যালুট। যিনি কাঠুয়ায় দুর্ধষ এক গ্যাংস্টার খতম করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। উনি আমার হৃদয়ে সর্বদা জীবিত থাকবেন। ওনার এই বলিদান ব্যর্থ হবে না। শহিদ পাশাপাশি তিনি বলেন, 'শহিদ আধিকারিকের প্রতিটি রক্তবিন্দুর বদলা নেওয়া হবে। দেশ শহিদ শর্মার পরিবার এবং জম্মু ও কাশ্মীরের পাশে রয়েছে। আমরা ভয়মুক্ত জম্মু ও কাশ্মীর গড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

হ্যাক হতে পারে অ্যাপল-এর অনেক পণ্য, সতর্কতা জারি করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল: আইফোন-সহ অ্যাপলের একাধিক ডিভাইস হ্যাক হয়ে যাওয়ার বিষয়ে সতর্কতা জারি করল কেন্দ্রীয় সংস্থা 'কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম' বা 'সিইআরটি-ইন'। পুরো বিষয়টির উপর জরুরি ভিত্তিতে নজর দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। 'সিইআরটি-ইন' জানিয়েছে, অ্যাপলের অনেক পণ্যে 'রিমোট কোড এগ্‌জিকিউশন ভালনারেবিলিটি' খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, যার ফলে হ্যাকারদের জন্য আইফোন বা ম্যাকবুকের মতো ডিভাইস হ্যাক করা অনেক সহজ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। তাঁদের মতে, 'রিমোট কোড এগজিকিউশন ভালনারেবিলিটি'র কারণে হ্যাকাররা খুব সহজেই অনেক দূরে বসে অ্যাপলের পণ্যগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

'সিইআরটি-ইন' সতর্ক করেছে, আইফোন এবং আইপ্যাডের যে সমস্ত ডিভাইসে অপারেটিং সিস্টেম ১৭.৪.১-এর থেকে পুরনো, সেগুলিতেই হ্যাকিংয়ের সম্ভাবনা বেশি। এই সংস্করণটি আইফোন এক্সএস, সেকেন্ড জেনারেশন আইপ্যাড প্রো-এর মতো একাধিক ডিভাইসে পাওয়া যায়। আইফোন ৮, আইফোন ৮ প্লাস, আইফোন এক্স, আই প্যাড জেন ৫-এর যে ডিভাইসগুলিতে অপারেটিং সিস্টেম ১৬.৭.৭-এর আগের আপডেট রয়েছে, সেগুলিও ঝুঁকির মুখে রয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

'সিইআরটি-ইন' জানিয়েছে, নিরাপত্তাগত ত্রুটির কারণে কোনও ভুয়ো লিঙ্ক পাঠিয়ে এই ডিভাইসগুলি সহজেই হ্যাক করে ফেলতে পারে হ্যাকাররা। ফোন, ম্যাকবুকে রাখা সমস্ত তথ্য চলে যেতে পারে হ্যাকারদের হাতে। তবে, এই সতর্কবার্তা পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে যাওয়ার কারণ নেই বলে জানিয়েছেন প্রযুক্তি-গবেষকরা। তাঁদের অনেকের মতে, ভয় না পেয়ে শুধু সফঅয়্যার আপডেট করে নিলেই হবে। তাই সফঅয়্যার আপডেট করার ক্ষেত্রে গাফিলতি না দেখানোই ভাল বলেও বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। পাশাপাশি, অ্যাপ বা সফটঅয়্যার ডাউনলোড করার ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করার কথা জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের 'ব্যাক আপ' নিয়ে রাখার পরামর্শও দিয়েছেন তাঁরা।

কেজরিওয়ালের জামিনের আবেদনে তুলোধনা ইডির

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল: অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানোটাই উচিত। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিনের আবেদনে শুনানি চলাকালীন এভাবেই আক্রমণ শানালেন ইডির আইনজীবী। নির্বাচনের আগে ইচ্ছাকৃতভাবে কেজরিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে বারবার অভিযোগ তুলেছে আপ। সেই কথাকে উড়িয়ে দিয়ে ইডির দাবি, নির্বাচনের আগে যদি কোনও নেতা খুন করেন তাহলে কি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে না?

আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠিয়েছে আদালত। গ্রেপ্তারির বিরোধিতা করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন আপ সুপ্রিমো। বুধবার তাঁর হয়ে শুনানি করতে গিয়ে বিশিষ্ট আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, কেজরিওয়ালের অপমান করাটাই ইডির একমাত্র উদ্দেশ্য। আপকে অকেজো করে দিতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে কেজরিকে। কারণ দিল্লির সাতটি আসনে বিজেপিকে হারানোর ক্ষমতা একমাত্র আপেরই আছে। সেই জন্যই ঠিক নির্বাচনের আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কেজরিকে।

এই সওয়ালের পরেই কেজরির গ্রেপ্তারি নিয়ে পালটা সওয়াল করেন ইডির আইনজীবী এসভি রাজু। তাঁর কথায়, 'যদি কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নির্বাচনের আগেই খুন করেন, তাহলে কি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে না? তাঁর গ্রেপ্তারিতে কি নির্বাচনে প্রভাব পড়বে? অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানোই উচিত। বিচারাধীন বন্দিরা বলতে পারেন না আমরা অপরাধ করলেও আমাদের গ্রেপ্তার করা যাবে না কারণ কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচন।' ইডির সাফ দাবি, আবগারি মামলার সঙ্গে সরাসরি কেজরির যোগ রয়েছে। দুপক্ষের শুনানির পর রায়দান স্থগিত রেখেছে আদালত। বৃহস্পতিবার দুপুরে রায় দেবে দিল্লি হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, সোমবার থেকে জেল হেপাজতে রয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। আপের সূত্রের দাবি, জেলে কেজরিওয়ালের রক্তে শর্করার মাত্রা ওঠাপড়া করছে। একবার মাত্রা ৫০-এর নিচেও নেমে যায় বলে দাবি। আর তার পর থেকে নিয়মিত তাঁর সুগারের মাত্রার পরিমাপ করা হচ্ছে। আপাতত বাড়ির থেকে পাঠানো খাবারই খাচ্ছেন কেজরি। ইডি হেপাজতে থেকে সাড়ে চার কেজি ওজনও কমে গিয়েছে তাঁর।

আবারও মার্কিন মুলুকে শিশু-সহ মৃত্যু ভারতীয় দম্পতির

ওয়াশিংটন, ৩ এপ্রিল: ফের আমেরিকায় মৃত্যু হল ভারতীয় বংশোদ্ভূতের। পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের কাক্কেরা গীতাঞ্জলি। মৃত্যু হয়েছে তাঁর ছয় বছরের কন্যা সন্তানের। জানা গিয়েছে, জন্মদিন পালন করতে যাওয়ার সময় তাঁদের গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় অন্য আরেকটি গাড়ির।

মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে ওরেগন প্রদেশে। গীতাঞ্জলি ও তাঁর স্বামী নরেশবাবু কমথমান দু'জনেই পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। তাঁদের একটি ছেলেও রয়েছে। গত শনিবার সকলে একটি মন্দিরে গীতাঞ্জলির জন্মদিন পালন করতে যাচ্ছিলেন। ওরেগন পুলিশ সূত্রে খবর, রাস্তায় একটি স্টপ সাইন দেখে তাঁদের গাড়িটি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময়ই অন্য আরেকটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বছর ছয়েকের মেয়েটির। গুরুতর আহত হন গীতাঞ্জলী, নরেশবাবু ও তাঁদের ছেলে। এই ঘটনার তদন্তকারী পুলিশ জানিয়েছেন, গীতাঞ্জলীর অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এখনও চিকিৎসা চলছে নরেশবাবু ও তাঁর ছেলের। শেষকৃত্যের জন্য নিহতদের দেহ তাঁদের গ্রামে পাঠানোর ব্যবস্থা চলছে।গত মাসে আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়ায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ২১ বছরের এক ভারতীয় তরুণীর। নিহত তরুণীর নাম আর্শিয়া জোশি। নিউ ইয়র্কের ভারতীয় দূতাবাসের তরফে জানানো হয়, 'তরুণী চাকরিজীবী আর্শিয়া জোশির পরিবারকে আমাদের পক্ষ থেকে গভীর শোক ব্যক্ত করা হচ্ছে। তিনি পেনসিলভ্যানিয়ায় এক মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন গত ২১ মার্চ। তাঁর আত্মা চিরকালীন শান্তি থাকুক।' গত বছরই স্নাতক হয়েছিলেন আর্শিয়া। তার পর দিল্লি থেকে চাকরি করতে পেনসিলভ্যানিয়ায় গিয়েছিলেন।

কর্নাটক হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির সামনেই আত্মহত্যার চেষ্টা

বেঙ্গালুরু, ৩ এপ্রিল: আদালতে ঢুকে বিচারপতির সামনেই গলায় ব্লেড দিয়ে গলা চিরে ফেললেন ব্যক্তি। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটক হাই কোর্টে। খোদ প্রধান বিচারপতির এজলাসে এমন ঘটনায় হইচই পড়ে গিয়েছে বেঙ্গালুরুতে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আত্মহত্যার চেষ্টা করা ব্যক্তি।

বুধবার দুপুর দেড়টা নাগাদ হাইকোর্টে ছিলেন প্রধান বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়া। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিচারপতি এইচবি প্রভাকর শাস্ত্রী। আচমকাই তাঁদের এজলাসে ঢুকে আসেন মাঝবয়সি এক ব্যক্তি। তাঁর হাতে ছিল ব্লেড জাতীয় ধারাল অস্ত্র। আদালতের কাজ চলাকালীনই কাউকে কিছু না বলে নিজের গলায় সটান ব্লেড চালিয়ে দেন ওই ব্যক্তি।

সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় পুলিশে খবর দেন আদালতের কর্মীরা। হাইকোর্টের কাছেই একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ওই ব্যক্তিকে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। কিন্তু ওই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য মেলেনি। আপাতত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তদন্তকারী এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আপাতত সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনা নিয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা। আদালতের মধ্যে কী করে ব্লেড নিয়ে ঢুকলেন ওই ব্যক্তি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তিনি কোনও মামলার সঙ্গে জড়িত কিনা, তাও জানা যায়নি। গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে চাঞ্চল্য আদালত চত্বর জুড়ে।

তুরস্কের ইস্তানবুলের এক নাইট ক্লাবে অগ্নিকাণ্ড, নিহত ২৯

ইস্তানবুল, ৩ এপ্রিল: ইস্তানবুলের নাইট ক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। নিহত কমপক্ষে ২৯। আহত অনেকেই। আহতদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, মঙ্গলবার তুরস্কের ইস্তানবুল শহরে এক নাইট ক্লাবে ভয়াবহ আগুন লাগে। বেসিকতাস এলাকায় ১৬ তলার একটি আবাসিক বহুতলের একতলায় থাকা নাইট ক্লাবটি সারিয়ে নতুন করে তৈরি করা হচ্ছিল। সেই কারণে আপাতত সেটি বন্ধ ছিল। কিন্তু সেখানে এত লোক জড়ো হয়েছিল কেন, সেটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কী করে এত বড় মাপের আগুন লাগল তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে নাইট ক্লাবটির ম্যানেজার-সহ বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ। ক্লাবের ম্যানেজার থেকে অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে থাইল্যান্ডের নাইট ক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ১৩ জন। আহত হন আরও অন্তত ৪১। তারও আগে ২০১৩ সালে ব্রাজিলের নাইট ক্লাবে অগ্নিকাণ্ডে ২৪২ জনের মৃত্যু হয়। একটি ব্যান্ড পারফর্ম করার সময় আচমকাই আগুন লেগে যায়। চোখের সামনে অগ্নিসমাধি হয় শয়ে শয়ে নিরীহ মানুষের।

বুশরা বিবিকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল, অভিযোগ ইমরান খানের

ইসলামাবাদ, ৩ এপ্রিল প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান অভিযোগ করলেন, তাঁর স্ত্রীকে বন্দিদশায় বিষ খাইয়েছিল সে দেশের সরকার এবং সেনা। একাধিক মামলায় জেলবন্দি ইমরান মঙ্গলবার অভিযোগ করেন, তোষাখানা মামলায় বুশরাকে তাঁর ব্যক্তিগত বাসভবনে বন্দি করার সময় বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল।

পরে ওই বাসভবনটি একটি সাব-জেলে পরিণত করার নির্দেশিকা জারি করে পাক সরকার। সেখানেই বন্দি ছিলেন বুশরা। ইমরান মঙ্গলবার আদিয়ালা জেলে একটি মামলার শুনানির সময় জানান, তাঁর স্ত্রীর ত্বক এবং জিহ্বায় এখনও বিষের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চিহ্ন রয়েছে। বিচারক নাসির জাভেদ রানার উদ্দেশ্যে ইমরান বলেন, আমার স্ত্রীর যদি কোনও ক্ষতি হয়, তার জন্য পাক সেনাপ্রধান (জেনারেল আসিম মুনির) এবং তাঁর বাহিনীকে দায়ী করা উচিত। কারণ তাঁরাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত ৩১ জানুয়ারি তোষাখানা মামলায় সে দেশের দুর্নীতি দমন পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত বিশেষ আদালত ইমরান এবং বুশরার ১৪ বছরের জেলের সাজা দিয়েছিল। সোমবার সেই সাজা কার্যকরের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট। তা নিয়েই মঙ্গলবার বিশেষ শুনানি ছিল আদিয়ালা জেলের বিশেষ আদালতে।

ইজরায়েলি হামলার জেরে নিহত ৭ মানবাধিকার কর্মী

গাজা, ৩ এপিল: যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় ইজরায়েলি হামলার জেরে এ বার কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত হলেন ত্রাণ সরবরাহ করতে আসা 'ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেন' সংগঠনের সাত কর্মী। সোমবার রাতে, ঘটনার সময়ে গাড়িতে ও কর্মীদের উর্দিতে সংগঠনের লোগো ছিল। তা-ও শেষ রক্ষা হয়নি। প্রথমে ঘটনার দায় অস্বীকার করলেও পরে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও ইজরায়েলি বাহিনী (আইডিএফ) মেনে নিয়েছে যে, এই হামলা ইজরায়েল-ই চালিয়েছে। তবে একই সঙ্গে নেতানিয়াহুর মন্তব্য, 'যুদ্ধে এমন হতেই থাকে'। এ দিকে, হামলার কথা জানার পর থেকেই গাজায় সব ধরনের মানবাধিকার সাহায্য পাঠানো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওই সংগঠন।

এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কিছু কর্মী মঙ্গলবার জলপথে আসা ১০০ টন খাবার নিয়ে দু'টি গাড়ি করে মধ্য গাজা স্ট্রিপের দিকে যাচ্ছিলেন। তবে তাঁদের গাড়িগুলি দের আল-বালা ছাড়িয়ে যেতেই ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শিকার হয়। এক প্যালেস্টাইনি চালক-সহ সাত জনের দেহ উদ্ধার হয়। নিহতেরা প্যালেস্টাইন, আমেরিকা, পোল্যান্ড, ব্রিটেন, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা। বুলেট প্রুফ, সংগঠনের লোগো দেওয়া জ্যাকেট পরা রক্তাক্ত দেহগুলি প্রথমে গাজার আল আকসা হাসপাতালে ও পরে রাফার আবু ইউসেফ আল নজ্জর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে জানানো হয় যে রাফা ক্রসিং দিয়ে সেগুলি নিয়ে যাওয়া হবে। মঙ্গলবার কর্মীদের নিহত হওয়ার খবরের পাশাপাশি ওই সংগঠন জানিয়েছে যে, ইজরায়েলের বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখেই যুদ্ধবিধ্বস্ত প্যালেস্টাইনের সাধারণ নাগরিকদের খাবার পাঠাচ্ছিল তারা। তাদের কর্মীদের উপরে এই হামলা চালানোর পরে গাজায় এ বার থেকে সব রকমের সহায়তা দেওয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তারা। যে ২৪০ টন সাহায্য পাঠানো হচ্ছিল গাজায়, তা-ও এবার ফিরিয়ে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে তারা। সংগঠনের এই সিদ্ধান্তের পরে নানা মহলের আশঙ্কা; এর ফলে গাজায় আগামী দিনে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়বে।

মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে দোকানে আগুন, মৃত ৭

ঔরঙ্গাবাদ, ৩ এপ্রিল: মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরের ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি কাপড়ের দোকানে। বুধবার ভোরে ঔরঙ্গাবাদ ক্যান্টনমেন্টের দানা বাজার এলাকায় একটি দোকানে আগুন লাগে, এই অগ্নিকাণ্ডে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ৭ সদস্যের। অষ্টম ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। নিহতরা হলেন - হামিদা বেগম (৪৯), তাঁর দুই ছেলে ওয়াসিম (২৯), সোহেল (২৭), হামিদার পুত্রবধূ তানভির (২৫), রেশমা (২৩) এবং দু'টি শিশু।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ভোররাত তিনটে নাগাদ চার্জ করার জন্য লাগানো একটি বৈদ্যুতিক বাইক থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়, যা ওই এলাকার জৈন মন্দিরের পাশে অবস্থিত দোকানের উপরে অবস্থিত দোতলায় একটি কাপড়ের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (জোন-১) নীতিন বাগাতে-সহ পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন।

ঔরঙ্গাবাদের পুলিশ কমিশনার মনোজ লোহিয়া বলেছেন, বুধবার ভোররাতে ছত্রপতি সম্ভাজিনগরের ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় একটি কাপড়ের দোকানে আগুন লাগে। আগুন দ্বিতীয় তলায় পৌঁছয়নি, তবে প্রাথমিক তদন্তের পর আমরা মনে করছি শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার কারণেই ওপরে থাকা ৭ জনের মৃত্যুর হয়েছে। আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্ত চলছে। ঘটনায় এলাকায় শোকার ছায়া।

জয়ের হ্যাটট্রিক কলকাতার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যাচটা ছিল বিশাখাপত্তনমে। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে সেই মাঠে কলকাতা নাইট রাইডার্স তুলল ২৭২ রান। জবাবে দিল্লির ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১০৬ রানে। সেই জয় মাঠে বসে দেখলেন নাইটদের মালিক শাহরুখ খান। তাঁর জন্ম দিল্লিতে। আর দিল্লির হার সেই দলের ডাগ আউটে বসে দেখলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। যিনি কলকাতার ঘরের ছেলে।

টস জিতে বুধবার ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কেকেআরের অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার। দিল্লির অধিনায়ক ঋষভ পন্থও টস জিতলে ব্যাট করতেন বলে জানান। কেন তাঁরা ব্যাট করতে চাইছিলেন সেটা বোঝা গেল কলকাতার ইনিংস দেখে। সুনীল নারাইন শুরু থেকে ছক্কা হাঁকাতে শুরু করেন। দু'বার তাঁর ব্যাটে বল লেগে উইকেটরক্ষক পন্থের হাতে ক্যাচ গিয়েছিল। কিন্তু দু'বারই শুনতে পাননি পন্থ। এক বার রিভিউ নিতে গেলেও সময় পার হয়ে যায়, অন্য বার তো রিভিউ নিলেনই না। সেই দু'বার প্রাণ ফিরে পেয়ে ৩৯ বলে ৮৫ করে দিলেন নারাইন। সাতটি চার এবং সাতটি ছক্কা মারেন তিনি। অর্থাৎ ৭০ রান তিনি করেন শুধু বাউন্ডারি মেরে। এক সময় মনে হচ্ছিল এ বারের আইপিএলের প্রথম শতরানটি তাঁর ব্যাট থেকেই আসবে। কিন্তু মিচেল মার্শের বলে শেষ পর্যন্ত পন্থের হাতে ক্যাচ দিয়েই আউট হয়ে যান নারাইন।

ইনিংস গড়ার জন্য নারাইনের সঙ্গী ছিলেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশী। গত ম্যাচেই দলে নেওয়া হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু সেই ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্স আগে বল করায় ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে নেমেছিলেন ১৮ বছরের তরুণ। বুধবার ছিলেন প্রথম একাদশে। ব্যাট করতে নামলেন তিন নম্বরে। আর করলেন ৫৪ রান। দিল্লির ছেলে অঙ্গকৃশ। বুধবার সেই দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধেই করলেন অর্ধশতরান। সেই ইনিংসের পর অঙ্গকৃশ বলেন, তআমি ব্যাট করতে নেমে শুধু বল দেখছিলাম। ব্যস, আর কিছু করিনি। প্রচুর অনুশীলন করেছি। সেটার ফল পেলাম।দ

নারাইন এবং অঙ্গকৃশের পর দিল্লির বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করলেন আন্দ্রে রাসেল। আইপিএলে দিল্লির দলের হয়েই অভিষেক হয়েছিল ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডারের। পরে তিনি কেকেআরে যোগ দেন। পুরনো দলের বিরুদ্ধে ১৯ বলে ৪১ রান করলেন রাসেল। রিঙ্কু সিংহ ৮ বলে ২৬ রান করেন। তাঁদের ঝোড়ো ইনিংস কলকাতাকে ২৭২ রান তুলতে সাহায্য করে। দিল্লির বিরুদ্ধে বুধবার মোট ১৮টি ছক্কা মারেন কেকেআরের ব্যাটারেরা।

দিল্লি ভুগল স্পিনারের অভাবে। কুলদীপ যাদবের চোট রয়েছে। তিনি এই ম্যাচেও খেলেননি। অক্ষর পটেল ছাড়া দলে

কোনও স্পিনার ছিল না দিল্লির। পেসারেরা সে ভাবে ছাপ ফেলতে পারলেন না। অক্ষরকে দিয়ে এক ওভারের বেশি করাননি পন্থ। সেই ওভারে ১৮ রান দেন অক্ষর। পেসারদের মধ্যে সব থেকে বেশি রান দেন এনরিখ নোখিয়ে। ৪ ওভারে ৫৯ রান দিয়ে তিনটি উইকেট নেন দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার। কাশ্মীরের পেসার রাসিখ সালাম তিন ওভারে ৪৭ রান দেন। বাঁহাতি পেসার খলিল আহমেদ ৪ ওভারে ৪৩ রান দিয়ে নেন একটি উইকেট। ইশান্ত শর্মা ২ উইকেট নেন। কিন্তু তিনি ৩ ওভারে ৪৩ রান দিয়ে দেন। সব পেসারেরাই রান দেওয়ায় বিপদে পড়েন পন্থ। কোনও ভাবেই কেকেআরের রানের গতি আটকাতে পারেনি দিল্লি। কুলদীপ থাকলে ফল আলাদা হত বলে মনে করছেন অনেকে।

২৭৩ রানের লক্ষ্য মাথায় নিয়ে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই আউট হয়ে যান পৃথ্বী শ। তার পর একের পর এক ব্যাটার এসেছেন, বড় শট খেলতে গিয়েছেন এবং আউট হয়েছেন। কখনও মনে হয়নি দিল্লি জিততে পারে। মিচেল স্টার্ক উইকেট পেয়েছেন। তিনি দু'টি উইকেট নেন। হর্ষিত রানা চোট পাওয়ায় বল করতে পারেননি। তাতেও কোনও সমস্যা হয়নি কেকেআরের। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে মাঠে নামা পেসার বৈভব আরোরা ৪ ওভারে ২৭ রান দিয়ে ৩ উইকেট তুলে নেন।

৩ উইকেট তুলে নেন বরুণ চক্রবর্তীও। ৪ ওভারে তিনি দিলেন ৩৩ রান। দলে স্পিনার থাকা যে কতটা জরুরি তা বুঝিয়ে দিলেন বরুণ এবং নারাইন। তাঁরা দু'জনে মিলে ৮ ওভারে ৬২ রান দিয়ে চারটি উইকেট তুলে নেন। দিল্লির মিডল অর্ডারকে ভাঙলেন তাঁরাই। একটি উইকেট নেন রাসেলও।

দিল্লির বাকি ব্যাটারেরা রান না পেলেও অধিনায়ক পন্থ ২৫ বলে ৫৫ রান করেন। তিনি আগের ম্যাচেও অর্ধশতরান করেছিলেন। পর পর দু'ম্যাচে অর্ধশতরান করলেন পন্থ। রান পেয়েছেন ট্রিস্টিয়ান স্টাবসও। তিনি ৩২ বল্ল ৫৪ রান করেন। তাঁরা ক্রিজে থাকাকালীন তবুও জয়ের আশা দেখ ছিল দিল্লি। কিন্তু তা খুবই সাময়িক সময়ের জন্য।

কলকাতা এখনও পর্যন্ত এ বারের আইপিএলে অপরাজিত। তিনটি ম্যাচের তিনটিই জিতল কেকেআর। ঘরের মাঠে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়ে শুরু হয়েছিল কলকাতার। পরের ম্যাচে বেঙ্গালুরুতে গিয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে হারায় নাইটরা। দিল্লিকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করল কলকাতা।

১৫৬ কিমি গতি তুলে মায়াঙ্ক বললেন, 'এটা কেবল শুরু'

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে অভিষেক ম্যাচে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ঘণ্টায় ১৫৫.৮ কিলোমিটার বেগে বল করেছিলেন। গতকাল মায়াঙ্ক যাদব রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে করলেন ১৫৬.৭ কিলোমিটার বেগে। চলতি মৌসুমে আইপিএলে দ্রুততম বল এটিই। ঘণ্টায় ১৫৫.৮ কিলোমিটার বেগে করা ডেলিভারিটিও ছিল দ্রুততম বলের রেকর্ড। তবে গতকাল মায়াঙ্ক যাদব নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙেছেন।

চলতি মৌসুমে দ্রুততম বলের রেকর্ড ভাঙাগড়ার খেলায় নামা মায়াঙ্ক কিন্তু এখনো আইপিএল ইতিহাসের সর্বোচ্চ গতির রেকর্ড ছুঁতে পারেনি। তিনি আছেন সেই তালিকার ৪ নম্বরে। অবশ্য যেভাবে গতির ঝড় তুলছেন, সেটা ভেঙে ফেললেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। মায়াঙ্ক বলছেন, এটা মাত্র শুরু। গতকাল ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতার পর এই পেসার বলেছেন, 'আমার লক্ষ্য হলো দেশের হয়ে যত বছর পারি ভালো করা। এটা কেবল শুরু, আমার মনোযোগ আমার প্রধান লক্ষ্যের দিকে।'

আইপিএলে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ গতির বলটা করেছেন কে? অস্ট্রেলিয়ার শন টেইট, সেটা ১৩ বছর আগে ২০১১ মৌসুমে। সেই মৌসুমে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের বিপক্ষে

ঘণ্টায় ১৫৭.৭ কিলোমিটার বেগে বল করেছিলেন। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছেন নিউজিল্যান্ডের লকি ফার্গুসন। তিনি টেইটকে প্রায় ছুঁয়েই ফেলেছিলেন। ২০২২ সালে গুজরাট টাইটানসের হয়ে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ১৫৭.৩ কিলোমিটার গতিতে বল করেছিলেন ফার্গুসন।

পরের দ্রুততম বলটিও হয়েছে ২০২২ সালে। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ঘণ্টায় ১৫৭ কিলোমিটার গতিতে বল করেন ভারতের উমরান মালিক। ১৫৬.২ কিলোমিটার গতিতে তালিকার পঞ্চম স্থানে আছেন দিল্লির আনরিখ নর্কিয়া।

এমন গতির ঝড় তুলে আইপিএলে খেলা প্রথম দুই ম্যাচেই ম্যাচসেরা হয়েছেন মায়াঙ্ক। বল হাতে যেমন ঝড় তুলছেন, তেমনি নিজের উত্থানও হচ্ছে ঝড়ের মতো। গত ৩০ মার্চ আইপিএল অভিষেকে যাকে খুব বেশি মানুষ চিনতই না, সেই মায়াঙ্ক যাদব ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে থাকবেন কি না, এই আলোচনাও হচ্ছে। মাত্রই শুরু করেছেন, বয়সও মাত্র ২১, শেষ পর্যন্ত হয়তো বিশ্বকাপ দলে থাকবেন না। কিন্তু মাত্র দুটি আইপিএল ম্যাচ খেলেই বিশ্বমঞ্চে খেলবেন কি না, সেই আলোচনা ওঠা মায়াঙ্কের জন্য এটাই,বা কম কিসে!

আইপিএলের কারণে মূল দলের ৯ ক্রিকেটার ছাড়াই পাকিস্তান যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: চোট কাটিয়ে এক বছর পর দলে ফিরেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেই পাকিস্তানের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে দলকে নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছেন মাইকেল ব্রেসওয়েল। আইপিএলের কারণে পাকিস্তান সিরিজে নেই মূল দলের ৯ খেলোয়াড়। টেস্ট দলের অধিনায়ক টিম সাউদিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

সিনিয়র ক্রিকেটারদের অনুপস্থিতিতে যিনি কয়েক বছর ধরে নিউজিল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন সেই টম ল্যাথাম দ্বিতীয় সন্তানের অপেক্ষায় থাকায় ছুটি নিয়েছেন। ইংলিশ কাউন্টি দল নটিংহামশায়ারের সঙ্গে চুক্তির কারণে নেই উইল ইয়াং। তাতেই শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব ভার পড়েছে ব্রেসওয়েলের ওপর।

৩৩ বছর বয়সী ব্রেসওয়েল গত বছরের মার্চের পর আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেননি। চোটের কারণে খেলতে পারেননি ওয়ানডে বিশ্বকাপও। পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৫ সদস্যের দলে জায়গা পেয়েছেন অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা ২১

বছর বয়সী টিম রবিনসন।

নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে সুপার স্ম্যাশে ৫৯.৬০ গড় আর ১৮৭.৪২ স্ট্রাইকরেটে ২৯৮ রান করেছিলেন এই তরুণ ব্যাটসম্যান, যা টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। দলে জায়গা পেয়েছেন সর্বশেষ গ্রীষ্মে নিউজিল্যান্ডের হয়ে টেস্ট ও ওয়ানডে অভিষেক হওয়া উইল ও'রুর্ক। কেন্দ্রীয় চুক্তিতে না থাকা অলরাউন্ডার জিমি নিশামও চলতি বছরে প্রথমবারের মতো দলে ডাক পেয়েছেন।

বিশ্বকাপ প্রস্তুতির জন্য সিরিজটি নিউজিল্যান্ডের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অধিনায়ক ব্রেসওয়েলকে নিয়ে নির্বাচক স্যাম ওয়েলস বলেছেন, ' মাইকেল অনেক দিন মাঠের বাইরে ছিল, আবার তাকে ফিরতে দেখা রোমাঞ্চকর। সবাই তাঁর নেতৃত্বের প্রশংসা করে, ওয়েলিংটন, নিউজিল্যান্ড এ, নিউজিল্যান্ড একাদশকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে তার, যেটা পাকিস্তানে দলকে নেতৃত্ব দিতে কাজে আসবে।' সিরিজের প্রথম ম্যাচ ১৮ এপ্রিল রাওয়ালপিন্ডিতে।

'হার্দিক দলে একা, কেউ ওকে অধিনায়ক মানেই না', সতীর্থের মন্তব্যে আরও বাড়ল জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে পর পর তিনটি ম্যাচ হেরেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। প্রতিটি ম্যাচের শেষে প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বর্তমান অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ড্যকে নিয়ে আলোচনা চলছে। অশান্তির জল্পনা শোনা যাচ্ছে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অন্দরের ছবিটা ঠিক কী? হার্দিককে কি কেউ অধিনায়ক হিসাবে মানছেন না? এমনটাই মনে করেন হার্দিকের প্রাক্তন সতীর্থ হরভজন সিংহ।

ঘরের মাঠে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে হারের পরে দেখা যায় ডাগ আউটে একাই বসে রয়েছেন হার্দিক। তাঁর পাশে কেউ নেই। সেই সময় ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন হরভজন। তিনি বলেন, ছবিটা দেখে ভাল লাগছে না। হার্দিক একা। দলের ক্রিকেটারদের উচিত ওকে অধিনায়ক হিসাবে মেনে নেওয়া। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কেউ ওকে অধিনায়ক হিসাবে মানেই না। দলের উচিত এই সময় একসঙ্গে থাকা। আমি এই দলের হয়ে এত বছর খেলেছি। তাই এই দৃশ্য আমার আরও খারাপ লাগছে।

হার্দিককে কি স্বাধীন ভাবে দল চালাতে দেওয়া হচ্ছে না? এমনটাই প্রশ্ন ওঠে হরভজনের সামনে। তারও জবাব দেন ভাজ্জি। তিনি বলেন, আমি জানি না কেউ ইচ্ছা করে এটা

করছে, না কি অনিচ্ছাকৃত ভাবে হচ্ছে। কিন্তু দলে এমন অনেক ক্রিকেটার আছে যারা হার্দিকের উপর চাপ দিচ্ছে। সাজঘরে এত বড় বড় নাম রয়েছে যে হার্দিক স্বাধীন ভাবে দল চালাতে পারছে না। এটা খুব খারাপ হচ্ছে।

চলতি আইপিএলের আগে রোহিতকে সরিয়ে হার্দিককে অধিনায়ক করার পর থেকে মুম্বইয়ের সমর্থকেরাও বিভক্ত। এক অংশ রোহিতকেই অধিনায়ক মানছেন। রোহিতের সমর্থনে পোস্টার পড়ছে। অন্য একটি অংশ আবার হার্দিকের উপর ভরসা রাখছেন। এই সমস্যার মাঝে মুম্বই একের পর এক ম্যাচ হারছে। তাতে হার্দিকের উপর চাপ আরও বাড়ছে।

মোস্তাফিজের পরের ম্যাচে খেলা নিয়ে শঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সহ,আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে জরুরি ভিত্তিতে তিনি ঢাকায় ফিরেছেন।

ভাবা হচ্ছিল, কাজ সেরে আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের পরবর্তী ম্যাচের আগেই ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটির সঙ্গে যোগ দেবেন জাতীয় দলের এই বাঁহাতি পেসার। তবে আগামী শুক্রবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ম্যাচে তাঁর খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে, জানিয়েছে ইএসপিএনক্রিকইনফো।

এবারের আইপিএলে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলছেন মোস্তাফিজ। আইপিএলের শুরু থেকেই দলটির একাদশে নিয়মিত এই বাঁহাতি। ৩ ম্যাচ খেলে ৭ উইকেট নিয়ে মোস্তাফিজই এখন পর্যন্ত আইপিএলের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি বোলার। আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে ২৯ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরাও হয়েছেন। মোস্তাফিজ না খেলতে পারলে এই ম্যাচে একাদশে সুযোগ

পেতে পারেন শ্রীলঙ্কার স্পিনার মহীশ তিকশানা। প্রথম ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তবে এরপর বাদ পড়েন। সুযোগ পেতে পারেন ইংলিশ অলরাউন্ডার মঈন আলীও।

চেন্নাইয়ের কাছে স্থানীয় ক্রিকেটার ব্যবহারেরও সুযোগ আছে। তাহলে একাদশে সুযোগ পেতে পারেন মুকেশ চৌধুরী। তিনি যদিও ২০২২ সালের ডিসেম্বরের পর চোটের কারণে এখনো কোনো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলতে পারেননি।

তবে দারুণ ফর্মে থাকা মোস্তাফিজকেই হয়তো একাদশে পেতে চাইবে চেন্নাই। কারণ, তাঁর সঙ্গে ডেথ ওভারে মাতিশা পাতিরানার সঙ্গে জুটি জমে উঠেছিল বেশ। ৫ এপ্রিল হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে চেন্নাই খেলবে এবারের আইপিএলে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচ।

রয় কিনের সমালোচনার জবাবে হলান্ডকে 'বিশ্বসেরা' বললেন গার্দিওলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনালের বিপক্ষে নিষ্প্রভ পারফরম্যান্সের পর ব্যাপকভাবে সমালোচনার মুখে পড়েন আর্লিং হলান্ড। সেদিন চারটি শট নিয়েও কোনো গোল করতে পারেননি ম্যানচেস্টার সিটির এ স্ট্রাইকার। ম্যাচ শেষে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবদন্তি রয় কিন বলেন, হলান্ড লিগ টুতে (চতুর্থ স্তর) খেলা খেলোয়াড়দের মানের। গোল করা ছাড়া মাঠে তাঁর খেলা খুবই নিম্নমানের।

এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এর পক্ষে, বিপক্ষে বেশ আলোচনা হয়েছে। এবার রয় কিনের সেই মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন খোদ সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা। তিনি হলান্ডকে 'বিশ্বের সেরা স্ট্রাইকার' দাবি করে কিনের মন্তব্য 'অপ্রত্যাশিত বলে উল্লেখ করেছেন।

চলতি মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৮ গোল করেছেন হলান্ড। যদিও আগের মৌসুমের তুলনায় কম। গত মৌসুমে লিগে রেকর্ড গড়ে ৩৬ গোল করেছিলেন হল্যান্ড। এবার বড় ম্যাচগুলোতেও নরওয়েজীয় তারকার পারফরম্যান্স আশানুরূপ নয়। লিগে শীর্ষ চারে থাকা তিন দলের বিপক্ষে ৫ ম্যাচ খেলে তাঁর

গোল মাত্র ১টি। এসব বিবেচনায় নিয়েই মূলত হলান্ডের সমালোচনা করেছিলেন কিন।

সাবেক আইরিশ এই ফুটবলারকে জবাব দিয়ে সিটি কোচ গার্দিওলা বলেছেন, 'আমি তার সঙ্গে একমত নই। একেবারেই নয়। সে বিশ্বের সেরা স্ট্রাইকার। গত বছর আমরা যা কিছু জিতেছি, সেসবে সে আমাদের সাহায্য করেছে। আর্লিং (হলান্ড) অসাধারণ একজন ফুটবলার।' হলান্ডের পাশে দাঁড়িয়ে গার্দিওলা আরও বলেছেন, 'আমরা যে সুযোগ সৃষ্টি করতে পারিনি তার কারণ আর্লিং নয়। তাঁর যে মান তা অবিশ্বাস্য, অবশ্য সবাই অন্য কিছু প্রত্যাশা করে। অনেক ম্যাচে সে আরও ভালো করতে পারত। কিন্তু আমি জানি আর্সেনালের বিপক্ষে আমরা যে সুযোগ তৈরি করতে পারিনি, সেটা তার জন্য নয়। বক্সে আমাদের আরও উপস্থিতি জরুরি ছিল। যদি আমরা তা করতে পারতাম তবে আর্লিং আরও জায়গা পেত। কখনো কখনো এমনটা হয়।'

হলান্ডের পাশে দাঁড়ালেও সমালোচনাকে অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই নিচ্ছেন গার্দিওলা, 'আপনি যদি ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে এটা মেনে নিতে না পারেন, তবে আপনার অন্য কাজ করা উচিত। আপনি যখন মানুষের মধ্যে পরিচিতি পাবেন, তবে আপনাকে এটা মেনে নিতে হবে।'

১৬ বছর পর অলিম্পিকে মেসি? জোর জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিয়োনেল মেসির ঘরে বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা, অলিম্পিক্সের সোনার পদক সবই রয়েছে। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক খেলবেন কি না, তা এখনও অনিশ্চিত। তবে ফুটবলকে বিদায় জানানোর আগে দেশের হয়ে আরও একটা অলিম্পিক্সে দেখা যেতে পারে মেসিকে। সে ক্ষেত্রে ১৬ বছর পর অলিম্পিক্স খেলবেন তিনি।

প্যারিস অলিম্পিক্সে পুরুষদের ফুটবলে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ব্রাজিল। লাতিন আমেরিকার মানরক্ষার দায়িত্ব অনেকটাই তাই আর্জেন্টিনার। তাই এ বার আর্জেন্টিনার হয়ে খেলতে পারেন মেসি। খেলতে পারেন গত বিশ্বকাপের সেরা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজও। বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে তাঁর উদ হয়যাপনের ভঙ্গি নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। আর্জেন্টিনার অধিনায়কের প্রিয় সেই দিবুই এই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

২০০৮ সালে বেজিংয়ে শেষ অলিম্পিক্স খেলেছিলেন মেসি। তাঁর নেতৃত্বে সে বার সোনা জিতেছিল

আর্জেন্টিনা। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, অলিম্পিক্স খেলে অনূর্ধ্ব-২৩ দল। দু'জন ফুটবলার থাকতে পারেন বেশি বয়সের। সেই মতো প্যারিসে আর্জেন্টিনার দলে থাকতে পারেন মেসি এবং মার্তিনেজ। আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক জানিয়েছেন, আর্জেন্টিনার প্রথম সারির ফুটবলারদের অনেকেই প্যারিস অলিম্পিক্সে খেলতে আগ্রহী। যদিও কারা দলে সুযোগ পাবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়।

আপনি নিজে কি খেলতে চান? মার্তিনেজ বলেছেন, "জাতীয় দলের এক নম্বর গোলরক্ষক হিসাবে অবশ্যই অলিম্পিক্স খেলার ইচ্ছা রয়েছে আমার। এ নিয়ে এখনও কোচের সঙ্গে আমার কথা হয়নি। দেশের হয়ে অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণ যে কোনও খেলোয়াড়ের স্বপ্ন থাকে। আমারও আছে। অলিম্পিক্সের আগে কোপা আমেরিকা রয়েছে। ক্লাব ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ রয়েছে। তাই এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় অলিম্পিক্স খেলবই। মেসিও খেলতে পারে।"

ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, নিকোলাস ওটামেন্ডির মতো ফুটবলারেরাও প্যারিস অলিম্পিক্সে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলতে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন মার্তিনেজ। তিনি বলেছেন, "অলিম্পিক্সের সময় কারা ফাঁকা থাকবে, সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়। যদিও আমাদের কাছে জাতীয় দলের গুরুত্ব সব সময় ক্লাবের আগে। দেশের হয়ে খেলা আমাদের কাছে গর্বের। আমি প্যারিস যেতে চাই। ওরাও যেতে চায়। কিন্তু কোচ কাদের দলে নেবেন, সেটা তাঁর সিদ্ধান্ত।"

মার্তিনেজ জানিয়েছেন, অলিম্পিক্স খেলার সুযোগ পেলে ক্লাবকে জানিয়ে দেবেন দেশের হয়েই খেলবেন। সে সময় ক্লাবের খেলা থাকলে তাঁকে পাওয়া যাবে না। বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ৩১ বছরের গোলরক্ষক চান অলিম্পিক্সের সোনার পদক।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**